উপসংহার

অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার সদর শহরে প্রসেনিয়ামমূলক ইউরোপীয় ধরণের নাট্যচর্চার সূত্রপাত হয় ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কেন্দ্র কলকাতা থেকে এ জেলায় ইউরোপীয় সামাজিক সংস্কৃতি প্রবেশ করার ফলে দিনাজপুর শহরে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে নাট্যাভনিয়ের সূচনা হয় 'জয়দ্রথ' নাটকের অভিনয় দিয়ে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার কোম্পানী' স্থাপিত হয়। এরপর ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ডায়মণ্ড জুবিলি থিয়েটার হল নির্মিত হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে দিনাজপুর নাট্যসমিতি নির্মিত হয়। এই নাট্যসংস্থা ছিল দিনাজপুর শহরের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিল্প সংস্থা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশবিভাগের প্রাক্‌কাল পর্যন্ত প্রাক্‌-স্বাধীনতা পর্বের নাট্যচর্চার তৎপরতা উক্ত নাট্যমঞ্চ দুটিকে ঘিরে কেন্দ্রীভূত ছিল। এই সময় পর্বে দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার জগৎ জমিদারদের নেতৃত্বে ও পৃষ্ঠপোষকতায়, ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যথা— উকিল ও ডাক্তার অর্থাৎ উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের দ্বারা গড়ে উঠতে দেখা যায়। তাই স্বাধীনতার পূর্বে এই জেলার অভিনয় জগতে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। শুধুমাত্র দর্শক হিসেবে তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। সেকারণে তখন মধ্যবিত্তরাই ছিল প্রধান দর্শক। স্বাধীনোত্তর পর্বে এই জেলার নাট্যচর্চার প্রবণতা ও উৎসাহ অধিকমাত্রায় বেড়ে যায় এবং উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এই সময় দিনাজপুরের নাট্যচর্চায় জমিদার শ্রেণীর আধিপত্য অনেকটা হ্রাস পায় এবং অভিনয় স্তরে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেড়ে যায়। মোট কথা এসময়ে দিনাজপুরের নাট্যজগতে সামাজিক আবর্ত বা পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। এভাবেই জেলার নাট্যচর্চা প্রবহমান ধারাকে বহন করে বিভিন্ন দিকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। মোটকথা ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার নাট্যচর্চার ইতিহাস অবশ্যই গৌরবের ইতিহাস। বিশেষ করে দিনাজপুর সদরের রঙ্গমঞ্চের অজস্র দক্ষতাসম্পন্ন অভিনেতা স্বাধীনোত্তর কালে বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় উক্ত নাট্যঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে এসে এতদঞ্চলের নাট্যসংস্কৃতির বিকাশ ও প্রগতির বাহক রূপে পরিণত করার বিষয়ে সহযোগিতা করেছিল।

এই জেলাদ্বয়ের রচিত নাটকগুলির আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বাস্তব ও জীবন্ত রূপে নাট্যকারেরা তাঁদের রচিত নাটকে পরিস্ফুটিত করেছেন। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশ মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস হল কৃষিকাজ। তাই জীবন ও জীবিকার জন্য তারা কায়িক পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে অতিকষ্টে জীবন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। এই মানুষদের তৎকালীন জমিদার-জোতদার ও মহাজন শ্রেণীর মানুষের দ্বারা শোষণ ও নির্যাতনের

শিকার হয়ে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, তার বাস্তব আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সুস্পষ্ট রূপে জেলার নাট্যগুলিতে উপস্থাপিত হয়েছে।

মফস্বল নির্ভর এই জেলাদ্বয়ের নাটকে নাট্যকাররা কখনও সমাজ জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা তুলে ধরেছেন, অর্থাৎ সর্বোপরি সাধারণ কৃষিজীবী মানুষেরা জমিদার-জোতদারদের অমানবিক শোষণে নিপীড়িত হতে হতে নিঃস্ব হয়ে উঠেছে এবং তাদের সংগঠিত আন্দোলন সর্বোপরি বিপ্লবী চেতনার শ্রেণী সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে— এই কৃষক আন্দোলনের কথাও নাট্যকার তাদের রচিত নাটকে সযত্নে তুলে ধরে এই জেলার নাট্যচর্চাকে একটি বৃহত্তর মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছেন। কোনো নাট্যকার বর্তমান যুগের হৃদয়হীন যান্ত্রিকতার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মানুষের চিত্র তুলে ধরেছেন, আবার কেউবা রোম্যান্টিক পরিমণ্ডলের মধ্যে যন্ত্রণার, ব্যথা-বেদনার পরিণতি ও পরিসমাপ্তি খুঁজেছেন, কেউ আন্তরিকভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন মনুষত্বের পরিব্যাপ্ত জমিতে নিরালম্ব ব্যক্তি মানুষের অসহায়তার কথা, সেই সঙ্গে কেউ চেষ্টা করেছে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও মানুষের অস্তিত্বের সংকট। নাট্যকারেরা স্বীয় স্বীয় চিন্তাদর্শ এবং অভিমত জেলার এই নাটকগুলিতে বিধৃত করে তুলেছেন। তবে তাঁদের লক্ষ্য একটি, তা হল নাটকের সামগ্রিক মান উন্নয়ন।

দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুর জেলার মূল ভাষা বাংলা হলেও এই বাংলা ভাষা পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ও লেখ্য রূপে ব্যবহৃত চলিত বা শিষ্ট বাংলা ভাষার মতো নয়। বরং এ জেলাদ্বয়ে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। জেলার নাট্যকারেরা তাঁদের নাটকে চরিত্রগুলির মুখের সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলিকে বাস্তব ও জীবন্ত রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই জেলাদ্বয়ের নাট্যচর্চার ঐতিহ্যবাহী ধারা বেয়ে আবির্ভূত নাট্যকারেরা তাঁদের রচিত নাটক গুলিতে জেলাবাসীর জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-চেতনা, জীবিকা ও জীবন সংগ্রামের কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের চরিত্র নাটকে রূপায়িত করে তুলেছেন। এর ফলে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্রগুলির গূঢ় রহস্য উন্মোচনের পাশাপাশি সামাজিক নাটকগুলিতে মধ্যবিত্ত সমাজের নানারকম গ্রাম্য সহজ সরল সাধারণ চরিত্রগুলি উঠে এসেছে। এবং এতদ্‌ঞ্চলের প্রচলিত নাটকে চরিত্রগুলি জীবন্তরূপে ফুটে উঠেছে। মোটকথা এই জেলার নাট্যকারদের লেখা নাটকের মধ্য দিয়ে যুগমাফিক মানুষের সামাজিক রূপ ও অবস্থা, ক্রিয়া, আচরণ ও আদর্শ প্রভৃতি বাস্তবোচিত রূপে যেমন চিত্রিত হয়েছে, তেমনি আবার শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, উৎপীড়িত, যান্ত্রিক সভ্যতার প্রবল আঘাতে যন্ত্রণাক্লিষ্ট, মানবিক মূল্যবোধহীন, অবক্ষয়িত সমাজের

মনুষ্যত্ববোধহীন প্রভৃতি চরিত্র এই নাটকগুলিতে রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

এই জেলাদ্বয়ে একাধিক নাট্যকার আছেন এবং এই সব নাট্যকারেরা তাঁদের রচিত নাটকগুলির মধ্যে এই জেলাবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন প্রভৃতি নানা বিষয় ব্যক্ত করেছেন। এবং জেলার নাট্যকারদের অধিকাংশ নাটকগুলি শিল্পমূল্যের (সাহিত্যমূল্য) বিচারে অবশ্যই রসগ্রাহী এবং নাট্যগুণান্বিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে দু-একটি নাটক নাট্যকৃতির দিক থেকে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ক্রমবর্ধমান নাট্যচর্চা ও নাট্য আন্দোলনের সূত্র ধরে যেমন অনেক স্থায়ীমঞ্চ গড়ে উঠেছে, তেমনি আবার এই মঞ্চগুলিকে কেন্দ্র করে অনেক শক্তিশালী নাট্যঅভিনেতা-অভিনেত্রী, নট-নাট্যকার, নাট্য-নির্দেশক, নাট্য পরিচালক ও নেপথ্য নাট্যকর্মীর আবির্ভাব ঘটেছে। মোটকথা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রচলিত নাটকগুলির গতিপ্রবাহের মূলে রয়েছে নাট্যমঞ্চ ও নাট্যব্যক্তিত্ব। এ জেলার পুরোধা নাট্যব্যক্তিত্ব হিসেবে সর্বপ্রথমে উচ্চারণ করতে হয় বাংলা তথা বিশ্ববন্দিত নট ও নাট্যকার মন্মথ রায়ের নাম। আজন্ম নাট্যপ্রিয় মন্মথ রায় শৈশবকাল থেকেই বালুরঘাটের স্থায়ী নাট্যশালা বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের (১৯০৯ খ্রি:) সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। দেশ বিভাগ পর্যন্ত নাট্যমন্দিরই ছিল মূলত উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার একমাত্র নাট্যশালা। দেশবিভাগের পর স্বাভাবিকভাবে নাট্যচর্চার প্রয়োজনে এই জেলাদ্বয়ে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু নাট্যমঞ্চ নির্মিত হয়েছিল। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও অন্যতম নাট্যমঞ্চগুলি হল, যথা— 'রায়গঞ্জ ইনিস্টিটিউট' (১৯৩৯খ্রি:), 'ছন্দম' (১৯৬৩), 'বিবেকানন্দ নাট্যচক্র', 'শিল্পীচক্র', 'এল.টি.সি.', 'নজমু নাট্যনিতেকতন' (১৯৩০খ্রি:), 'ত্রিশূল', 'তরুণতীর্থ', 'ত্রিতীর্থ' (১৯৬৯খ্রি:), তূণীর (১৯৭৩ খ্রি:), নাট্যতীর্থ (১৯৮২)। নাট্যকর্মী (১৯৯৩ খ্রি:) ও অন্যান্য নাট্যমঞ্চগুলি অবশ্যই উল্লেখের দাবি রাখে। এই জেলাদ্বয়ে থিয়েটার প্রচলনের শুরুতে পৌরাণিক নাটক মঞ্চস্থ হতে থাকলেও ক্রমে ক্রমে দেশাত্মবোধক নাটকসমূহ মঞ্চস্থ হতে শুরু করে। এবং পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাট্য-প্রযোজনা থেকে মঞ্চে 'সামাজিক নাটক স্থান করে নেয়। ক্রমে ক্রমে ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী নাটক, এরপর নাট্যরূপ ও অনুবাদিত নটেক মঞ্চস্থ হতে থাকে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে মঞ্চে নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছে গ্যাসলাইটের আলোয়। কিন্তু স্বাধীনোত্তর পর্বে মফস্বল নির্ভর উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাট্যমঞ্চগুলি অনেকটা পরিকাঠামোর দিক দিয়ে যুগোপযোগী ও শিল্পসম্মত রূপ লাভ করে। বিশেষ করে মঞ্চালংকরণ, অভিনয় রীতি, আলোক প্রক্ষেপন, শব্দ প্রয়োগ, আবহ সঙ্গীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে মফস্বল অঞ্চলের নাট্যমঞ্চে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

এই সব নাট্যমঞ্চকে কেন্দ্র করে অসাধারণ ও সুদক্ষ, নাট্যব্যক্তিত্বের আর্বিভাব হয়েছিল। যাঁদের ভূমিকার কথা সমগ্র বাংলায় প্রশংসিত। তাঁদের জেলার অভিনয় জগতে কৃতিত্বের ও খ্যাতির কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছি। এ জেলার পরিচালক-অভিনেতারাও কখনো কখনো মঞ্চাভিনয়ে নাটকের শূন্যতা নিজেরাই সফল নাটক রচনা করে বা কোন উপন্যাস ও গল্পের নাট্যরূপ দান করে পূরণ করেছেন। প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, এই জেলায় রঙ্গমঞ্চে নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল পুরুষ চরিত্রের অভিনয়ের চেয়ে পুরুষদের স্ত্রী চরিত্রের অভিনয়ে অসাধারণ পারদর্শিতা লক্ষ করা যায়।

যতীন বাবুর চাকর

নাট্যরূপ- সুব্রত রায়

চরিত্র:

১. সত্যরাম	-	যতীনবাবুর ম্যানেজার	১০. পুণ্য	-	ঐ
২. হারান	-	যতীনবাবুর চাকর	১১. নরেন	-	ঐ
৩. অনিল	-	গ্রামবাসী	১২. কালিকানন্দ	-	যতীনবাবুর গুরুদেব
৪. ধরনী	-	তেলকল মালিক	১৩. যতীন মণ্ডল	-	গ্রামের জোতদার
৫. পানু	-	যতীনবাবুর চাকর	১৪. শান্তি	-	পানু বর্মনের বৌদি
৬. দাক্ষী	-	ঐ ঝি	১৫. কানু	-	পানুর দাদা
৭. বলাই	-	ঐ	১৬. উপেন সাধু	-	একজন গায়ক
৮. ফটীক	-	ঐ	১৭. দীনু	-	যতীনবাবুর লাঠুয়া
৯. কেষ্ঠ	-	ঐ	১৮. গ্রামবাসীগণ	-	অন্ততঃ ৮ জন

প্রথম দৃশ্য

(যতীনবাবুর বাড়ির একটি ব্যস্ত সকাল/যতীন বাবুর বাড়ির বৈঠকখানা— সময় ফাল্গুন মাস—হঠাৎ শীত— সত্যবাবু উত্তেজিত শবস্থায় মঞ্চে ঢুকছে)

সত্য : হারান-হারান— এই শালা হারান বাহে।

হারান : (ভীত) কি কহছেন সরকার মশায়

সত্য : এ্যাই! তোর উপর কি কামের ভার দেওয়া গেইসিলো কহেক তো?

হরান : কেনেহে? কি হইচে?

সত্য : কি হইচে বেহুদ্দা কুঠিকার। পিয়াঁজ বাড়ীটো সারা করি দি গেইচে আর তোমরা কছেন কি হইচে। শালা পিয়াজগাছগুলান খাই একদম শ্যাষ করি দিচে। শালা তোমরা শুধু খাবা আইচছেন— পেনঠি দিয়া মারি খাওয়া নিক্‌লি দিম।

হরান : মুই একটা মানষি কোন পাকে যাও কহেক দিনি?

সত্য : কেনেরে বেহুদ্দা, বেহানত যাই একবার পিয়াজ বাড়ীটো দেখি আসিবা ফম থাকে না?

হারান : নিন্দ থাকি উঠিতো নিকাশ ফেলিবা সময়ে পাওনা। প্রথমত গরু বাইর করি বাহরত

বাঁধি দিবা হছে— তারপর গোয়াল ঝাড়িবা হছে— গোয়ালত ফের কাড়ি কাটি দিবা হছে— গোয়ালক খৈল দিবা হছে— ফের

সত্য : কাক্ খৈল দিবা হছে—

হারান : গরুক খৈল দিবা হছে—

সত্য : শালা—

হারান : তারপর ফের গোয়ালত—

সত্য : (ধমক) থাকেক বেহুদ্দা— বেহান থাকি শুধু গোয়ালত গোয়ালত করিবা ধইছে— ফটর ফটর কাথা শিখিচে—

(অনিল নাম গ্রামবাসী নিঃশব্দে এসে গড় করে প্রণাম করছে)

(কায় রে? কায় রে বেহুদ্দা— অনিল মাথা উচু করে ও! শুনিল তুই— সময় হইল)

অনিল : তোমরা হামাক বলে নুকটেছেন?

সত্য : নুকটেলেই তোমাক কোন্না পাওয়া যাছে— তোমরা তো আইজকাল দেউনিয়া হয়া গেইছেন।

অনিল : ডাকিবার সাথোতে তো চলি আসিনু।

সত্য : ও! এখন তাইলে এইটা বোঝা যাছে হামারে গরজ বেশী, তোমার কোন গরজে নাই। (হারানকে) কিরে বেহুদ্দা, এন্না খাড়া রলু কেনে— মুই খগেনের গাইটা বাধি আনিছু— ওইটা খোয়ারত ধরি দি আয়—

হারান : যাছো—(দৌড়ে যায়)

সত্য : কি হইল রে?

হারান : কছো কি মুই একলায় যাম।

সত্য : কেনেহে গাইটাও তো যাইবে

হারান : যদি ফের মোক গুতায়—

সত্য : এইবার তোক মুই গুতাইম-শালা কুড়িয়াটো—

হারান : যাছো যাছো— হেই এইলা ঝামেলা কাম মোক দিয়া ... (প্রস্থান)

সত্য : এ্যঃ ঝামেলা কাম— অ বাহে অনিল কহেক তো— তুই কি করিবা চাহেছিত?

অনিল : মুই তো দিবায় চাহাছো।

সত্য : এ্যাইলা কাথা শুনা মোর ঢের হই গেইছে— ধার নিবা সময় চুক্তি করছুলু— অঘন মাসত টাকা সুদ সমেত সুজি দিবু এইটা ফাগুন মাস-অঘান মাস সেকি তুই মোক

ঘোরাছি।

অনিল : কি করিম কও সৈত্যবাবু— মুই তো চেষ্টা করছেও।

সত্য : তা মোক তুই কি করিবা কহেছিত?

অনিল : তোমরা তো সবে বোঝা পাছেন— মোর দখিন পাথারের গামর ধানকোনা পোকা খাই একদমে শ্যাষ করি দিছে।

সত্য : মাঘ মাসত কহুলু— ফাগুন মাস পড়িলেই টাকা সুজি দিবু— তারপর তিন তিনটা হাট চলি গেলো— তোর দিবারে নাম নাই— বাড়ীত যাই নুকটেলেই তোর বৌ কছে দেওয়ানিয়াটো বাড়ীত নাই— তুই মোর থাকি পেলাই পেলাই বেরাবু নাকি বাহে— (পুন্যকে লক্ষ করে) কি বাহে পুন্য তুই ফের পন্থা নিবা তনে আসুলু কেনে।

পুন্য : দাক্ষীর বাড়ীত কামছে— ওই তনে বসাক আসিবা হইল—

সত্য : পন্থার ভাবটা ধরি এপাকে আয়তো—

পুন্য : (কাছে এসে) কি কছেন?

সত্য : রাখেক— কি বাহে আজ ফের ১০টা পিয়াজ— গম বাড়ীত কটা জন কাম করেছেন।

পুন্য : ছয়জন—

সত্য : ছয়জনতো ছয়টা পিয়াজ নিবু— দশটা নিলু কেনে?

পুন্য : ওমরা নিবার কছলো।

সত্য : শালা ওমরা মোর বোউটোক ধরি নি যাবা কহিলে তুই নিয়া যাবু— পিয়াজের দর কত জানিস্— তোমরা খাবা আইসচেন না কাম করিবা আইচছেন— চারখান পিয়াজ রাখি দিয়া যাও। (পুন্য চলে যায়) হু! শালা জমিদারি পায়া গেইচে। অনিল বাহে তাড়াতাড়ি করেক কি করিবা চাহেছিত— আজ ফের হাটবার মোর অনেকে কাম ছে।

অনিল : মুই আর কি কহিম?

সত্য : সোজা কাথা শুনি রাখ অনিল, মুই আর তোর পাছোত ঘুরিবা পারিম নাই— মোর সময়ের দাম ছ্যা— এই মাসের ভিতরত মোর টাকা চাই এইটা মুই কহি দিনু—

অনিল : মুই এমাসত কেনং করি টাকা দিম— ঘরত একোনা খাবা নাই— মাউন বেটীর পিন্দিবা কাপড় কিনিবা পারছো না—

সত্য : আরে বাহে দিবা ইচ্ছা থাকিলে দেওয়া যায় কেনে তোর বড় বখরীটো বিকাইলেই

তো টাকা উঠি আসিবে।

অনিল : ছেচায় কছো। ওইটা হামার নিজের বখরী নাহায়— মানীর মাও আধী নিচে—

সত্য : শালা কান্দিবা ধইছে। শুনি রাখেক এই মাসের ভিতিরত মোর টাকা না পাইলে— কি করি টাকা আদায় করিবা হয়-সিটা মুই জানু, তুই এখন বাড়ীত যাই ভাবেক কি করুবু—

(নরেন আসে)

নরেন : সরকার মশায়— একজন নোক আইসছে।

সত্য : কায় রে?

নরেন : মুকুন্দপুরের হাটের চালকল মালিকটো।

সত্য : ও! ধরনী। যা যা ধরি আন। আই বাহে অনিল তুই এলা যা— মোর কাম ছ্যা—

অনিল : তানে মুই যাছো— (প্রণাম ও প্রস্থান)

সত্য : শালা— চিমঠাটো—

(ধরনী আসে)

ধরনী : আরে সেঁত্যুবাবু— বাড়ীত বসি কি কচ্ছেন?

সত্য : মোর আর কি কামের শ্যাষ ছ্যা। বইসেক বইসেক— নরেন মোর বিছান থাকি বিড়ির মোঠা আর শালাইটো নি আসতো। (নরেন চলে যায়)

ধরনী : মুই বাপু বেশীক্ষণ বসিবা পারিম নাই।

সত্য : কেনে তে?

ধরনী : গাড়ী ধরি আসছু— যাছো বাবুর হাটোত ধান কিনিবা তনে— সময় বহি গেলে ফের ধান মিলিবে নাই।

সত্য : ও কামের কাথা কহেক— কি কামে মোর ঠিনা আলু?

ধরনী : তোমরা গেইল মাসে একটা কামের মানষির কাথা কৈসিলেন না?

সত্য : কৈসিনু তো— তা পাওয়া গেইছে?

ধরনী : পাওয়া গেইচে মানে— মোর মিলতে কাম করেছে—

সত্য : বাড়ী কোন্না?

ধরনী : বাগঢোল।

সত্য : কার বেটা রে?

ধরনী : মনকটু।

সত্য : মনকটু!

ধরনী : হেই! তোমরা চিনায় নি পাবেন।

(নরেন আসে)

নরেন : নাও ধরো (বিড়ি ম্যাচ দিয়ে চলে যায়)

সত্য : নে ধরেক। তা কাজ কাম কেমন করিবা পারছে?

ধরনী : ভালোয় খাটিবা পারছে। জানেন তো গতর ভারী জন দিয়া মুই কাম করাও না।

সত্য : তুই যখন কহেছিত— তখন চিন্তায় করু না। কিন্তু টেটীয়া হইলে ফের ঝামেলা হোবে— এটা কিন্তু তোক মুই আগতে কহে দিছু— তুই তো বাপু যতীনবাবুক চিনিসেই। কাম কাজ পসন না হইলে (হঠাৎ) হায় হায় বাছিটো তামাম দুধ খাই সারা করি দিলে— পচকটু যাও যাও ধরো ধরো— বাঁধো বাঁধো বাছিটাকো ভালো করি বান্ধিবা পারেন না— শালার ঘর শুধু খাবা আইসছে— সবে মোক দেখিবা হোবে।

ধরনী : ঠিকে। যতীনবাবু বাড়ীত নাই?

সত্য : হে যতীনবাবু ফের কোন্না বাড়ীত থাকে— ওমরা তো জমির মামেলা কোপাটির মিটিন— হাটের খাজেনা— তারপর ফের কাঠের মিল খোলেছে— বাড়ীর তিনা নজরে নাই। সবে মোক সামলাবা হছে। যাউক, তারপর কহেক তো ধরনী ছোড়াটো কাম কাজ করিবা পারিবে তো।

ধরনী : তোমারা মিছায় ভাবেছেন— মোর আগের জন হুবার তোমার ওন্না কাম করেছে— কহেন তো খারাপ কাম করেছে?

সত্য : আহা! ওইটা মুই কহুনা— তুই তো জানিসে বাপু। ১২৫/১৫০ বিঘা জমির ফসল গাড়া-তোলা-মাড়াই তারপর ফের ৮টা পোখেরেরও নজর রাখা— তারপর হাঁস-গরু-ছাগল এটা সেটার শ্যাষত নাই— ইবার পর ফের ১০/১২ টা ঝি চাকরক কাম করাবা হোছে— আর কাম কাজ পসন না হইলে মোর উপর তাসন তামন।

ধরনী : আরে মুই কছো তো পানু হামার ওন্না ঢের ধরিআ কাম করেছে— তাছাড়া পানু মোর দুয়াই আছেলো।

সত্য : এইটা ফের কেমন কাথা কছিত রে। আছেলো?

ধরনী : ওই তো কছু আছেলো।

সত্য : আরে ভাঙ্গি কহেক না শুনা যাউক।

ধরনী : মোর শরমের কাথা আর কি শুনিবেন সৈত্যবাবু— মোর বেটী পারুলক তো তোমরা চিনেন।

সত্য : হয় হয়, চিনুছু।

ধরনী : তা উয়ার ঢংঢাং ভালো আছেলো না। অয় দুই দুইবার দুইটা ছোড়ার সাথে পেলাই যাই ফের ছমাসের ভিতর ঘুরি আসিল। আসিলে তো আসিলে— মুই তো আর বাপ হয়া বসি থাকিবা পারো না।

সত্য : ঠিকে।

ধরণী : ত্যাখন ফের উয়ার বেহার যোগার করবা ধরনু— ত্যাখনই মুই পানুর উদিস পানু।

সত্য : ওঃ তা পানু ত্যাখন কি কাম করছলো?

ধরনী : কাম ফের করছেলো কোন্ন? বাপের ১$^{১}/_{২}$ বিঘা জমি দেখাশুনা করছলো— আর কপিল মাস্টারের খনগানের দলত বাঁশী বাজাছেলো। কিন্তু এ্যাইলা দি তো আর প্যাটের ভাত হয় না। ওইতনে মোর কাথা মনকটু মানি নিলে।

সত্য : তায় ফের কছিত আছেলো?

ধরনী : ওইটাইতো মোর কপাল সৈত্যবাবু। বেহার দুই মাসের ভিতরত মোর পারুল ফের এক মাটী কাটা ঠিকাদারের সাথে পেলাই গেইল। সেই থাকি পানু মোর ঠিনা কাম করেছে।

সত্য : ওঃ তা দেখিস বাহে তোর বাঁশী বাজানিয়া জয়াইটো ফের যতীনবাবুর সম্পত্তি ফুকাই শ্যাষ করি দিবে নাতো। (হাসি)

ধরনী : না হায়-নাহায়।

(নরেন আসে)

সত্য : কি নরেন মোক কিছু কহবু।

নরেন : কছো কি আজ হাটত কি নিয়া যাইবেন।

সত্য : ওহো! ফমে ছিলো না— শোনেক দশ ধারা পাটা মাপি রাখেক যতীনবাবু অডার করি গেইসে।

নরেন : ঠি ছ্যা— (চলে যেতে যেতে উদ্দত)

সত্য : আর শোনেক— বেহুদ্দা না শুনিতেই পিছলি যাছে—

নরেন : কহো।

সত্য : হারান আসিলে এন্না পাঠে দিবু।

নরেন : ঠিক ছ্যা— যাছো। (নরেন চলে যায়)

ধরনী : সৈত্যবাবু— তোমরা পাটা ধরি রাখেছেন না—

সত্য : না হয় এইসন পাটার দাম আর উঠিবে না— যতীনবাবু আইগজ্ঞ থাকি শুনি আইসছে।

ধরনী : ছেচায় এইসন থাকি মুইও আর পাটা কামাইমা— না পাটা নিয়া এতো দিকদারী মোর আর ভালোয় নাগেছে না। (হারান আসে)

হারান : মোক তোমরা ডাকিছেন?

সত্য : গাইটা দিয়া আসিলু।

হারান : দিয়া আসছু।

সত্য : শোনেক তোক এনা কালিয়াগঞ্জ যাবা হোবে।

হারান : কেনে তে?

সত্য : ডিজেল আনবা হোবে।

হারান : মিছায় মোক পাঠাছেন— পাল যাবে নাই কাইল মেলায় মানষি ত্যাল না পায়া ঘুরি আইসছে।

ধরনী : ছেচায় সৈত্যবাবু। এপাকে পাম্পত ত্যাল নি পাল যাছে— ওপাকে পাম্পের বগলে ৬৮ ভটীর গ্যারজত মেলায় ত্যাল বেশী দামে বিকাছে।

হারান : হয়। মুইও শুনবা পানু— কাইল তামাল্লা মানষি ত্যাল না পায়া আস্তাত শুতি পড়িহাই— শ্যাষে B.D.O পুলিশ আসি অনেক বুঝাই সুঝাই মানষিগুলাক বাড়ীত ঘুরাই দিচে। একেনা তেলও..

সত্য : থামেক বেহুদ্দা। মিছায় ফটর ফটর। তোক অতো বুঝবার নি হোবে। যতীনবাবুর চিঠি ধরি কেশী বাবুর ঠিনা যাব— যতীনবাবুর কহাল ছে-১০ লিটার ডিজেল দিবে। যা যা একঘরি পন্থা খাই চলি যা।

হারান : ফের এক জান মারা কাম। পুলিশের লাঠি খাবা হোবে। (চলে যায়)

সত্য : হু! কামের কাথা কইলেই মুখ ব্যাজার।

ধরনী : সৈত্যবাবু! মুই এখন উঠিম। কহ তোমরা কি কছেন?

সত্য : শোনেক ধরনী তোর যখন জুয়াই আছেলো তখন তো নিবায় হোবে। কিন্তু হরমা মুই একন ঠিক করিম নাই। আগে কাজ কাম দেখো-পসন হউক— ত্যামন ফাইনল হোবে।

ধরনী : ঠিক ছ্যা। তোমার উপর ভার দেওয়া গেলো।

সত্য : আর পানুক কাইল বেহানতে পাঠে দিবু।

ধরনী : আরে পানু তো তোমার তৈরি ঘরত বসি আছে।

সত্য : তৈরী ঘরত বসি আসে। তা ওন্না বসি আছে কেনে? ওন্না ধরি আনিবা পাল্লু হয়।

ধরনী : এন্না তো আসিবা কনু। তো কহিলে তোমরা যাও— মোর ঢর করেছে।

সত্য : কি কহুলু— ঢর লাগেছে- কেনে তে— হা: হা: হা: ডাকেক ডাকেক।

ধরনী : পানু-পানু-এ পানু এত্তি আয়। (পানু আসে হাতে— একহাতে পোটলা-অন্য হাতে বাঁশী জীর্ণ গেঞ্জী-মাঠা পরনে চুল অবিন্যস্থ— দড়ির মত পাকানো চেহারা— চোখে গ্রাম্য সারল্য— ও কৌতুহল)

পানু : নে নে গড় করেক। (পানু গড় করে)

সত্য : ঠিক ছ্যা, ঠিক ছ্যা— কি রে এন্না কাম করবু।

পানু : হ্যাঁ— করিম।

সত্য : সব কাজ কাম পারুবু তো।

পানু : পারিম।

সত্য : শোনেক বাপু— এন্না বাঁশী টাশী অতো চলিবে না— মন দিয়া কাজ কাম করুবু তো থাকবা পারবু— নাইলে মুশকিল হয়া যাবে। এইটা তোক মুই আগতে কয়া দিছু।

ধরনী : হ্যাঁ এইটা স্মরণ রাখিবু। এমরা নোক ভালো ছ্যা— তোর ভালোয় নাগিবে। সৈত্যবাবু মুই চননু— পানু থাকিল ভেইলা বেলা হয়া গেলো— মোক ফের হাট ধরবা হোবে। পানু মুই যাছো রে— শোনেক মন দিয়া কাজ কাম করবু বোঝা পালু।

সত্য : ধরনী হাটোত এনা নাগাল করিস।

ধরনী : (নেপথ্যে) ঠিক ছ্যা- নাগালা করিম।

(দাক্ষী আসে— হাতে দুধ)

দাক্ষী : নাও ধর সরকার মশায়।

সত্য : তুই আজ পন্থা ধরি গেলুনা কেনে? শরীল খারাপ।

দাক্ষী : না হায়। বাড়ীর বুড়িটো ফের কাম বাতাইল— ওই তনে।

সত্য : তোক আর ওমার কাম করবা নি হোবে— মোর কাথা শুনি চলিবু—

দাক্ষী : শোনছোও তো—

সত্য : হ্যাঁ এইটা ফম থুইস। (দুধ খায়) পন্থা খাছিস?

দাক্ষী : না খাউ।

সত্য : এনং করিলে শরীল ভাঙ্গি যাইবে। যাও যাও এখনে খাই পন্থা খাই নে। (গ্লাস দেয়)

দাক্ষীর : যাছো—

সত্য : শোনেক— কধুটা ঘরত ধরি যা— (দাক্ষি চলে যায়)

সত্য : চলেক পানু। মরিচ বাড়ী যাবা হোবে— কাম ছে। এই নরেন— পাটালা— শালা বসি বসি হুকা টানেছিস— এ্যাইলা মোর ভালোয় নাগেনা। যাও যাও পাটালা নাপি রাখেক— যাও যাও— পানু চলেক— টোপলাটো ঢেরী ঘরত রাখী আয়— (পানু রাখে) চলেক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(স্থান: যতীনবাবুর জমি। সময় সকাল ৯টা। বলাই ফটীক কেষ্ট পুন্য শানকিতে পন্থা খাচ্ছে। দাক্ষী আখ খাচ্ছে। দূরে পানু বাঁশীর মৃদু আওয়াজ)

পুন্য : আই দাক্ষী, এইকিনা করি পন্থা তোক কায় আনিবা কইছে?

দাক্ষী : মোক কুনো কাথা কবেন নাই— মোক যা হুকুম কইচে— মুই তাই আনিছু।

ফটীক : কায় তোক হুকুম কইছে— কায়?

কেষ্ট : কায় ফের— সৈত্য দেওয়ানিয়াটো ছাড়া ফের কায় হোবে।

ফটীক . এই কিনা করি পন্থা খাই মুই মাঝ বেলা পর্য্যন্ত হাল দিবা পারিম নাই।

বলাই : হামরা একখান প্যাঁজ বেশী খাইলে ওমার গামত লাগে—আর নিজের বেলা পেতদিন দুধ খাছে— দুইখান করি মাছের ঠুমা দিয়া খোরাক খাছে—

কেষ্ঠ : ফের যতীনবাবুর পাইসা দি সুদ কামাছে— এইলা কাথা কায় কহিবে।

পুন্য : হেই! এইকিনা শাক— দেখায় নি যায়। খাবারে মোনাছে না।

দাক্ষী : খালি খালি আও করিবা হোবেনি। না খাবু তো ভোগ মারি থাক। মোক তাড়াতাড়ি বাড়ীত যাবা হোবে। এ্যাই বলাই কাকা, তোমার নতুন জনটোক ডাকেক না— পন্থা খাবা হোবেনি।

বলাই : দেখেকদিনি। পানু ফের নি আসে। পানু— এ পানু বাঁশী বন্ধ করি একঘড়ি খাবা আয়।

পুন্য : থাউক বলাই কাকা, ডাকবা নি হোবে। পানুর পন্থা ওমরা ভাগ করি খাই নাও।

দাক্ষী : কেনে ওমার পন্থা তোমরা খাইবেন কেনে?

পুন্য : পানুর পন্থা হামরা খাইলে তোর কি?

ফটীক : পানুর উপর দাক্ষীর খুবে দরদ।

পুন্য : মুইও এনা এনা বোঝা পাসু (হাসি)

দাক্ষী : দুই কি বোঝা পাছিস্।

পুন্য : কেনে কইম?

দাক্ষী : পুন্য! এ্যাইলা কাথা কইলে তোক মুই ডেঙ্গাইম কিন্তুক—

পুন্য : উদিনকা সাঁঝা বেলা ওমার সাথে কি কাথা কেসুলি?

কেষ্ট : সত্য দেওয়ানিটো জানা পাইলে বোঝা পাবু।

দাক্ষী : কেনে সৈত্যটা কি মোর ভাতার ছ্যা— যে ওমার ডর পাবা হোবে। মোর ভাইটো জুয়ান হইলে বাপটো ভালো থাকিলে এন্না কাম কন্নু না হয়।

ফটীক : থাউক দাক্ষী-থাউক তোক আর আগ দেখাবা হোবেনি— হমরা সবায় বোঝা পাসু তুই পানুর বাঁশীর ফান্দোত পড়ি গেইছিস।

কেষ্ট : থামেক একেনা— কইলে তো হোবে নাই— পানুটাক কিন্তু মোর খুবে ভালো নাগে। পানুর বাঁশী শুনলে মোর মনটা জিরায় যায়।

ফটীক : বাঁশী পালে ওর ভোগও নি লাগে।

কেষ্ট : বলাইকাকা! তুই অমাক চিনিস।

বলাই : হায়-চিনিনু। মনকটুদার বেটা। ওমার দাদা কানু কিন্তু ওয়ার মত ভালো নোহায়।

পুন্য : কেনে কাকা?

বলাই : অয় তামাম দিন সাতারের বড়ীত নিশা করি পড়ি থাকে। মনকটুদা একায় জনখাটী আসি আইতত আন্ধীবাড়ি খিলায়। আর হামার পানু কপিল মাস্টারের পার্টিত বাঁশী বাজাছোলো।

ফটীক : অয় কেনে যে চালকল মালিকটোর ফান্দোত পা দিলে— অর বেটিটো ভালো আছেলো না।

বলাই : তা নাই পাও দি কি করিবে কহেকদিনি। পানুটা ৩/৪ দিন ভুখ মারি বাড়ীত পড়ি থাকছেলো খাবা নাই একোনা— বাপটাও বুড়া হই গেইছিলো গাওত পৈতদিন কামো নি পাওয়া যায়।

কেষ্ট : ছ্যাচায় কাথা প্যাটের তনে অয় পারুলক বেহা করিছে।

দাক্ষী : মুইও শুনিছু— ওই দিন কল মালিকটোর মুখ থাকি।

(পানু ঢোকে)

বলাই : কিরে পানু পন্থা খাবু না?

পানু : খাম কাকা। মোর একঘড়ি হয়া যাইবে। (খেতে থাকে)

কেষ্ট : পানু আজ আইতত নয়া হাটোত গান শুনবা যাবু?

পানু : হয়! যাবা মোনাছে— কিন্তুক...

বলাই : না হয় রে পানু— তুই যাবু না-কাইল আইতত তোমরা গান শুনবা গেইসিলেন— আজো যদি যান সৈত্য দেওয়ানিটো ধরি ফেলাবে। মোর উপর তাসন লাগাইবে। মুই যাছো— তোমরা পন্থা খাই টপ করি চলি আরো। (বলাই চলে যায়)

ফটীক : মোক আজ শ্যাষ বেলায় হাটোত যাবা হোবে। একটা মাঠা কিনবা হোবে।

পুন্য : মুইও যাম ফটীকদা—

ফটিক : হেই মোর সং ধরিস না। মুই একলায় শুট করি যাম।

পুন্য : শোনেক, শোনেক ফটিকদা— মোকে এনা যাবা হোবে রে।

ফটিক : হে-ই মোর পাস ধরিস না তো— (পুন্য ও ফটিক চলে যায়)

কেষ্ট : মুই আগাছো পানু— দেরী করিস না— সৈত্যটা এখনে চলি আসিবে। (কেষ্ট চলে যায়)

(পানু খাছে ও দাক্ষী পানুর বাঁশী হাতে নিয়ে দেখছে)

দাক্ষী : ভা-লো-য়!

পানু : কায় (চমকে)? (দাক্ষি বাঁশী দেখায়) খালি মোর বাঁশীটো? আর মালিকটো?

দাক্ষী : ওইটার ফের কবা হোবে?

পানু : এনা করি শুনবা মোনাছে।

দাক্ষী : তোমরা একটা বোকা—

(পুন্য আচমকা আসে)

পুন্য : কিরে দাক্ষী— কি কাথা হছে?

দাক্ষী : কি ফের কাথা হোবে?

পুন্য : মুই সবে বোঝা পাসু। সৈত্যটাক কবা দে।

দাক্ষী : কইদিস-মুই অতো ভয় নি পাও।

পুন্য : বাপরে, এত্তো গরম। দাঁড়া আজেই কইম। দেখা যাউক কি হয়।

দাক্ষী : তুই যদি মোক্ তাসন খোয়াবার চাইস- খোয়াস।

পুন্য : ডর খাই গেইসে— নাহয় রে— মিছায় তোক ডর খাওয়াছো— কইম না। পানুদা খোয়া হইল।

দাক্ষী : তুই থাকিলে খাবায় নি পারবে।

পুন্য : যাছোরে যাছো। পানুদা এতেলা সময় ধরি কি খোরাক খাসিত রে। দাক্ষী ফের মাছের ঠুমা খোয়াছে নাকি তে—

দাক্ষী : পুন্য ভালো হছেনা কিন্তু কয়া দিনু—

পুন্য : পালাছো পালাছো— পানুদা সুট করি চলি আয় (পুন্য চলে যায়)

পানু : মোর হয়া গেলো আর কি। পুন্য তোর পাছোত খুবে লাগে না হয়?

দাক্ষী : পৈত্ সময় মোর পাছোত নাগে। ফের মোর কথাও শুনে খুব। পৈত হাটোত মোর বাড়িত খাই খবর আনি দেয়। পুন্যর মনটা খুবে ভালো।

পানু : দাক্ষী তুই একদম বাড়ীত যাইস না?

দাক্ষী : যাইম কেনং করি ওমরা ছাড়িবায় নি চাহে-যাবা চাহিলেই কহিবে তোক আর কাম করিবা নি হোবে।

পানু : কেনে-তুই যতীনবাবুক কহিবা পারিস না।

দাক্ষী : হেই তুই যতীনবাবুক কোন্না পাবু-ওমরা পৈতদিন বাহরত বাহরতে ঘোরে-আর যতীনবাবুক কইলেই কিছু হবা না হয়— সৈত্য দেওয়ানিয়া ছাড়া ওমরা কারো সাথে আও ও নি করে।

পানু : দাক্ষী-তুই এন্না কেতদিন কাম করেছিস?

দাক্ষী : দুই বছর— মোর আর এন্না কাম করিবা নি মোনায়।

পানু : ঠিকে মোরোও মোনাছে না-গাওনের দল পাইলে চলি যাম্।

দাক্ষী : চলি যাবু?

পানু : হয় রে— ওটায় ভাবেছু।

দাক্ষী : পানুদা তুই ভালোয় বাঁশী বাজাইস। পৈতি আইতত ঘরত শুতি শুতি তোমার বাঁশী শুনবা পাও।

পানু : মোর বাঁশী বাজাবা খুবে ভালো নাগেরে।

দাক্ষী : ওই তনে মোক পন্থা ধরি বসি থাকবা হয়।

পানু : ছেচায়—

মুখখানা তোর ডিবু ডিবু ও
ও কন্যা গুয়া কুনটী খালু—
গলাত ঝোলে রুদ্র মালা
রূপা কুনবী পালু— কন্যা— ও ...
কানছা সোনার বরন তোমার
ও কন্যা কিবা মনত আসা .....
.....
হাঁ হাঁ হাঁ (দুজনে হেসে উঠে)

পানু : দাক্ষী আইজ আইতত আসিবু—

দাক্ষী : আইতত্ কোন্না?

পানু : বড় দীঘির পাড়ত—

দাক্ষী : কেনে?

পানু : তোক মুই খুব ভালো গাওনের সুর শোনাইম।

দাক্ষী : মোর খুব ডর করেছে— মুই যাবা পারিম নাই। সবায় ধরি ফেলাবে।

পানু : কেউ জানা পারবনি। শুট করি চলি আসিবু।

দাক্ষী : না হয় মোর খুব ...

নেপথ্যে সত্য: কায়রে — কায়রে এখনও পন্থা খাছে— আরে কায়রে উঠিনা?

দাক্ষী : শিক্‌নিটো চলি আসিল— দেখিলেই মোর গাও জ্বলি যায়— মরাটো— মুই এখন কি কহিম। তোমার তনে দেরি হইল— তোমরা মোক গাইল খিলাইলেন। কাইল থামি মুই পন্থা নিয়া আসিম নাই।

পানু : না আসিলে বাঁশীও বন্ধ হয়ি যাবে।

দাক্ষী : বন্ধ হলি যাবে। — (হাসতে হাসতে পানু খেতে উদ্দত) পানুটা এইটো—

(পানু দৌড়ে এসে বাঁশী নিয়ে হাসতে চলে যায়— সত্য আসে)

সত্য : দাক্ষি কায় রে পন্থা খাচেলো?

দাক্ষী : আ খা-নে।

সত্য : মুই কছো কায় পন্থা খাচেলো?

দাক্ষী : পানু।

সত্য : কাইল থেকি পন্থা কম করি দিবু— সময় কম নাগিবে— শালা জুয়াই আইসছে।

দাক্ষীক্ষ : কার জুয়াই?

সত্য : (রেগে) শালা মোর হু ...। তুই বাড়ীত যা তাড়াতাড়ি-গাইটোক কাড়ী কাটি দিবা হোবে।

দাক্ষী : যাছো। (বাসন নিয়ে চলে যায়)

সত্য : হাঁক যাও। শালার গতরত ত্যাল হইছে— এ বলাই বলাই বাহে এপাকে শুনেক তো—

বলাই : কেনে ডাকেছেন সরকার মশায়।

সত্য : কি বাহে বেহান থাকি পন্থা বেলা পর্য্যন্ত চারটা হালত এই কিনা জমি একচায উঠাবা পাল্লেন না।

বলাই : কি করিম। হামরা তো একটুও জিরাও নি।

সত্য : এ্যাইলা কাথা মোক কইসনা— মুই সবে জানু।

বলাই : তোমরা কহিবা পারেন।

সত্য : দেখ বাহে তুই যদি জনগুলাক খাটাবা না পারিস— তো বাপু পথ দেখেক— মালিকের অত মাঙ্গনা পাইসা নাহি।

বলাই : মুই তো জান বির করি দিয়া খাটোছো।

সত্য : মোর মুখের উপর টপর টপর কুরবুনা— এই বেলার মধ্যে দুচায উঠাবা হবি— এইটা মুই কহি দিনু।

বলাই : এইটা হামার উপর জুলুম হয়া যাছে।

সত্য : কি কহুলু জুলুম— শালা। আই শোনেক আরে বাপু তুই না হায় একেনা কমে খাটুলু সিটা মুই কবাও যাছো না— দেখবাও যাছো না— কিন্তু জনগুলাক তো খাটাবু— কি রে বোঝা পালু— নে ধরেক— ধরেক- যাও যাও পিটায় হাল চালা। (বলাই চলে যায়) আর শোনেক মাঝা বেলা বাড়ীত যাবা সময় পাটা বাড়ীটা এনা লক্ষ করি যাবু— মুই এনা বিছুন বাড়ী যাছো শালা বেহুদ্দা।

তৃতীয় দৃশ্য

(দুর হতে মিষ্টি বাঁশীর সুর গোটা মঞ্চটাকে গ্রাস করবে। চাঁদনী রাত— দীঘির পাড়-পানু বাঁশী বাজাচ্ছে দাক্ষী পিছনে এসে দাঁড়ায়— পানু হঠাৎ দাক্ষীকে দেখে বাঁশী থামিয়ে দেয়)

দাক্ষী : থামি গেলু কেনে? ভালোয় নাগেছেলো।

পানু : মোক তুই সারাইস্ না।

দাক্ষী : অ: মুই তাহলে চলি যাছো।

পানু : এলা তোর আসিবা সময় হইল— মুই কখন থাকি বসি আসো।

দাক্ষী : মোর উপর তুই মিছায় রাগেছিস।

পানু : নাই রাগিম তো কি? তোর কখন আসিবা কাথা ছিল কহেক তো?

দাক্ষী : মুই তো এন্নায় আসছিনু— কিন্তু পথতঃ সরকার মশায় ধরি ফেলাইল— কহিল, কোন্না যাছিত রে? মুই কোন আও কন্নু না— তখন কহছে, মোর গাওটা একটু টিপি দে তো দাক্ষী— তখন মুই কি করিম কহদিনি। (হেসে) পানুদা— এনা বাঁশী বাজা না— মুই না ওন্না থাকি তোমার বাঁশী শুনবা পাসুনু।

পানু : মুই পারিম নাই— মুই হিপায় গেছু— বাঁশী বাজাবা দম নাগে।

দাক্ষীর : দম নাই তো— বাঁশী বাজাই মোক ডাকি আনলু কেনে?

পানু : আহা রে মোর রাধাটো বাঁশী বাজাই ডাকবা হোবে।

দাক্ষি : ঠিক ছ্যা— মুই তাহলে চলি যাছো— কুনদিন আসিম নাই— (কান্না) আসিবা থাকি তোমরা মোক গালাছেন।

পানু : (হেসে) আচ্ছা আচ্ছা— আর তোক গালাইমনা আইসেক এন্না আসি বসেক— (দাক্ষী তবু দাঁড়িয়ে থাকে) কি হইল বসেক না।

দাক্ষী : (বসতে বসতে) কি কহিবেন কহেন মুই এখনে চলি যাম।

পানু : দাক্ষী! মোর বাঁশী শুনবা তোর ভালো নাগে? (দাক্ষী নীরব) আই চুপ মারি গেলু কেনে? দাক্ষী কহেক না?

দাক্ষী : না হয়।

পানু : এখনে যে কহুলু শোনবা ভালো নাগে।

দাক্ষী : মিছা কাথা— মুই কহো নাই।

পানু : (আহত) অঃ—

দাক্ষী : কেনে মোক তুই রাধা কহি রাগালু?

পানু : (হেসে) আই বাপ! রাধা কহিতেই রাগি গেলু?

দাক্ষী : নাই রাগিবে তো কি মুই কত কষ্ট করি সত্য দেওনিয়াটোর থাকি পেলাই আনু আর তুই ....

পানু : দাক্ষী —

দাক্ষী : কি—

পানু : সত্য দেউনিয়াটো তোক পৈতদিন ডাকে না হয়।

দাক্ষী : মাঝে মাঝোতে ডাকে।

পানু : মাঝে মাঝোতে ডাকে?

দাক্ষী : হয়।

পানু : কি কহেরে?

দাক্ষি : কহে— (চুপ) কিছু না হয়।

পানু : আ: কি কহে— কহেক না।

দাক্ষী : কহে, পা টিপি দে— গাও টিপি দে, এনা পাকা চুল তুলি দে। (খিল খিল করে হাসে)

পানু : হাসেছিস কেনে?

দাক্ষী : তোমাক দেখি— সত্য দেওয়ানিটোর পর খুবে রাগ হছে না হয়।

পানু : মোর কেনে রাগ হোবে— মোর কি?

দাক্ষী : জানিস পানুদা সত্য দেওয়ানিটো ভালো নো হায়। ওয় ডাকিলে মোর ডর লাগে।

পানু : তা যাইস কেনে— আর ওমার ঠিনা যাবুনা।

দাক্ষী : মুই কি আর এমনি এমনি যাও (দীর্ঘশ্বাস্) মোর প্যাটটায় যে ওমার ঠিনা বাঁধা।

পানু : কি কহুলু?

দাক্ষী : ডর পাছিত কেনে? মুই কছো যে, ওমার কাথা না শুনিলে হমাক ভুখ মারি থাকবা হোবে।

পানু : দাক্ষী-দাক্ষী তুই কাম ছাড়ি দে।

দাক্ষী : কেনে— খাম কি?

পানু : মুই-মুই তোক খোয়াইম।

দাক্ষী : তুই মোক খোয়াবু— মোর বাশ ভাইটো ছ্যানা— তুই কেত টাকা দরমা পাস্।

পানু : ও: (ভাবনায়)

দাক্ষী : পানুদা তুই মিছায় ভাবেছিস— ওমরা মোক কিছু করিবা পারিবে নাই।

পানু : ছেচায়- মোর ভাবি কি হোবে— মুই কি করিবা পারিম।

দাক্ষী : (প্রসঙ্গ পাল্টাতে) পানুদা তুই জানিস্— সত্য দেওয়ানিটো কছেলো শ্রাবণী

অমানিশাত পানুর বাড়ীত গাউন হোবে।

পানু : কায় আসিবে?

দাক্ষী : পূবহুয়ারের উপেন সাধ্যু।

পানু : উপেন সাধু ছেচায়?

দাক্ষী : ছেচায় কি মিছায় মুই জানু না মোক কহিলে তাই কছো।

পানু : দাক্ষী! তুই উপেন সাধুর গাউন শুনিছিত।

দাক্ষী : নাম শুনিছু— গাউন শুনো নাই।

পানু : খুবে ভালো গাউন গায়— ওমার গাউন শুনলে পরানটো জুরায় যায়— ওমার গাউন মোর খুবে ভালো নাগে।

দাক্ষী : শুনবা হোবে। (ব্যস্তাতা) পানুদা চলেক বেজায় আইত হইল, কায়ো ফের দেখি ফেলাইবে— এ্যা পানুদা ওঠেক না কাইল ফের বেহানত ওঠবা হোবে।

পানু : দাক্ষী (ঘনিষ্ঠ হয়ে) কাইল ফের আসবু তো।

দাক্ষী : নাই আসিম— কাছোত আসিলে বাঁশী বন্ধ হয়ি যায়— দুরতেই থাকিম।

পানু : হাঃ হাঃ হাঃ শোনাছো আইসেক এন্না আসি বসেক। (দাক্ষী কাছে এসে বসে— বাঁশী শুরু হয়— আলোর তীব্রতা কমছে— দৃশ্যটা মিলিয়ে যাচ্ছে)

চতুর্থ দৃশ্য

(শ্রাবণ মাস-সময় দুপুর সত্য দাওয়ায় বসে। পানু সত্যর গা টিপে দিচ্ছে)

পানু : সরকার মশায় (সত্য আরামে আচ্ছন্ন) সরকার মশায়—

সত্য : কহেক।

পানু : কছো কি মোক কিছু টাকা নাগিবে।

সত্য : কেনেরে?

পানু : বাপটোর বেজায় অসুখ— কিছু টাকা এ মাসে দিবায় হোবে।

সত্য : মুই ই'মাসে কেনং করি টাকা দিম্। তোর তো দরমায় নি হয়।

পানু : তোমরা একটা ঠিক করি দাও।

সত্য : না না ওইনং কহিলে তো হইবে না। (ভেবে কিছুক্ষণ পরে) পানু—

পানু : উঃ

সত্য : ধরনী তোক কেত করি দেছেলো?

পানু : (লজ্জা) হেই ওমরা কেনে দিবে। ওমরা হমার কুটুম হয় নি? প্যাটেভাতায় ছিনু।

সত্য : কুটুম— হাঃ হাঃ হাঃ ভালোয় কলু।

পানু : হাসেছেন কেনে?

সত্য : হাসেছো বোগধা তোর তনে— শালা ধরনী ওয়ার হারুয়া বেটিটোক তোর ঘাড়ত চাপে দি প্যাটেভাতায় খাটে নিলে— বোগদাটো—

পানু : মুই কি করিম? মুই তো বোঝায় নি পাও বেটিটো ওইনং ছিলো।

সত্য : ওই তনে তুই বোগধা পানু-আর ধরনী— অয় বাবু— বুঝুলু—

পানু : ওইলা মুই আর বোঝাবায় নি চাও। (আবার টিপতে টিপতে) সরকার মশায় টাকার কাথা কিছু কহেন।

সত্য : নিশ্চিত করি মুই কিছু কহিবা পারিম নাই। মোক এনা নাগাল করবা হোবে-বুঝবা হোবে।

পানু : কার সাথে ফের নাগাল করিবেন?

সত্য : কেনে (হাসি) তোর কুটুম ধরনীর সাথোত। (বলাই-ফটীক-কেষ্ট—ধান গেড়ে ফিরে আসছে— হাট্যু অবধি কাদা) কি বাহে তোমরা সব চলি আসিলেন।

বলাই : হয়—

সত্য : বৈস বৈস— তা বাহে বাগানের সমস্থ জমি গাড়া হায়া গেইছে—

কেষ্ট : মিছে আনা বাকী ছে—

সত্য : বাকী থাকিল? কেনে রে বাকী কেনে থাকিল কি বাহে বলাই?

বলাই : হমরা তো পিটায় গাড়েছু।

সত্য : পন্থাবেলাত যতো কহিলেন— তামল্লা গাড়া হয়া যাবে—

ফটীক : অখন তাল পাওয়া যায় নাই।

কেষ্ট : ওই বেলাত এক ঘন্টাও শ্যাষ করি দিবা হোবে।

সত্য : এক ঘন্টা পরও খাবা আসিবা পাল্লেন হয় আগত আসিলেন কেনে?

পুন্য : ভোক নাগি গেছিলো।

সত্য : ভোক নাগিলে তো আর ভাত মিলিবে নাই— আগত কামের বুঝ দিবা হোবে— তোমরা তো বুঝা পান্না আইজ আইতত যতীনবাবু আথগজ থাকি আসি মোক ডাকিবে-কামের হিসাব নিবে— ত্যাখন তোমরা কুনঠী থাকিবেন।

বলাই : বাবুক তোমরা বুঝাই কহিবেন।

সত্য : দেখ বলাই বাহে— মোক যত বোকা পাইছেন— যতীনবাবু অত বোকা না হয়। (পানুর হাতে সত্য ব্যাথা পায়) আরে শালা পানু আস্তে আস্তে— বেহুদ্দা হাত না হয় হাতুড়— নরম করি দে-হ্যাঁ হ্যাঁ আঃ (আরাম) বুঝুলু বলাই মুই যখন পথম এ বাড়িত কাম করিবা আসো তখন মোরো পানুর মত হাত আছোলো— তারপর যতীনবাবুর অবস্থা ভালো হবা ধইল্লে— মোরো হাত নরম হবা ধইল্লে।

পানু : তোমরাও হমার মত আছিলেন?

কেষ্ট : কেনেরে বোগধা— বোঝা পাছিত না?

পানু : বোঝা পাসু— বিশ্বাস হছেনা (সত্যর আঙ্গুলে লাগে)।

সত্য : দিলে দিলে মোর আঙ্গুল্লা ভাঙ্গি দিলে। ওঃ বায়োরে— গুড়ি দিলে—

বলাই : পুন্য-একঘড়ি জল ধড়ি আন্—

সন্টীক : দৌড়ি যা দৌড়ি যা—

(পুন্য দৌড়ে জল আনে)

পুন্য : নে কাকা—

বলাই : রাখেক (জল ঢালতে থাকে)

ফটীক : আহারে খুবে নাগিছে—

কেষ্ট : ঠিকে-ভালো করি টিপিরাও পারেনা—

বলাই : এতো বড় হলু কাম শিখিন নাই-নরম দিবা হয়।

পানু : ঠিক ছ্যা-নরম করি দেছো।

সত্য : (ধমক) যা তোক আর টিপিবা হোবেনি— আজলাটো—

পুন্য : ছেচায় পানুদা তুই আছলায় থাকি গেলু— কাম শিখুলু নাই— ইস কেনং লাগিছে— নাল হয়া গেইছে— সরকার মশায় তোমার আংটীগুলান আটো হয়া গেইছে।

সত্য : আটো হইবেনা— কেত্তদিন হইল গনাহউ।

কেষ্ট : আটো করি গনাইলেন কেনে?

সত্য : ত্যাখন তো ঠিকে ছিলো— আস্তে আস্তে আটো হয়া গেইছে—

বলাই : সরকার মশায় এইলান কি পাথর ছ্যা খুবে চকচকাছে—

সত্য : তুই বুঝা পাবু না— দুই হাজার টাকা দি গনাহাউ— এখন এইলার খুবে দাম বাড়ি গেইছে।

পুন্য : দুই হাজার— এত্তেলা টাকা মুই জীবনে দেখো নাই।

ফটীক : সরকার মশায় বিষ একেনা কমিছে?

সত্য : এনা কমিছে। শালা- মোর পাছ থাকি পালা— (পানু সরে গিয়ে পুন্যর পাশে বসে)

ফটীক : সরকার মশায়— ইবার জালার বাড়ীত গাউন হোবে নাই।

সত্য : হোবে হোবে। যতীনবাবুর অডার হয়া গেইছে— আসবে অমানিশাত গাউন হোবে ওইদিন ফের যতীনবাবুর ঠাকরটোও আসিবে। পূজা হোবে— ধুমধুমি লাগি যাবে।

বলাই : বাবুন ঠাকুরটোর কি নাম ছে—

সত্য : কালিকানন্দ মহারাজ— ঔর ওনেতেই তো যতীনবাবুর আইজ এতো উন্নতি।

কেষ্ট : চৌঠা অঞ্চলত: সবায় ঠাকুরক বটকেষ্ট কাপালিক করি চিনেছে।

সত্য : আর বাপু— ওইটা হইল ওমার আগের নাম— যোগী হবার পর নাম নিছে কালিকানন্দ মহারাজ, খুবে কালী ভক্ত। তেরদিন সংসার ছাড়ি দিছে—

পুন্য : ওমার ফের দুইখান বউ আছোলো।

কেষ্ট : মরি পা-টা-স।

সত্য : আরে বাপু টাকুরটো কি করিবে— পুঠি মাছে জান হইলে মরিবেই—

পুন্য : মানষিলা কয় যোগীটায় বলে মারিছে।

সত্য : এই শালা মরিবে। এইলা কাথা শুনা পাইলে তোক শালা ছ্যাণ্ড পুতি রাখিবে— বোঝা পালু।

ফটিক : পুন্য তোক অত লোকের কুটাবা হোবেনাই— লাপাটুয়াটো— সরকার মশায় কায় গাউন গাবা আসিবে—

বলাই : গেইল সনে হরেন গোসাইর দলটো ভালোয় গাউন গাছেলো।

সত্য : এবার কায় গাহিবে কহেক তো?

ফটীক : হামরা কেনং করি জানিম।

পানু : মুই জানু—

সত্য : তুই কোন্না থাকি জানুলু?

পানু : না না মুই— ঠিক জানুনা— মিছায় কনু।

কেষ্ট : বোগধা কন্টিকার। চুপ মারি থাক। ওমার কাথা বাদ দাও— এবার কায় আসিবে সরকার মশায়?

সত্য : এবার আসিবে পুন দুয়ারেত উপেন সাধু।

সবাই : (উল্লাস) বা বা ভালোয় হবে।

সত্য : শুন তোমরা অমানিশার আগতে হামার তামাল্লা ধান গাড়া শ্যাষ করি দিবা হোবে— আর শোনেক—

কেষ্ট : হ্যা হ্যা শ্যাষ হয়া যাবে।

সত্য : তুই মোর আগত ফটর ফটর করবু না তো দিম একেবারে পেনঠির বাড়ী কষি— পানু শোনেক এনা খড়ি কাড়ি দিয়া গা ধুবা যাবু।

পানু : খোরাক খাই কাড়ি দিলে হইবে না?

সত্য : কি বাহে তুই মোর দেওয়ানিয়া হয়া গেলু নাকি? মোর হুকুমের উপর কাথা?

পানু : ঠিক ছে যাছো (চলে যায়)

সত্য : যা! বলাই বাহে পাছা বেলা তোমরা কি কাম করিবেন?

বলাই : ধান গাড়িবা হোবে।

সত্য : সবায় মিলি ধান গাড়বা যাবেন কেনে বাহে? ফটিক আর কেষ্ট যাউক— ধানটা গাড়ি আসিবা। তোমরা বিছন বাড়ি যাবেন।

ফটিক : দুই জনে হোবে নাই— মেলায় বাকীছে—

সত্য : হোকেনাই টা কেনেরে? তুই মোক কাম শিখাছি।

কেষ্ট : তোমরা হামার উপর জুলুম করেছেন?

সত্য : কি কহুলু-জুলুম করছো— দে তো রে পেনঠিটা বলাই— শালা!

বলাই : ছাড়ি দাও বাপু— কাথা কবা শিখেনি।

সত্য : শালা খুবে ত্যাল হয়া গেইছে— ত্যাল ঝাড়ি দিম্—বড় বড় কাথা ফুটিছে মুখত, শালা মুখ একবারে গুড়াই ভাঙ্গি দিম— মোক চিনেন না। (চাকরেরা সবে চলে যায়; সত্য গজগজ করতে থাকে— আলো নিভে যায়)

পঞ্চম দৃশ্য

(যতীনবাবুর বাড়ীর বহিবাটীতে কালী পূজার ব্যস্ততা। বাউল গানের আয়োজন। গুরুদেব বসে আসে— পাশে যতীনবাবু-সত্যও দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক লক্ষ করছে। গ্রামবাসীরা প্রসাদ খেয়ে যাতায়াত করছে।)

সত্য : বাবু ঠাকুরোক ডাকিনিয়া চলো— সিবা করি নিবে—

যতীন : ঠাকুর-ঠাকুর তোমরা চলো সিবা করি নাও।

কালিকা : যাছো যাছো। আইজের কারণ বাড়ীটো ভালোয় আছেলো— ভাবি আসি গেইছে—

কোন্না পালু যতীন?

যতীন : তোমার ওনে কি আর খারাপ আনা যায়— মুই নিজে আইগজ থাকি ধরি আনিছু।

কালিকা : গতবার যিটা শিবা করছুনু-সিটা এতো ভালোয় আছেলো না।

যতীন : এইলা কাথা কি আর কবেন— এই শালা সত্য বহুদ্দার উপর ভার দিছুনু আনিবা আর শালা কোন্না থাকি যে ধরি আনিল তা অয় জানে—

সত্য : মোক তোমরা ক্ষমা করি দাও ঠাকুর— অন্যায় হই গেইচে।

কালিকা : ঠিক ছে-ঠিক ছে যতীন।

যতীন : কি ঠাকুর?

কালিকা : ওটা খারাপ লক্ষণ দেখিনু—

যতীন : কি লক্ষণ?

কালিকা : ঠাকুরের মন্দিরটো ফাটোল দেখা দিছে। ওটা খারাপ হোবে— বুঝুলু—

যতীন : বুঝুনু সত্য—

সত্য : কহো—

যতীন : ওটা সারাবা হোবে—

সত্য : ঠিক ছে—

কালিকা : (প্রচণ্ড কাঁপতে কাঁপতে) যতীন! মোর গায়ত কাটা দেছে—

যতীন : সৈত— ঠাকুরের ভর উঠিছে।

সত্য : সবায় চুপ করো চুপ করো। (চারিদিকে শোরগোল) চুপ করো তোমরা।

কালিকা : যতীন— তোর খুবে বিপদ—

যতীন : কি বিপদ ঠাকুর।

কালিকা : তোর এটা শত্রু-তোর খুবে ক্ষতি করিবা চাহাছে—

যতীন : কায় ঠাকুর— কোন্না থাকে?

কালিকা : ভাবোত উদিস পানু— শোনেক তোক এটা কাম করবা হোবে।

যতীন : কি কাম কহেন, করি দেওয়া যাইবে।

কালিকা : চৈত মাসের অমানিশায় একটা কালীপূজা করবা হোবে— পূজা মই এই করিম— সব যোগাড় করি রাখিবু—

যতীন : শোনা পালু সৈত্য— মোক স্মরণ রি দিবু—

সত্য : ঠিকছে স্মরণ করি দিম্।

কালিকা : কি যতীন-ভয় খায়া গেলু নাকি।

যতীন : তোমরা থাকিতে মুই অতো ডরাও না—

যতীন : ঠাকুর—

কালিকা : কহেক—

যতীন : কুই এটা বড় কামোত হাত দিবা চাহাছো।

কালিকা : কি কাম?

যতীন : এন্না বড় করি কওয়া যাবে নাই— এনা করি শুনো— (ঠাকুরের কানের কাছে সত্যর মুখ) বোঝা পাইলেন?

কালিকা : (চোখ বিস্ফারিত) ও: যা সাবধানে আগাবা হোবে— এদিক ওদিক করিলেই বিপদ পড়ি যাবু।

যতীন : ওই তনে তো তোমার বুদ্ধি চাহাছো।

কালিকা : একপাকে গোপন শত্রু— অন্যপাকে আগুন মাঝখান দিয়া তোক হাটবা হোবে— বেজায় সমস্যা।

যতীন : মুই এখন কি করিম ঠাকুর।

কালিকা : তোক এটা রক্ষাকবচ নিবায় হোবে।

যতীন : ঠাকুর-রক্ষাকবচের তনে কত ধরি দিবা হোবে—

কালিকা : মোক কিছু দিবা হোবে নাই— মুই সাধু সন্ত মানুষ-মুই এ্যাইলা দি কি করিম— মাসে মাসে দীনুক কিছু ধরি দিবু— আরে শোনেক সব সময় দীনুক সাথে নিয়া ঘুরবু।

যতীন : দীনু-ওইটা ফের কায়?

কালিকা : এখন চুপ মারিয়া-পাছোত বাতে দিম— কি বাহে সৈত্য— তোমার গাউন কখন হইবে—

সত্য : এখনে শুরু হয়া যাবে।

যতীন : কায় গাহিবে রে সৈত্য।

সত্য : পুব দুয়ারের উপেন সাধু—

কালিকা : হেই! কোন্নাকার উপেন সাধুক ধরি আইনছে— যতীন! তুই গঙ্গারামপুর থাকি আরতি বালাক ধরি আনবু তো— আহা যেমন যৌবনটা তেমনে ফির দোহার ধরি ধরি নাচে— আহা গলাটাও ফের ভালোয়। মোর খুব মনত ধরিছে।

যতীন : কি বাহে সৈত্য-বোঝা পালু মোক স্মরণ করি দিবু—

সত্য : ঠিক ছে ঠিক ছে।

(উপেন সাধুদলবল নিয়ে আসে) এইতো উপেন সাধুর দল চলি আইসছে— আইস আইস বইসো— তোমরা এতো দেরী করি আসিলেন— ঠাকুর কখন থেকি তোমার গাউন শুনিবা তনে বসি আছে।

উপেন : অপরাধ হয়া গেইছে— বেরাই আসিতে দেরী হয়া গেলো— ক্ষমা করি দাও ঠাকুর—

কালিকা : ঠিক ছে! তোমরা আজ কি গান ধরিবেন।

উপেন : তোমরায় কহ কি গাউন শুনবা চাহাছেন?

কালিকা : জমায়— একটা ধরেক তো—

উপেন : ঠিক ছে — ধরেছো— বিষ্টু ধরেক ধরেক—

গান শুরু

গান শেষ

সবাই : বা বা ভালোয়।

উপেন : কেমন শুইনলেন ঠাকুর?

কালিকা : গলাটা ভালোয়— তবে আরো ভাব আনবা হোবে— বোঝা পালু— চলেক যতীন উঠা যাউক। বেহানত ফির যাবা হোবে।

যতীন : চলে চলো সিবা করি নাও।

কালিকা : সৈত্য মোক একেনা ধরেক তো—

যতীন : সৈত্য ধরেক-ধরেক।

সৈত্য : উঠো উঠো (যতীন-ঠাকুর-সত্য যাচ্ছে)

যতীন : হারান শুধু যাছো— এপাকে সব গুছায় টুছায় শোবা যাবেন—

উপেন : তোমার কেমন লাগিছে—

সবাই : ভালোয়-ভালোয় আর এটা হউক—

উপেন : না হয় বেজায় আইত হইল— অনেক দূর যাবা হোবে। ডাকিলে ফের আসিম।

১ জন : তোমার গলাটো খুবে ভালো।

উপেন : আপনাদের ভালোবাসা পাসু বলিয়াই না হইছে? (উপেন নিজের লোকদের সাথে কথা শুরু করে)

(গ্রামবাসীদের গ্রুপ কথা বলছে)

২জন : এ্যাই ট্যাপা নিন্দালু নাকি রে— উঠেক উঠেক বাড়ীত যাবা হোবে।

১ জন : এ্যাই হোলাশুদা— মোক এটা বিড়ি দেনা—

অসীম : হেই মোর ঠিনা বিড়িয়ে নি ছে—

১ম জন : দেখেক না— দেখেক না— একেনা—

জোনাকু: ছ্যা-ছ্যা- নে শালা—

২য় জন : মোকো এনা টানিবা দিস তো—এ্যাই ট্যাপা ওঠেক ওঠেক—

(ট্যাপা কে ডাক্‌তে ডাকতে গ্রামবাসীরা মাইম করবে— গানের দল মাইম করবে— চাকরের দলের কথা শুরু হোবে)

ফটীক : ভালোয় গাউন গাইছে—

কেষ্ট : আর এটা গাইলে ভালো হইল হয়।

পানু : পুন্য তুই কহেক না— গাহিবা—

পুন্য : কি কহিম ঠাকুরটো উঠিতেই আসরটা ভাঙ্গি গোলো।

ফটীক : মোর মনটাই জুড়াইল না।

পুন্য : কেনং করি জিরাইবে এটা গাউনে ফের মন জুরায় কহেক তো কেষ্টদা?

(ইতিমধ্যে সত্য আসে— কথাবলা শুরু করবে— একটা গোলমাল)

সত্য : তোমরা সব ঘরত যাও। আজিকার মত গাউন শ্যাষ। এ্যাই তোমরা সিবা কচ্ছেন তো।

সবাই : কইছু। (গ্রামবাসীরা যেতে থাকে)

সত্য : যাও যাও। সাধু এন্না আসো। এনা গপসপ করা যাউক। (উপেন আসে) নাও বিড়ি সিবা করো।

উপেন : না মুই বিড়ি খাও না।

সত্য : ওঃ তা চাহা খান।

উপেন : তা এনা খাবা পারো।

উপেন : এ্যাই হারান কোন্না গেলু রে—

হারান : (বিড়ি লুকায়) হেতেনা মুই কি কছেন?

সত্য : ঠাকুর যতীনবাবু খোরাক নিবা বসিছে কিনা দেখেক—

হারান : যাই দেখি আসু।

সত্য : শোনেক এমার তনে চাহা করি আনেক। মোর তনেও একেনা করিস।

হারান : ঠিক ছে। (চলে যায়)

সত্য : সাধু! তোমরা মোক একেবারে ঝামেলায় ফেলায় দিছিলেন।

উপেন : কেনে?

সত্য : তোমরা এতো দেরী করি আসিলেন— এপাকে ফের বাবু-ঠাকুরটো কখন থাকি বসি আছে। তোমার তনে— মোর ঠিনা উদিস নিবা ধইছে।

উপেন : আজ ফের হাটবার ছেনি— মোর বায়েনটো ফের হাট গেছিলো— ওই তনে আসবা দেরী হয়া গেলো—

সত্য : এটা মোক আগত কহিবেন তো— আর এনা হইলে মোক তাসন লাগাবা ধইল্লে হয়। যাউক তোমরা বসো, ওপাকে তোমার খাবার যোগার কতদুর হইল, যাই দেখি আসু।

উপেন : ঠিক ছ্যা যাও।

(পানু উপেনের কাছে এগিয়ে আসে)

পানু : হামাক তোমরা চিনা পাছেন?

উপেন : কায় পানু না?

পানু : হয়।

উপেন : চিনিম নাই— তুই কপিল মাস্টারের দলত ঢের দিন ছিলু— হেতেনা কি করেছিস?

পানু : এই যতীনবাবুর বাড়ীত কাম করেছো।

উপেন : ওঃ কপিল মাস্টারের খবর কি?

পানু : ওমার দল ঢের দিন ভাঙ্গি গেইছে— এখন আধিকাপুরত চলি গেইছে।

উপেন : তুই আর বাঁশী বাজাইস না?

(বলাই আসে)

পানু : বাজাও কিন্তুক!

বলাই : পানু—

পানু : কি কাকা

বলাই : এপাকে শোনেক—

পানু : কি কাকা?

বলাই : এটা খারাপ খবর পানু—

পানু : খারাপ খবর— কি খবর কাকা?

বলাই : তোর বাপটো— তোর বাপটা মরি গেইছে।

পানু : কাকা-কি কছেন কাকা— বোঝা পাসু না তো। কোন্না খবর পাইলেন?

বলাই : গেইল সোমবার মরি গেইছে— আজ বাবুর হাটোত যাবার পথে মোর ভাই কহিল—

পানু : বাপটো তাইলে মুক্তি পায়া গেলো।

বলাই : তোকো মুক্তি দিয়া গেলো—

পানু : ছেচায়— বাপটোর একটু সিবা করিবা পান্নু নাই কেতদিন বাপটোক দেখে নাই।

বলাই : কানুটো এটা খবর দিবা পাল্লে হয়।

পানু : মো দাদার কাথা আর কইস না কাকা মানুষে না হয়।

বলাই : মুই সনে জানু— মোক আর কবা হোবেনি।

পানু : জানিস কাকা— ছোট থাকি নোকের বাড়ীত কাম করি করি সময় কাটি গেলো। বাপটো কেতবার দেখিবা চাহিছে— যাবা সময় পাও নাই— গোল্লা খাবা কেত সাধ আছেলো— খোয়াবার পান্নু নাই কাকা— মোর ঠিনা মোর বাপ আর গোল্লা খাবা চাহিবেনা। মোর ঠিনা মোর বাপ আর গোল্লা খাবা চাহিবে না।

বলাই : পানু-পানু উঠেক উঠেক— দুঃখ করি আর কি করিবু— বাপের কামটা তো করিবা হোবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(কানুর বাড়ী। সময়: সকাল। পানু আস্তে আস্তে বাড়ীর সামনে আসে)

পানু : দাদা-দাদা শুনবা পালু— মুই পানু দাদা—

শান্তি : কি ব্যাপার কি কছিত?

পানু : দাদা কোন্না?

শান্তি : ঘরত নাই—

পানু : হামার বাপটো মরি গেইল।

শান্তি : হ্যা-গেইল সোমবার মরি গেইসে।

পানু : তোমরা হামাক এটা খবর দিবা পাল্লেন না।

শান্তি : খবর দিবা মানষি কোন্না মিলিবে যে তোক খবর দিবে?

পানু : কেনে দাদা কি করছলো— অয় যাবার পাল্লে না— মরিবার তিনদিন পর বলাইকাকা

মোক জানাইল— তোমার একেনা কর্ত্তব্য নাই।

শান্তি : হুঁ! এতদিন ছিলু বনে বনে— আইজ ওয়ার পড়িল মনে— হুঁ! (বাসন রাখতে ভিতরে যায়)

কানু : এত্ত চাল্লেচেল্লী করিবা ধচ্ছিত কেনে?

পানু : বাপটো মরিবার খবর তুই মোক জানাবার পাল্লু নাই।

কানু : মোর কাম আছেলো—

পানু : কাম আছেলো— মোক তুই শিখাছি— সাতারের বাড়ীত নিশা করি পড়ি থাকিবা পারিস আর মোক এনা খবর দিবা সময় পাস না—

কানু : মুই নিশা করো তো- তোর কি?

শান্তি : বাপটা যখন অসুখত পড়ি আছেলো— ত্যাখন তুই কয়দিন আসছিলু।

পানু : তোমরা হামার দুই ভাইয়ের মাঝোত কাথা কহিবেন নি।

কানু : তুইও মোর বৌয়ের ওনাগত চোখ গরম করবুনি- কহিদিনু। বাপতো মরি গেইসে এখন আসিবা কি দরকার ছিলো?

শান্তি : তোমরাও একটা বোগধা। অয় আইসছে জমিত ভাগ নিবা তনে— ইটাও তোমরা বোঝা পাননা।

কানু : জমির ভাগ ! কিসের ফের জমির ভাগ?

পানু : এইটা তোমরা কি কাথা কহিলেন ভাউজি?

শান্তি : মুই ঠিকে কছু— বাপ মরি গেলো গেইল সোমবার— আইজ কান্দিবা ধচ্ছিত পীড়িত দেখাবা আচ্ছিত।

পানু : ভাউজি মোর আগত বাজে কাথা কহুবু নাই। মুই আইসচু বাপের কামের তনে— জমির ভাগ নিবা তনে মুই আসু নাই। তোমার মনটায় ছুট্।

শান্তি : (চীৎকার) কি মুই ছোটনোক-এতবড় কাথাটা কবা পাল্লু। (কান্না) আর তোমরা এন্না বসি থাকিতেও তোমার ভাই হামাক অপমান করি গেলো— কানত যাছে না কাথালা?

পানু : তোমাক ফের কোন্না অপমান কন্নু?

শান্তি : অপমান কল্লু নাই— এখনে তো কহিলু ছোটনোক।

পানু : তোমরা কান্ত কম শোনেছেন নামি মুই কনু মনটা ছুট—

কানু : তুই এত টপর টপর করিছিস্ কেনে— ছোটতো ছোটর মত কাথা কহুবু— বড়ক

মান দিবা শিখিন নাই।

পানু : টপর টপর মুই করছো না তোর বৌ করেছে। মুই আসিনু বাপের কামের তনে— আর অয় শুধু চিল্লাছে।

শান্তি : হায় হায় রে মোর শাধুটো— বাপের কামের তনে আইসছে— টাকা কোন্না যে কাম করিবেন— খড়ি কিনিবা পাইসা ছিলো নি মরিবার সময়। একেনা পাইসাও থুয়ি যায় নাই। থাকিবা মধ্যে শুধু এই জমিকোনা। সেইটার লোভত শিকিনির মতো ছুটি আইসছে।

পানু : তোমার জিবে টানি ছিড়ি নিবা হয়— মুই বাপের জমির ভাগ নিবায় পারো— তোমার অত গাও পুড়েছে কেনে?

শান্তি : কি মোর জিব ছিড়িবু! ছিড়েক তো কেতবড় ক্ষেমতা? সেটায় দেখা যাউক।

কানু : বাপের ভিটা দেখাছিত, এতদিন কোন্না গেছিলু যা— তোর জমির কোন হকে নাই— চলি যা চলি যা মোর ভিটা থাকি।

পানু : এইটা তুই কি কছিত দাদা? মুই জমির ভাগের কাথা কহিছু— কহেক তো?

কানু : মুই কোন কাথা শুনিবা চাহুনা— জমির একোনা ভাগও তুই পাবু না।

পানু : দাদা তোমরাও ভাউজির মতো মাথা গরম নি করেন— বাপের দশার মাঝোত ভিটা নিয়া কাজিয়া করিস না দাদা— তুই মোর দাদা— তোর গোড় ধরি কছো— জমির ভাগ নিবা মুই আসু নাই।

কানু : হেই— তোক অতো গিয়ান দিবা হোবে নাই।

শান্তি : অত কাথা কছেন কেনে— ঘাড় ধরি বির করি দিবা পাচ্ছেন না?

পানু : খবরদার! আর এটা কাথাও কহুবুনি— মোরও মেজাজ গরম হয়ি যাছে—

কানু : এ্যাঃ যতীনবাবুর বাড়ীত কাম করি করি মুখে মেজাজ হয়া গেইচে— ওইলা মেজাজ ওন্না দেখাইস। এলা তুই ভিটা থাকি যাবু কি নাই সিটা কহেক।

পানু : দাদা— তুই এটা ঠিক করলু নাই— বাপের কামটো মোক তুই করিবা দিলু নাই।

কানু : ফের কাথা এলা তুই ভিটা থাকি যাবু কি নাই।

পানু : ঠিক ছে যাছো— (বেরিয়ে যায়)

কানু : হ্যা হ্যা যা— বেজায় মেজাজ দেখছিত— জমির ভাগ নিবা আইসছে।

শান্তি : তোমার ভাইওক তোমরা না চিনিবা পারেন— মুই ঠিকে চিনুহ— কহিছুনু না অয় আসিবে— দেখিলেন।

কানু : হেই! তোক অত চিল্লাবা নি হোবে। মোক ভাত দি।

শান্তি : আহা! তোমরা হামাক শুধু চিল্লাবারে দেখেন মুই না চিল্লাইলে তোমার খাড় ধরি বাইর করি দিবা ক্ষেমতায় ছিল নি— তোমাক মুই চিনুনি— ঠিকে চিনু— (চলে যেতে যেতে) ঘরত আইস-খোরাক খাই যাও। (কানু বসে থাকে— আলো নিভতে থাকে)

সপ্তম দৃশ্য

(সময়: বিকেল। জমিবাড়ী। পুন্য ফটীক, কেষ্ট বসে)

কেষ্ট : কিরে পুন্য ডুবি ডুবি জল খাছিত? (ফটীক, কেষ্ট হাস্‌ছে— বলাই ঢুকছে)

ফটীক : বলাইকাকা চলি আইসছে আইসো আইসো—

বলাই : কি হইলরে— তোমরা কাম ছাড়ি দিয়া এন্না বসি হাসিবা ধইচ্ছেন কেনে?

ফটীক : আইসো আইসো— বিরাট ঘটনা—

বলাই : ঘটনা!

ফটীক : পুন্য এটা কাম কইছে।

বলাই : কি কাম?

পুন্য : ফটীকদা ভালো হছে না।

ফটীক : কেনে কইলে কি হইবে?

পুন্য : এনং কইল্লে তোমার ঠিনা কাম করিবা আসিম নাই।

বলাই : কহেন না- কহেক না! শুনা যাউক— হাসিবা ধইছে।

ফটীক : তাহলে শুনো। কাইল গাউন শুনিবা পর পুন্য যোগীন জাঠোর বাড়িত গেইছিলো।

বলাই : গেইছিলো তো কি হইছে?

কেষ্ট : পুন্যর তনে বোয়ালমাছ আইনছিলো।

বলাই : বোয়াল মাছ— কেনেরে?

ফটীক : যোগীন জ্যাঠো পুন্যক জুয়াই করিবা চাহাছে।

পুন্য : না হয় মুই কাথা দেও নাই।

বলাই : হাঃ হাঃ হাঃ এইটা ফের কি রকম বেহা হইবে— যোগীনের বেটী ধুলো তো পুন্য দিদির বয়সী হোবে রে—

ফীটক : হইলে কি হোবে— পুন্যর যখন পসন হইছে— তখন বেহা হইবে—

কেষ্ট : এলায় পুন্য ধুলোর কোলাত চড়ি ঘুড়ি বেড়াইবে।

পুন্য : এইলা ভালো হছে না।

বলাই : কেনে রে— তোমরা রূপবাহান গাউন নি দেখেন?

ফটীক : ছ্যাচায় ছাচায় পুন্য হামার রূপবাহানের রহিম—

কেষ্ট : ছেচায়— দাই মা— দাই মা গো—

পুন্য : তোমরা যত পারেন কহি যাও।

কেষ্ট : কিসের বাজন বাজে গো শুনো—

দাইমা- দাইমা গো—

বারো দিনের শিশুর সনে গো

হামার ধুলোর হোবে বেহাগো শুনো

দাইমা দাইমা গো—

হেই ঢোলক বাজে- কাসর বাজে গো—

ও দাইমা-আরো বাজে সানাই গো—

শুনো দাই মা— দাইমাগো—

(হঠাৎ গান থেমে যায়— কেষ্ট দূরে পানুকে আসতে দেখে)

কেষ্ট : বলাই কাকা- দেখেক দেখেক পানু চলি আসেছে—

বলাই : কি কছিত রে পানু—

ফটীক : হয় হয়— পানুই আসেছে— বলাইকাকা—

(পানু এসে এককোনায় বসে পড়ে)

বলাই : কিরে পানু ফিরি আসিলু কেনে?

পানু : এমনি।

বলাই : এমনি— এইটা ফের কেমন কাথা?

কেষ্ট : থামি পড়লু নাই— বাপের কাম কাজ না করি ঘুরি আসিলু—

পানু : ভাই এই করিবে—

কেষ্ট : তুই ও ভাই— তোকও করবা হোবে।

পুন্য : ছেচায় কহেক তো পানুদা- কি হইছে?

পানু : কছোও তো— কিছু হয় নাই।

বলাই : (পানুর গায়ে হাত দিয়ে) পানু— মোক কহেক—

পানু : কাকা—

বলাই : কি কহেক না—

পানু : কাকা এনং কেনে হয়— কহিবা পারেন।

বলাই : কি হয়?

পানু : মোর মায়ের প্যাটের ভাই।

বলাই : মায়ের প্যাটের ভাই— কি করিছে অয়?

পানু : মোর ভাই মোক বিশ্বাস করিল নাই— মুই মাপের কাম করিবা তনে গেনু। আর অয় কহিলে মুই জমির ভাগ নিবা তনে গেছু। বাড়ীর কুকুরের সাথে মানষি ওইনং ব্যবহার করে না—

বলাই : তুই বোঝাবার পাল্লু না যে তুই ....

পানু : কাকা! মুই কি বোঝাবার চেষ্টা করুনি— বাপটাও মরিল— দাদা হয়ি এনং ব্যবহার করিল।

পুন্য : ছেচায়— নিজের দাদা এনং ব্যবহার করবা পাল্লে এনা বাধিল না।

কেষ্ট : মন খারাপ করি কাম নাই— হামার জীবনটায় ই রকম।

বলাই : পানু— হামার জীবনত বাপও থাকেনা ভাইও থাকেনা— প্যাটের তনে সব ভিন্ হয়ি যায়— তবে ভাঙ্গি পড়িলে তুই বাচিবা পারবু নাই— মারো হয়ি তোক থাকবায় হোবে।

ফটীক : উসনে মোর বাপটোর মরি গেলো— মোর কাকা বাপের কাম কাজ কিছুই করিল নাই— মোরও পাইসা আছেলো না— মাও টা শুধু কান্দাবা ধল্লে—

পুন্য : হামার কাঁদনের দাম নাই রে— হামার এই গতরটারে যা দাম।

ফটীক : ঠিকে— বলাই কাকা তোমরা একটু আগে কলেন না 'প্যাট'— ওই প্যাটটায় হামার মনটাক ছুট করি দেছে—

বলাই : (দীর্ঘশ্বাস(আর ভাবি কি হোবে— ভাগ্যক তো মানিবেন।

পুন্য : ছেচায়— হামার ভাগ্যটায় খারাপ— ওইলা কাথা ছাড়ো।

বলাই : এ্যাই সব উঠো— এখনে সত্য চামারটো চলি আসিবে— তাসন লাগাইবে—

কেষ্ট : মুই শালা তালে আছে— আই তোও একা পালে পিছন থাকি দিম এক বাড়ি।

পুন্য : কেষ্টদা মুইও তোর সাথে আছো— শালাক!

বলাই : আর শালা শালা কবা হোবেনি— চলো কাম ধরবা হোবে— আই পানু জিরা—

আইজ আর কাম ধরবা হোবেনি।

(বলাই ফটীক কেষ্ট পুন্য চলে যায়— পানুকে Masking -এ ধরে গোটা মঞ্চটা অন্ধকার হয়ে যায় রাতের পরিবেশ ফিরে আসে— দুরে করুণ সুরে উদাস করা বাঁশী বাজে— গভীর রাতে দাক্ষী আসে)

দাক্ষী : পানু দা— (গায়ে হাত রাখে)

পানু : কায় ও দাক্ষী তুই?

দাক্ষী : তুই কি এন্নায় বসি থাকিবু?

দাক্ষী : বাড়ীত চলেক— খাবোনি?

পানু : মোর খাবা মোনায়নি—

দাক্ষী : না খাইলে শরীলটা ভাঙ্গি যাইবে-কাইল বেহানত কাম করিবু কেনং করি।

পানু : মোর আর বাঁচি থাকিবা মোনায় না।

দাক্ষী : আই-তুই মোর পাকে দেখেক তো—

পানু : কেনে?

দাক্ষী : দেখিবা কহুছুনা।

পানু : (আস্ত আস্তে মুখ উঁচু করে) কি কছিত?

দাক্ষী : তুই না থাকিলে মোক কায় বাঁশী শুনাইবে?

পানু : দাক্ষী তুই জানিস ...

দাক্ষী : (থামায়) জানু— পুন্যর থাকি মুই সব শুনিছু— সারা বাড়ি নুকটী নুকটী তোমাক নাই দেখি এন্না ছুটী আসিনু—

পানু : (দাক্ষীর হাত ধরে ভেঙ্গে পড়ে) মোর কেহ নাই রে— কেহ মোক ভালোবাসে না। মোর নিজের দাদা মোক বাড়ি থাকি বাইর করি দিলে—

দাক্ষী : অত ভাঙ্গি পড়িলে চলিবে মুই তো আছোয়—

পানু : ঠিকে তুই পাশে থাকিলে— ফের বাচবা মোনায়— তুই মোক ছাড়ি চলি যাবু না তো দাক্ষী।

দাক্ষী : এ্যাইনা কাথা তোমরা কবা পাল্লেন— মুখত আটকালে নি।

পানু : দাক্ষী মোর-মোর মনটা ভালো নাইরে— কি কবার কি কই ফেলাচু— তুই কিছু মনত নিসনা।

দাক্ষী : তোর দুঃখ মুই বুঝ পানুদা— সেতানেই এতদূর ছুটি আসিনু।

পানু : বাপটা ছিলো। মরি গেলো। দাদা থাকিতেও ...

(তীব্র টর্চের আলো দূরে দেখা যায়)

দাক্ষী : পানুদা ওই পাকে দেখেক কায় আইছে—

পানু : আই বাপ ! যতীনবাবু।

দাক্ষী : এখন কি করিম।

পানু : চুপ মারি থাক— আও করিস না—

দাক্ষী : মোর খুবে ডর করেছে— যদি দেখি ফেলায়—

পানু : চুপ ! ওপাকে সরি আয়— সরি আয়।

(টর্চের আলো মঞ্চর কাছে আসে। আগে আগে যতীনবাবু। পিছনে দীনু আসছে)

দীনু : বাবু-বাবু।

যতীন : (নীরব)।

দীনু : বাবু—

যতীন : (নীরব)

দীনু : বাবু-দারগো সাব মোর কাথা কহিছে— বাবু—

যতীন : (হাটা থামিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়)

দীনু : কছো কি তোমরা তো থানা থেকি আসিলেন— দারোগা সাব মোর কাথা কিছু কহিছে।

যতীন : তোর এত ডর কেনে বাহে ? অ্যাঃ তোর এত ডর কেনে ?

দীনু : বাবু ডর পাছো ওই নয়া দারোগাটোর তনে— অয় শালা মোর পাছ ছাড়বায় নি চাহে।

যতীন : সিটা ঠিকে— ভয় এনা আছে— শালা চারটা মার্ডার কেশ তোর নামে ঝোলেছে— ছাড়বায় নিচাহে— তবে মোরো নাম যতীন মণ্ডল— মুইও জানু কেনং করি ওমাক ফান্দোত ফেলবা হয়।

দীনু : শালা নয়া দারোগাটো খুবে চুথিয়া।

যতীন : দীনু তুই মোর থাকিয়া দরমার চাকর— আর ওমরা হইল মোর ....

দীনু : শিটা মুই জানু—

যতীন : শুনি রাখেক-বেশী কাথা কওয়া মোর একদম পসন নি লাগে— মুই চাহু কাম। এইটা ফম থুইস।

দীনু : ঠিক ছে—

যতীন : দীনু—

দীনু : কহেন—

যতীন : তুই মোর ঠিনা কি চাইস্?

দীনু : পুলিশের হাত থাকি বাঁচিবা তনে তোমার আশ্রয়— আর—

যতীন : টানা-না হয়। মুই কি চাও?

দীনু : বাগডোল মৌজার তামান জমিলার দখল।

যতীন : ঠিকে, বাগডোল মৌজার জমিলার পর মোর খুবে লোভ বাহে— তা দখল করিবা তাগদ ছ্যা তো—

দীনু : এইটা ফের কি কছেন— মোর তাগদ-ই থানার তামাল্লা মানষি জানে—

যতীন : যতীন মণ্ডল মানষিক চিনে কাম দিয়া— নাম দিয়া না হয়।

দীনু : বাবু তোমরা মিছায় ভাবেছেন— ঠাকুরটো মোক তামাল্লা বাতে দি গেইসে।

যতীন : তাইলে তো বোঝায় পাসিত। বাগডোলের জমিলা তাড়াতাড়ি দখল না মোরঠিনা লাঠুয়ার দাম নিছে— এইটা জানা আছে তো। তবে তুই মোর ঠাকুরের নোক-ঠাকুরের মান রাখিবা চেষ্টা করবু।

দীনু : জরুল চেষ্টা করিম।

যতীন : হ্যাঁ এইটা ফম থুইস। চলেক ঘরত যাবা হোবে।

দীনু : চলো।

যতীন : কালকের কামটো ফম ছে তো।

দীনু : ফম ছ্যা।

(দীনু যতীন চলে যায়)

(পানু দাক্ষী দৌড়ে আসে)

পানু : দাক্ষী বাবুর কাথা শুনিলু— ওই নয়া মানষিটা কায়—

দাক্ষী : বাবুর নয়া নাটুয়া আইজ কামত ঢুকিছে—

পানু : অঃ!

দাক্ষী : ওই নয়া লাঠুয়াটোক মোর খুবে ডর নাগে।

পানু : কেনে তোর ফের ডর কিসের অয় তোক কি করিবে।

দাক্ষী : আইজ বেহানত মোর বগলত আসি মোর বাড়ীর উদিস নিলে— ফের কহিলে

ঠিক মত কাম করিবু- নাইলে বোঝা পাবু।

পানু : কেনে তুই কি অমার চাকর— (সৈত্যক কবা পাল্লু না)

দাক্ষী : সত্য দেওয়ানিয়াটোও অমাক ডরায়। অমার আগত এটা আওত করিবা পারছে না— একদমে চুপ মারি গেইচে।

পানু : এইবার শালা সৈত্যটা মজা পাবে।

দাক্ষী : নাঠুয়াটোর নজর ভালো নো হায়— মনে হচেলো মোক গিলি খাইবে।

পানু : একদম অমার বগলত যাবুনা।

দাক্ষী : নাই কাম তো-কাম করিম কেনং করি?

পানু : দাক্ষী-দাক্ষী চলেক হমরা এন্নাকার ছাড়ি দিয়া অন্য বাবুর বাড়ীত কাম করিম। ওতো ডর ভালোনাগে না।

দাক্ষী : পানুদা— এইনং পেলাই যাই তুই মোক বাচাবা পারবু।

পানু : ছেচায়।

দাক্ষী : চলেক ঘরত চলেক বেজায় আইত হইল।

পানু : চলেক।

(দুজনে হাটছে- আলো নিভছে)

অষ্টম দৃশ্য

(সময়: সকাল ১১টা। বলাই-পুন্য-কেষ্ট বসে)

বলাই : কেষ্ট মোক আজ শ্যাষ বেলায় এনা বাড়ীত যাবা হোবে।

কেষ্ট : কেনে কাকা?

বলাই : তোর কাকীর প্যাটের বিষটা ফের বাড়ী গেইচে।

পুন্য : কাকা তোমরাও পারেন— কেনে আয়গঞ্জ ধরি নি যাবা পাচ্ছেন না অন্না বড় বড় ডাক্তর ছ্যা।

বলাই : পুন্য তুই মোক ভালোয় সমাধান বাতালু-আরে বড় বড় ডাক্তর বড় বড় মানষির তনে— হামার তনে নাহায়।

কেষ্ট : কেত্ত দিন হয়া গেলো কাকীটো ভোগেছে—

পুন্য : কাকা! তুই কাকীটোক কোনও ঔষদে খিলাছি না?

বলাই : ওই হামার জুটাই মাহাতটো দেখেছে। উমাসে ফের ঝাড়ি জলপড়া দিয়া গেলো—

পুন্য : জলপড়া খাই কি প্যাটোর বিষ যাইবে?

বলাই : তা কি করিবু কহেক— মোর কামের উপর বুঝুলু চারটা প্যাট চলেছে— ইয়ার পর ফের মাহাত্টোক পাইসা দিবা হচে। মুই আর পারছো নারে পুন্য।

কেষ্ট : অত ভাববার নি হোবে। মাহতটোর বেজায় ক্ষেমতা— অয় পারিবেই।

(ফটীক দৌড়ে আসে)

ফটীক : আইজ শালা সৈত্য দেউনিয়াটো মজা পাইসে।

কেষ্ট : কেনে তে কি হইচে?

ফটীক : শালা দীনু লাঠুয়াটোর ঠিনা তাসন খাইচে।

বলাই : ঠিকে কহেছিস্, মুইও দেখিচু বাপ্রে লাঠুয়াটোর যে গরম—

পুন্য : কি হইচে কহেকদিনি বলাই কাকা।

বলাই : সৈত্যটাতো পৈতদিন বেহানে দুধ খাচেলো।

পুন্য : ছেচায়-ছেচায়— ইটা তো সবায় জানে—

বলাই : আইজ সৈত্য দেউনিয়াটো দুধ খাবা সময় দীনু লাঠুয়া আসি হাজির।

পানু : তখন কি হইল বলাই কাকা?

বলাই : লাঠুয়াটো কহিল, কি বাহে মালিকের পাইসা খুবে লোটেছেন, খুবে উড়াছেন— তোর দিন শ্যাষ— এলা তোক খাবা হোবে—

কেষ্ট : শালা দেওয়ানিয়াটোক একটা ডাং কষাবার পাল্লে হয়।

বলাই : এতে শালা কয়া ফেলালু— চুপ মারি দেখি থাকেক— বেশী আও করবু তো ডাং ঘুরি তের মাথাত পড়িবে। বোঝা পালু—

পানু : সৈত্য দেওয়ানিয়াটোর যতীন বাবুক কবা পাল্লে হয়—

ফটীক : কি ফের কহিবে— অয় তো চুরি করি করি দুধ খায়— যতীনবাবু জানায় নি পায়।

বলাই : আর কহিলেই কিছু হবা না হয়— এখন যতীনবাবুর বিনা দীনুর যত দাম- সৈত্য দেউনিয়াটোর অত দাম নো হায়।

পুন্য : এখন দেখা যাছে— দীনু হমার নয়া দেউনিয়া হবা চলেছে—

পানু : হেই—হামার ঠিনা সৈত্যও যা দীনও তাই।

বলাই : চুপ! একদম চুপ মারি যাও— নাঠুয়াটো আসেছে।

(সবাই ভয়ে রাস্তার দিকে তাকায় আস্তে আস্তে দীনু সামনে এসে দাঁড়ায়)

দীনু : কি বাহে তোমরা সব চুপ মারি গেইলেন কেনে— বসি বসি চক্রান্ত কচ্ছেন মোক

নিয়া নাকি রে—

বলাই : না হয়—

দীনু : মোক সত্য দেউনিয়া পাননাই— এইটা মুই কহি দিনু। তোমার এন্না পানু বর্মন কায়। (সবাই অবাক-ভীত) কি বাহে সাড়াচেন না কেনে?

পানু : (ভীত) মু-মই এই পানু বর্মন।

দীনু : অঃ তোমরা সব কামত যাও— (সবায় সঙ্গে পানুও যেতে চায়) এ্যাই পানু তুই যাবু না।

পানু : কে-নে—

দীনু : ক্যাথা ছ্যা। কি হইল তোমরা ফের কি শুনেচেন? যাবা কনু তা তোমাক? যাও। বেহুদ্দা কোন্নাকার— (সবাই চলে যায়) তুই বাগঢোলের কানুর ভাই না হায়?

পানু : হয়।

দীনু : শুনেক কানু মোর বন্ধু। তুই নাকি উদিনকা বাগটোলত যাই কানুর উপর খুবে মেজাজ দেখাছিত।

পানু : কায় কহিল— মুই কুনো মেজাজ দেখাও নাই।

দীনু : মেজাজ দেখাস নাই— মুই কিছু জানুনা।

পানু : ছেচায় কছো— তোমরা উল্টা শুনিছেন।

দীনু : হেই! উল্টা মুই শুনোনাই— তুই উদিনকা কানুর ঠিনা জমির ভাগ নিবা তনে গেছিলু?

পানু : মিছা কাথা। জমির ভাগ নিবা তনে যাও নাই। বাপের কাম করিবা তনে গেছিনু।

দীনু : মোর ঠিনা লুকাবা পারবু না বাহে—

পানু : জোর করি কহিলে কবা পারেন।

দীনু : চুপ শালা— লাথ্থাই একদম সিনা খান ভাঙ্গি দিম— শুনেক ওইজমি কানু ঢেরদিন ধরি চাষ করেছে— ওই জমি কানুরেই হক্। (৭দিনের মধ্যে বাগঢোলত যাই তামাল্লা কাজত সই করি দি আসিবু— এইটা মুই কহিদিন।)

পানু : ছেচায় কছো। ওই কিনা জমি নিয়া মুই দাদার সাথে কাজিয়া করিবা চাহুনা— অয় খারাপ বেবহার করিবা পারে— কিন্তু মুই ওইনং চাহু না।

দীনু : অ্যাই বেহুদ্দা— অত কাথা কহিবা হোবেনি। মুই যা কনু তা করিদি আসিবু— নাইলে বিপদ হয়া যাইবে— (চলে যায়— হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে) ফম থুইস্— এদিক ওদিক

করিবু তো বোঝা পাবু— শালা বেহুদ্দা। (দীনু চলে যায়)

পানু : দাদা তুই এনং করিবা পাল্লু— মুনটা এত ছুট— বিপদত ফেলালু।)

(সত্য আসে)

সত্য : কি বাহে পানু— ওতক্ষণ ধরি দীনুটার সাথে কি কাথা হইল?

পানু : তোমার শুনি কোনো লাভ নাই।

সত্য : তুই মোক কি লুকাবু— মুই সবে বোঝা পাছু—

পানু : তোমরা মিছায় বোঝায় পাছেন—

সত্য : মোক নিয়া চক্রান্ত করিবা ধচ্ছিত না হয়।

পানু : চক্রান্ত ফের কিসের। আয় মোক তাসাছেলে;

সত্য : ফির লুকাছি। তুই বাহে এত্ত নিমকহারাম ধরনীর কাথায় তোক মুই কামত নিনু— আর তুই এখন মোর পাছোত নাগেছিত। সবাক বাদ দি তোক কেনে তাসাইবে। মুই কিছু বোঝা পাও না।

(চাকররা ঢুকছে)

পানু : তোমরা মিছায় মোক তাসাছেন— তোমার পাছোত মুই নাগো নাই— মোর পাছোত অয় নাগিছে।

সত্য : তোর পাছোত?

পানু : হয়, মোর দাদা কানু-বাপের জমির দখল নিবা তনে দীনুনাঠুয়াক ধরিছে।

সত্য : হাঃ হাঃ হাঃ তোর ফের বাপের জমি-কোন্না পালু রে—

পানু : তোমরা হাসিবা পারেন— এই দুনিয়াত হামার ঠিকানা বাগঢোলের ওই দেড়বিঘা জমি।

সত্য : কোন্নাকার কহুলু-তোর জমি কোন্না?

পানু : বাগঢোল।

সত্য : ছেচায়, ছেচায় ফমে হারে গেছিলো— ধরনী তো কছেলো তোর বাড়ী বাগঢোলত— হয় হয় তোর তো ফের জমিও ছ্যা।

পানু : ওই তো কহুনু দেড় বিঘা।

সত্য : ওঃ এইবার বোঝা পানু— তা তোক কি কহিল?

পানু : কহিলে মোর ভাগটা দাদার নামে নেখিদিবা।

সত্য : তুই কি কহুলু।

পানু : মুই কিছু কহনাই— তবে নেখি দিবায় হোবে—

সত্য : তুই একটা বোগদা।

বলাই : কেনে সরকার মশায়— মোরও তো অন্না বাড়ী ছ্যা— জমি ছ্যা।

সত্য : দেখেছেন না ওন্না পৈতদিন আমিনলা শিকল ফেলায় ফেলায় জুমি নাপেছে।

বলাই : হয় হয় মোর ভাইও কছেলো।

সত্য : গোটা বাগঢোল মৌজাধরি ধোকরা কারখানা হোবে— বড় বড় বাড়ী হোবে-বিলাত থাকি যন্ত্র আসিবে— বুঝলু পানিশালা হাটতক পাকা আস্তা হোবে।

বলাই : ছেচায় কছেন সরকার মশায়—

সত্য : মিছায় কাথা মুই কওনা— মোর নাম সৈত্য। তা পানু বাহে দেড় বিঘাত ক কাঠা জমি হয় জানিস?

পানু : জানু—

সত্য : এক কাঠার দাম সরকার দিবে ৫০০ টাকা। তাহলে হিসাব করেক কেত টাকা হোবে—

পানু : ছেচায় কসেন সরকার মশায়?

সত্য : ছেচায়-ছেচায়— ইবার বোঝা পালু কেনে দীনু নাঠুয়া তোর পাছোত নাগিছে— যতীন বাবু এমনা এমনি চারশো টাকা দরমা দেছে না— যতীনবাবু পৈতদিন দীনুনাঠুয়া আর টাকার ঝলা নি বাগঢোলত যাই পড়ি থাকোছে। যাউক মোর কোন চিন্তা নাই তা পানু বাহে তুই বাঁচবা পাড়বুনা তোক নিখি দিবায় হোবে— এ্যাই বলাই বাহে তোসরা বসি না থাকি কাম ধরো কাম ধরো মুই যাছো— (সত্য চলে যায়)

পানু : তার মানে ইটা যতীনবাবুরেই কাম— তাইলে ....

ফটীক : বগধা কুণ্ঠিকার— এইটা বোঝা পাইসনা।

বলাই : সামনের পাকোও দীনুলাঠুয়া পাছোত যতীনবাবু।

পুন্য : এমার এত্তো নোভ?

কেষ্ট : এইটা তুই পেত্থম বুঝুলু নাকি?

পুন্য : না মুই কছো— ওমার তো ঢেইল্লা টাকা ছে— পানুর কিছু কাটা হইলে ওমার কি ক্ষেতি হইল— তাও ফের ওমার টাকা নোহায়।

বলাই : পানুর টাকা হইলে-পানু ফের অমার বাড়িত কাম করিবে— কহেক তো—

ফটীক : কেনে ফের কাম করিবে— তখন ফের পানুর কিসের অভাব?

বলাই : তাই! অমার এখন টাকার নিশা ধরি গেইছে— যতীন বাবুর পসন হইবে?

কেষ্ট : যতীন বাবুর পসন না হউক— পানু কাগজত নিখি দিবে নাই।

ফটীক : হ্যাঁ পানু— তুই লিখি দিবু নি তো— দেখা যাউক কি করেছে?

পুন্য : পানুদা— তুই ভয় খাবু না—

পানু : ডর ফের পাইমনা— আইজ আইতত আসি ফের মোক তাসাইল।

কেষ্ট : দীনুলাঠুয়া আসিবা আগতেই তুই খাইদাই করি পরানকাকার বাড়ীত শুতি থাকিবু।

ফটীক : হয় কাইল বেহানত আসি কাম ধরিবু।

পানু : এনং পেলাই পেলাই বাঁচা যাইবে বলাইকাকা।

বলাই : পানু যা করিবু বুঝি সুঝি করিস বাপু। শোনেক সবায় যখন কহেছে তখন আইজ আইতের মত লুকাই থাকেক। তারপর ভাবা যাবে।

কেষ্ট : আইজ আইতের ভিতরত একটা বুদ্ধি বাইর করবায় হোবে—

ফটীক : হয়!

বলাই : সবায় চলো— উঠো উঠো-কামটা সারি দেওয়া যাউক।

সবাই : চলো চলো—

পুন্য : পানুদা ওঠেক— অত ভাববার নি হোবে। হামারা তো আছোয়। চলেক—

(আলো নেভে)

নবম দৃশ্য

(অন্ধকার রাত। ঝি ঝি পোকা ডাকছে। দূরে কুকুরের আওয়াজ। পানু ভখাত ভার নিয়ে পরান কাকার বাড়ী যাচ্ছে। হঠাৎ কানুর ডাক)

কানু : পানু-পানু।

পানু : কায়-কায় অন্না?

কানু : মুই কানু। তোর দাদা—

পানু : ওঃ তোমরা এত আইতত এন্না।

কানু : জরুরী কাথা ছে তোর সাথে—

পানু : মুই কোন কাথা শুনিবা পারিমনাই— মোক এলা যাবা দে।

কানু : ভয় পাছিত কেনে মোক— ওই পাকে কুনটি যাছিত?

পানু : মুই কোন্নায় যাও তোর কামকি— মুই যাছো।

কানু : পানু তুই পিলাছি— মুই কিনা ভয় পাই তোর ঠিনা আনু— আর তুই ...

পানু : তোর ফের ডর কিসের-তোর পাকে তো দীনু নাঠুয়া ছে—

কানু : দীনুনাঠুয়া মোর পাকে ছে কায় কহিল? ওয় তো হামাক জমি ছাড়া করাবা চাহাচে—

পানু : জমি ছাড়া করবা চাহাছে—

কানু : হয়-হামার বাগচোলত বলে বাড়ী হোবে-আরো ফের কি হোবে— জমির দাম বাড়ি যাবে।

পানু : তা তোক কেনে তাসাছে— তোরে তো বন্ধু হয়।

কানু : বন্ধু ফের কোন্না— গতসনে ধনকল মেলাত জুয়া খেলিবা সময় পাঁচকুড়ি টাকা ধার নিছিনু।

পানু : তা এখন কি কহেছে—

কানু : কছে জমিটা নেখি দিবা।

পানু : নেখি দিবা কছে— নেখি দিবু। মুই কি করিম। মোকও তিনদিন সমায় দিয়া গেইছে।

কানু : হাই বাপ! তোর ঠিনাও আইসছিলো।

পানু : আসিবে না— তুই কছিত বলিয়াই না আইসছে।

কানু : মুই কি কছু।

পানু : তুই দীনু নাঠুয়াক কছিত, 'মুই বাগডোলের জমির ভাগ নিবা তনে গেছুনু'। কি চুপ মারি গেলু কেনে? তুই কইসনাই?

কানু : হয় কসিনু। তা মুই কি করিম কধিনি যখন মোর উপর জুলুম করবা ধইল্লে, তখন কনু মুই নিখি দিলে হোবেনাই— মোর ভাই পানুরও হক্ছে— ওয় নিখি দিবে নাই।

পানু : এখন মুই মরো আর কি?

কানু : তা কি করা যাবে— না নিখি দিলে কছে ঘরত আগুন ধরাই দিবে— আর গাওতেই কেহ অমার আগত আও করেছেনা-শোনাপাছো কাঠাপতি জমির দাম সরকার দিবে ৫০০ টাকা।

পানু : সৈত্য দেউনিয়াটোও কছেলো। তা মুই কি করিম। হমার ক্ষেমতা কেত্ত যে অমার সাথে লড়িম— মিছায় জানটা দিবা কছিত।

কানু : ভাই, মুই দাদা হয়া কছো। মোক তুই ক্ষমা করি দে— ওই বিপদের দিনে তুই যদি

ভয় পায়া পেলাই যাস্ তো মুই কোন্না যাও— হমার মরা বাপের দিব্বি কাটি কছো জমি বিকায় যা পাম হমরা দুজনে ভাগ করি নিম। বাপের এইকিনা জমি যদি মাংনায় দিয়া দাও তাইলে হমরা বাঁচিম কেনং করি।

(শব্দ)

পানু : কায়-কায় অন্না (এগিয়ে যাবে)

কানু : পানু-যাইসনা।

পানু : কায় যেন— এপাকে আসেছে।

(দাক্ষী আসে)

দাক্ষী : পানুদা!

পানু : কিরে দাক্ষী-এই আধারত তুই এন্না?

দাক্ষী : হ্যাঁ মুই-একটা খবর দিবা আনু—

পানু : কি খবর দিবা আনু—

দাক্ষী : অমরা কায়—

পানু : মোর দাদা কানু— তুই হিপাছি কেনে?

দাক্ষী : দীনু নাঠুয়াটো তোমাক নুকটেছে— মোর বগলত আসি কহিল, পানু কোন্না। মুই কনু, 'মুই জানুনা'। তখন মোর হাত মুচড়ি দি

দশম দৃশ্য

(ঘটনা যতীনবাবুর বাড়ীতে-বেনাই, ফটীক, কেষ্ট, পুন্য, পানু, হারান ইত্যাদি পন্থা খাচ্ছে।)

পানু : কাকা-কাকা।

বলাই : কহেক।

পানু : মোর দাদা কানু— কাইল আইতত মোরঠিনা আইসছিলো।

বলাই : কি কছিত রে— কানু।

পানু : হয়।

বলাই : কি কহিলে অয়।

পানু : পেলাই যাবু— তবু নেখি দিবুনাই।

বলাই : ঠিকে কহিছে অয়?

ফটীক : ছ্যাচায়-বাপের জমিকোনা মাগনায় দিয়া দিবু?

পানু : কি যে করিম— কিছুই বোঝায় পাওনা কাকা। (দীনু আসছে)

বলাই : চুপ।

(দীনু মত্ত অবস্থায় ঢোকে।)

দীনু : কি বাহে পানু—কাইল আইতত কোন্না গেছুলু? (পানু নীরব পন্থা খাচ্ছে) মোর কাথা কানত যাছেনা বাহে— শালা। লথি মারে খাওয়ার থালায় পন্থা ছিটিয়ে পড়ে)

পানু : মাথা নিচু করে বসে থাকে।

দীনু : (অন্যদের) তোমরা এন্না বসি আছেন কেনে? শালার ঘর ওপাকে যায়া পন্থা খাও— (সবাই ভয়ে চলে যায়)

দীনু : কি বাহে পানু কাইতন আইতত কোন্না গেছুলু?

পানু : (নীরব)

দীনু : (চুলের মুঠি ধরে) কি বাহে বশি আছিত। মোর কাথা শুনা পাছিত না। (পানুকে চুল ধরে দাঁড়া করায়)

পানু : (প্রথম কথা) গাউন শুনিবা গেছুনু।

দীনু : ফের মিছা কাথা কহেছিত? কাইল তোর ভাই কানু আইসছিলো— মুই জানু না? হারামী কুণ্ঠিকার— (ধরে থাকা চুলের মুঠি ধরে ধাক্কা দেয়— পানু চিৎ হয়ে পরে যায়)

শালা তুই মোক চিনিস না। (পানু আস্তে আস্তে উঠছে-সংলাপ বলতে বলতে)

পানু : তুইও খুব বাড়ি গেইছিস বাহে— পচাই আর মাগী না হইলে তোর চলে না— সবার উপরে তোর নোভ।

দীনু : (চম্‌কে) কি কহুলু। শালা ফের কাথা। হারামী। (পানুর চুলের মুঠি ধরতে যায় পানু হাতটা ধরে ফেলে— সঙ্গে সঙ্গে গলা লক্ষ করে ঝাপিয়ে পড়ে— দীনুর গলা চেপে ধরে— দীনু আপ্রাণ চেষ্টা করে পারেনা)

পানু : শালা দাক্ষির উপর খুবে লোভ বাড়ি গেইছে।

দীনু : (চেষ্টা করছে) আঃ আঃ পা....

পানু : দাক্ষীর গাওত হাত তুলিছিত।

দীনু : মোক-মো ....ক।

পানু : মুই তো মরিমেই তোকোও মারি থুয়া যাইম। মোর শালা খড়ি ফাড়া হাত। (হাতের আঘাত করছে)

দীনু : পা-পা-নু ... (এলিয়ে যায়)

পানু : হামরাও মানষি মারবা পারো— শালা। হামরাও ...

(বলাই সহ সব চাকরেরা ঢুকছে)

বলাই : পানু (চীৎকার) পানু— ছাড়ি দে-ছাড়ি দে।

পানু : না হয় মুই ছাড়িম না।

সবাই : ছাড়ি দে-ছাড়ি দে।

পানু : ওয় কতবড় নাঠুয়া হইচে— সেটায় দেখা যাউক।

বলাই : মরি গেইলে ফের আর এক কাম বাড়িবে। (সবাই মিলে পানুকে টানছে)

পানু : ছাড়ি দাও মোক তোমরা— লাঠুয়া বেটার জান নিয়া মুই ছাড়িম।

বলাই : (সবাই মিলে পানুকে টেনে আনে— পানু রাগে ফুসছে) চুপ মারি থাক এখন।

ফটীক : (দীনুকে লক্ষ করে) মরি গেলো নাকি বলাই কাকা।

বলাই : সর্বনাশ! দেখো দেখো— (দেখো) মনে হছে এলা জান ছে।

পুন্য : এখন কি হোবে কাকা?

ফটীক : পুলিশ আসবা পারে।

বলাই : আঃ (চমকে) হারান— তোমরা এটা কাম করো। তোমরা আর ফটীক নাঠুয়াটোক তলথি ধরি ঢেরি ঘরত রাখি আইসো।

ফটীক : চলেক হারান—

হারান : ধরেক-ধরেক-চলো। (দুজনে দীনুকে টানতে টানতে নিয়ে যায়)

বলাই : কেষ্ট তুই এক কাম করেক। তুই দৌড়ি যা বরেন ডাক্তারক খবর দিবা—

কেষ্ট : মুই পারিম নাই নাঠুয়ার তনে ডাক্তর ডাকিবা— মরি যাউক শালা—

বলাই : শালা বগধা কুঠিকার। মরি গেইলে হমার পানুর ফাঁসী হয়া যাবে। যা যা দৌড়ি যা— (কেষ্ট চলে যায়)

পুন্য : কাকা। দীনু যদি মরি যায়।

বলাই : মোর মনে হয়— মরিবে না—

পুন্য : আইজ শালা বুঝা পাইসে হমরা না আসিলে— শালা মরি গেইল হয়—

(দ্রুত ফটীক-হারান আসে)

ফটীক : কাকা যতীনবাবুর ঘর সব জানাপাইছে— দীনুক দেখি ডাক্তরক খবর দিলে—

হারান : যতীনবাবু-সৈত্য-গ্রামের তামাল্লা নোক এপাকে আসেছে।

বলাই : কি কছিত রে? এখন কি হোবে?

(পানু নিশ্চল বসে আছে)

পুন্য : বলাই কাকা-পানু পেলাই যাউক।

ফটীক : কোন্না পেলাইবে— সব পাকে অমার মানষি ছে— পুলিশ ধরি ফেলাবে।

হারান : পানু যে কেনং করিবা গেলে। পুলিশ হামাকো ছাড়িবেই নাই।

(নেপথ্যে গুঞ্জন)

পুন্য : বলাই কাকা ওমরা চলি আইসছে।

বলাই : পানু-পানুর এখন কি হোবে।

(যতীনবাবু-সত্য-অন্যান্য অনেক গ্রামবাসী মঞ্চে আসে)

যতীন : এমার ভিতর কায় সৈত্য।

সত্য : বাবু এইটো।

যতীন : হুঃ মোর বাড়ীত খাঁটী খাঁটী চেহেরেটা ভাঙ্গি গেইছে।

সত্য : ওমার ওইনংএ চেহারা।

যতীন : (কথা খুজে না পেয়ে) হাড়িয়া কোনাত মেঘ জমেছে। জল হইবে মনে হয়।

(সবাই আকাশের দিকে তাকায়)

সত্য : হবা পায়।

যতীন : সৈত্য।

সত্য : কছেন।

যতীন : ওমার নাম কি ছে?

সত্য : কি কহেন—

যতীন : কছো নামটা কি ছে—

সত্য : পানু-পানু বর্মন। বাপ-মনকটু বর্মন।

যতীন : হু! কেতদিন হমার এঠিনা কাম করেছে?

সত্য : বছর খানে হছে—

যতীন : অয় কি মোক কিছু কহিবে- সৈত্য?

সত্য : আজ্ঞে বোঝা পানু না—

যতীন : কছো অয় কাথা কহেছে না কেনে?

সত্য : তোমার আগত কাথা কবা ডর পাছে— (পানু) বাবুক কিছু কহিবু— এ্যাই পানু ...

যতীন : সৈত্য ! ওমাক কেত দরমা দিস্।

সত্য : অনেক দেছো — ৫০ টাকা।

যতীন : পুলিশ তো আশিবেই অয় পুলিশক কি কহিবে সৈত্য ?

সত্য : পানু বাহে ! বাবু কি কহিল বোঝা পাছিত ?

পানু : কান চোখ খোলাই ছে— এখন বুদ্ধিটা খোলবা ধইচ্ছে।

সত্য : বাবুক কি কহবু— শিটা কহেক।

যতীন : (ভিতরে অস্থির— বাইরে শান্ত থাকার চেষ্টা— পানুর কাছে আসে) মোর খিব বিপদ বাহে— (পানু আস্তে আস্তে দাড়ায়-চোখের দিকে সোজা তোরও ফের বিপদ বাড়ী গেলো—

পানু : (চিন্তিত) মোর বি-প-দ কেনে ?

যতীন : (কৌশল) দীনুটা বাঁচিবে কিনা বোঝা যাছে না— ফের পুলিশ তো আসিবেই।

পানু : কোন্না ?

যতীন : তোর ঠিনা—

পানু : (বলিষ্ট) কেনে মুই কি করিছু ?

যতীন : (ছদ্মগাম্ভীর্য্য) তোর হাতোতেই তো দীনু আহোড় হইচে।

পানু : (বলিষ্ঠ স্বীকারোক্তি) হ্যাঁ-হ্যাঁ মুই এই দীনুক মারিছু।

যতীন : (বিনয়ী) আহা তোর বাগডোলের জুমির তনে জুলুম করছেলো বলিয়াই না তুই আহোত করলু।

সত্য : ছেচায় বাবু ওই তনে...

যতীন : (ধমক) সৈত্য মোর আগত কাথা কওয়া মোর একদম পসন নি লাগে— শোনেক পানু। সিটা মাডার কেসের তনে পুলিশ দীনুক নুকটেছে।

সত্য : উয়াক্ এখন পুলিসেই ধরি দে ...

যতীন : (ধমক) মাসেক বেহুদা কুঠিকার ফের কাথা। (পরামর্শ) পানু বাহে দীনুমোর নাঠুয়া আছোলো, ওইটা পুলিশের আগত কওয়া যাবে নাই।

পানু : (বুঝে নিতে চায়) কেনে কওয়া যাবে নাই।

যতীনে : কহিলেই বিপদ বাড়ি যাইবে— সামলেবা পারবু না—

পানু : ওঃ !

যতীন : দেখা যাউক কি করা যায়— হাজার হউক তুই মোর চাকর—(তোষামদ) তা তাগদ

আছে বাহে তোর— মুই তো একেবারে তাক্ মারি গেছু— দেখি বোঝায় নি যায়— মোর ঠাকুর কছোলো দীনু মোর রক্ষা কবচ-অয় মোক যমের হাত থাকি বাচাইবে। তা বাহে পানু তুই তো যমেরেও বাপ— মোর রক্ষাকবচ একেবারে ছিঁড়ি ফেলালু।

সত্য : ছেচায় বোঝায় নি যায়—

যতীন : সত্য—

সত্য : কহো—

যতীন : উয়াক দিয়া আর জমির কাম চলিবে নাই—

সত্য : ছেচায় একদমে নাঠুয়া হয়া গেইছে।

যতীন : হু ঠিকে। আজ থাকি পানু মোর নয়া নাঠুয়া। (গুঞ্জন) দরমা-দরমা কেত দেওয়া যায় সৈত্য?

সত্য : মানে— মানে কি কছেন?

যতীন : কছো দরমা কেত দেওয়া যায়?

সত্য : ১০০ টাকা ধরি দাও।

যতীন : তুই বাপু বেজায় চিমঠা। দীনুকেত দরমা পাছেলো কহেক তো— ১০০ টাকা দরমা দিয়া ওমার বলে। মোর নয়া নাঠুয়ার দরমা ৪০০টাকা করি দেওয়া গেলো— (গুঞ্জন) কি বাহে পানু রাজি আছিস তো।

সত্য : রাজী ফের হোবেনি। এত্তেলা টাকা দরমা।

যতীন : আর শোনেক—এমারও দরমা (অন্য চাকরদের ২০ টাকা করি বাড়াই দিবু। চলেক পানু বাড়ীত যাওয়া যাউক।

পানু : (বিহর) নাই যাম— নাই যাম্ মুই তোমার বাড়ীত।

সত্য : নাই যাবু তো ফের কোন্না যাবু?

পানু : বাগঢোলত যাম— নিজের জমিত কাম করিম।

যতীন : (হাসি) সৈত্য তুই বোঝায় নি পাস- মুই বোঝা পাসু— দরমাটা কম হয়া গেইসে— ঠিক ছে— সৈত্য দরমাটো আরো ১০০টাকা বাড়াই দে—

পানু : না হয় দরমার কাথা হোছেনি।

যতীন : তাইলে—

পানু : চাকর হই আর মুই থাকবা চাহুনা— চাকর হয়া থাকিলে নিজক চেনায় যায়না—

যতীন : বেহুদ্দা কুণ্ঠিকার।

যতীন : দীনটার তনে পানুটার সাহাস বাড়ী গেইল— শালার কানা গাজিহাই— সৈত্য উয়াক শালা পিঞ্জরীত ভরবা হোবে। (সঙ্গীত) চলেক—

(যতীন-সৈত্য চলে যায়— গ্রামবাসী চাকররা শোরগোল করতে থাকে— সংগীতের পরিবর্তন। সবাই চলে যায়— পানু একা ...প্রসেনিয়ামের সামনে ছোট spot -এ দাক্ষী)

দাক্ষী : পানুদা!

পানু : দাক্ষী!

দাক্ষী : তুই কেতদিন ঘুরি আসিবু— মোক বাঁশী শুনাবু।

পানু : গোতগেই ঘুরি আসিম— তোক নিয়া ঘর বাধিম।

দাক্ষী : ছেচায় পানুদা।

পানু : ছেচায় রে— তুই পাশে থাকিলে-মোর বাঁশী বাজাবা খুবে ভালো নাগে—

(বাঁশী বাজছে—পদ্দা পড়ছে)

ক্যানে ক্যান্নে

(সামাজিক একাঙ্ক নাটক)

নৃপেন্দ্রনাথ মহন্ত

উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের এক পর্ণ কুটির। কাটরের তিনধারে আবাদি জমি। সামনে প্রসারিত জেলা পরিষদের রাস্তা। ৩২/৩৩ বছর বয়সের কৃষক রমণী মংলি ইতি উতি চেয়ে অবশেষে)

মংলি : জেলেখা, এ মাই জেলেখা ... আ। কুনঠে গেল্ তে? জেলেখা ... আ ... আ...
(ভেতর থেকে একটি মেয়ে চেঁচিয়ে বলে)

নেপথ্য কণ্ঠে : জোলেখা তো বুঝি হাগিবা গেইসে চাচি। উয়াক তোম মুঁই পাটাবাড়ি যাবা দেখেনু।

মংলি : পাটাবাড়ি! একেলায় গেল! (রাগে গজর গজর করে) কেত্তেদিন কহিনু একলায় যাবোনি। দিনকাল ভালো না হায়। শুনিবেই নি মোর কাথা। কুনঠি গেইলেন, অ জেলেখার বাপ? জেলেখার বাপ।
(মংলির স্বামী হালিমের প্রবেশ। সে দিনমজুর)

হালিম : ঢাট্-কাউয়াটার নাখা চিল্লাছিস ক্যানে?

মংলি : হ্যাঁ, মুই তো ঢাট-কাউয়া। তে এটা কোকিলা আনিলে হয়।

হালিম : হায় আল্লা, কি কাথা থে কী কাথা? তোর মাথাটত্ বুঝি আইত-দিন হেন্দুর চিতা জ্বলেছে?

মংলি : জুলিবে নি? বাপে-বেটিয়ে কি মোক কম সাতাছেন? অত্তো বড়ো চেংড়িটা এই ডহ ডহ অউদখানোৎ একেলায় পাটাবাড়ি গেল্।

হালিম : তাতে কী হইসে?

মংলি : হায় আল্লা, ফিরায় হেনে পুছ করেছে কী হইসে। নেকোর বউটার কী হইসিলো ফম নাই? অক্কল যে কুনদিন হোবে তুমহার।

হালিম : তে মোক কি করিবা হোবে কহিবো তো?

মংলি : চুলহাত ভাতলা ফুটে উঠিসে। ই ভিতি মাই কিনা একলায় পাটাবাড়ি গিসে। মুই কুনদিক সামলাম? ভাতলা দ্যাখেন। হয় গেলে মারলা ছাকে থোন মুঁই যাছু। একেবারে নিঁভুর সার পোখোরোৎ নাহায়নে আসিম। (প্রস্থান)

হালিম : ঠিক ছে, যা। ছোয়াট কং ফের মাইর ডাং করবোনি। মুঁই তোর ভাতের চুলহা

সামলাছু। (প্রস্থান)

(মংলি উঠোনের দড়িতে শুকোতে দেওয়া গামছা গায়ে ... দ্রুত ছটুছে। সহসা সে থককে দাঁড়ায়)

মংলি : কাঁয়রে, কাঁয় উটা? (উত্তর নেই) চুপ করে ছিস ক্যানে? উঁহু, উঁহু, নুকায় কুনো নাভ হোবেনি। মংলির চখুলাক ফাঁকি দুয়া অত্তো সহজ নাহায়। ভেরায় আয়, ভেরায় আয় কহসু বের হায় নি আসিলে ভালো হোবেনি কিন্তু ... চ্যাচাম। নোক জড়ো হোবে। তোর হাড়হাড্ডি ভাংগে গুড়া কইরবে। বেহেরায় আয়।

(একটি ১৮/১৯ বছরের ছেলে বেরিয়ে আসে।)

আকালু : আকালু।

মংলি : কালুর ব্যাটা আকালু! তে বাঁশোৎ চড়ে হেনু বগুলার নাখা গালা বাড়ায় কী দেখসিলো?

আকালু : পখির বাচ্চা।

মংলি : পখির বাচ্চা, না মানুষের বাচ্চা? লুচ্চার ব্যাটা লুচ্চা। বাড়িৎ মা-বহিন নাই?

আকালু : গাইল দিবোনি, কহে দেসু।

মংলি : ও-হো-হো-রে। গাইল্ দিম্নি তে কি চুমা খাম্?

দুলালি : (নেপথ্যে) খালা, কী হইসে গে?

মংলি : দুলালি, বাড়ুন খান লে আয়তো বেটি। বান্দোরটাক ঝাড়ে দু।

(ভয় পেয়ে আকালু ছুটে পালায়। অপর দিক থেকে এসে উপস্থিত হয় জোলেখা।)

জোলেখা: কী হইসে গে মা? কাক্ ঝাড়িবা চাহাচি?

মংলি : কুনঠি সিলো এতক্ষুন?

জোলেখা: পাটাবাড়ি গেসিনু।

মংলি : একেলায় পাটাবাড়ি গেছিলো ক্যানে? তোক কহিনু না, একেলায় পাটাবাড়ি যাবোনি, পোখরৎ যাবোনি। কহিসু কি কহু নাই? (কাছেই পড়েছিল একটা কঞ্চি। সেটা তুলে নিয়ে জোলেখাকে মারতে থাকে আর গজ গজ করতে থাকে।)

জোলেখা : মারহেচিস্ ক্যানে? প্যাটখান মোচর দে উঠিল। তুই ভাতের হাড়িৎ জ্বাল দেছিস দেখে হেনু দৌড়ায় পাটাবাড়ি গেনু।

মংলি : মোক কহে আসিলো নি ক্যানে?

(আবার মারতে থাকে)

(২৭/২৮ বছরের গৃহবধূ দুলালির প্রবেশ)

দুলালি : মোক ডাকিলো ক্যানে, খালা? (জোলেখাকে মারতে দেখে) কী হোল ফের? উয়াক মারহেচিস্ ক্যানে?

মংলি : মারিম নি? একলায় পাটাবাড়ি আসিছে। কেত্তোদিন কহিনু, বেটি তুই অ্যালা বড় হইচিস। একলায় যিথি সিথি যাবো নি মোর কাথা উয়ার কানোতে নি সান্‌ধায়। আইজ দেহাথে অর কাল্লাটা নামায় দিম্।

দুলালি : ছিঃ খালা! পরকাশ্যে বেটিটাক মারহেচিস? দামালটা দে নোক যাছে আর ঘুরে ঘুরে দেখেছে। উমরা কী ভাবেছে, কহদি?

মংলি : কী ভাবে ভাবোক।

দুলালি : তোর বেটির দুন্নাম হোবে গে। ব্যাহা দুয়া কঠিন হোবে।

(ওর কথায় মংলির বোধোদয় হয়। সে হাতের কঞ্চি ফেলে দিয়ে জোলেখার উদ্দেশ্যে কলে—)

মংলি : যা, বাড়ি যা। (মুই না হায়নে যাছু।)

(ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জোলেখা চলে যায়।)

দুলালি : (রাস্তার দিকে তাকিয়ে) ও দিদিমুনি, ও বেলা দিদিমুনি? কুনঠি যাছেন?

(স্বাস্থ্যকর্মী বেলা রায় এসে উপস্থিত হয়।)

বেলা : কি ব্যাপার দুলালি? এখানে দাঁড়িয়ে দুজনে কী করছিস?

দুলালি : আর কহেন নি, বেলা দি। আইজ কাইলকার ছোন্ডালা যা হইসে না।

বেলা : কেন, কী হল আবার?

(দুলালি বেলার কানে ফিস ফিস করে এই মাত্র ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা দেয়। কথা শোনা যাবে না। শুধু ভঙ্গিটা বোঝা যাবে।)

বেলা : এই জন্যই তো বলি, বাড়িতে একটা পাকা পায়খানা থাকা দরকার। নইলে মেয়েদের নানা অসম্মানের মুখে পড়তে হয়। তা তোরা তো পুরোনো অভ্যাস ছাড়বিই না।

মংলি : আসল ঘরোৎ থাকিবার ঘরোৎ খ্যাড় নাই তে পাকা পাইখানা হোবে ক্যান্নে? অত্‌তো ট্যাকা কুনঠি পামো?

বেলা : আরে টাকা তো লাগে খুবই সামান্য তোমাদের বি.পি.এল. কার্ড আছে না? তোমরা তো সরকারী সাহায্য পাবে। (মংলি অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গি করে) কী দিদি, কথাটা মনে ধরল না বুঝি? মাঠে পায়খানা করলে কত রকমের অসুখ-বিসুখ হয় জানো?

তার মধ্যে একটা হলো হুকওয়ার্ম।

দুলালি : হুকারামটো ফের কী?

বেলা : এক রকমের কৃমি। আমরা মাছ ধরি কী দিয়ে?

দুলালি : ক্যানে, জাল দে।

বেলা : তা ছাড়া?

দুলালি : তা বাদে হ্যাংগা ছে, ডিন্ডোরোই ছে। কাঁহো কাঁহো কোচা দে আলাই মারে।

মংলি : কাঁহো ফের ছিপ দে ধরে।

বেলা : ছিপে কী কী থাকে?

মংলি : হ-ই-ই, অহোটা নি জানে। সুতা থাকে, ফাতনা থাকে, আর কিবাখান, বনশি থাকে।

বেলা : হ্যাঁ, ঐ বড়শীর মতো দেখতে একরকম কৃমিকেই বলে হুকওয়ার্ম। এরা পায়ের তালু ভেদ করে পেটে চলে যায়। বড়শীর মতো গেঁথে থাকে। আর শরীরের রক্ত চুষে খায়।

মংলি : জ্বলুকের নাখা?

বেলা : হ্যাঁ, জোঁকের মতই রক্ত চোষা হুকওয়ার্ম হলে শরীর শুকিয়ে লিকলিকে হয়ে যায়।

দুলালি : মোর ভতিজাটারও বুঝি হইসিলো। এক্কেবারে বাদুর চোষা। ভাইজানোক কম টাকা নিকলাবে হোম?

বেলা : তাহলেই বোঝো। আর ওর হুকওয়ার্মই তো নয়। আমাশা, ডায়ারিয়া, কলেরা, এসব রোগও মাঠের পায়খানা থেকে ছড়ায়। তুমি কাটার কথা বলেছিলে না? তুমি কি স্বর্ণজয়ন্তী স্বরোজগার যোজনায় মহিলা দলের সদস্য হয়েছ?

মংলি : নাই, হামরা কোনো দলত নাই। ভোটের সময় যাক ভালো নাগে তাকেই ভোট দেই।

বেলা : আরে, সেই দল নয় দুলালি তো একটা মহিলা দলের সদস্য। ওরা কি ভোট চায়? স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দুপুরে খাওয়ার তো ওরাই বান্না করছে। পয়সা পাচ্ছে। এই রকম একজোট হয়ে মহিলারা আয়-উপার্জনের পথ বেছে নিচ্ছে। সরকার সাহায্য করছে। ব্যাঙ্ক টাকা ধারে দিচ্ছে, জানো না? তুমি যদি মহিলা দলের সদস্য হতে তবে পাকা পায়খানা তৈরির ঐ সামান্য কটা টাকা তুমি এক মাসেই রোজগার করতে পারতে।

মংলি : মুঁই তো ন্যাকা-পড়ায় জানু নি গে। মোক দে উলা কাম হোবে ক্যান্নে?

বেলা : কেন হবে না? পাড়ায় পাড়ায় বয়স্কদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য সাক্ষরতা কেন্দ্র হয়েছে। তুমি যাও না কেন?

মংলি : (লজ্জিত হয়ে) কী যে কহচেন দিদি। বুড়ি হবা যাছু। এখুন উলা সাখরতার ইসকুলোৎ পড়িবা যাম? নোকে কী কোহিবে?

বেলা : লেখাপড়া সব বয়সেই শেখা যায় মংলি দি। এই দুলালিকেই দেখো না। ও তো এখন চিঠিও লিখতে পারে। পারিস না দুলালি?

দুলালি : হ্যাঁ ভি-টি মাস্টারটা শিখাইছে। মংলি খালাকেও কোহিসিনু। গাৎ লাগায়নি।

বেলা : আমরা গায়ের মেয়েরা এমন অনেক ভালো কাজেই গা করিনা। এখন গরিব মানুষদের জন্য, গ্রামের মেয়েদের জন্য সরকার নানা রকম সাহায্য দিচ্ছে। সে সব দেওয়ালে দেওয়ালে লিখে দেওয়া হচ্ছে। লেখাপড়া না জানার জন্য অনেকেই সে সব জানতে পারে না।

(দূর থেকে একটা কোলাহল ভেসে আসে)

মংলি : হই-ই! কিসের যে ফের গোণ্ডোগোল।

(নেপথ্যে রমণীকণ্ঠে বিলাপঃ হায় মাগে, কী হোবে গে ...)

দুলালি : (গলা বাড়িয়ে দেখে) ও, ভাবী, কী হইসে? (নেপথ্যে রমণীকণ্ঠে: বুলিক সাপে কামড়াইছে গে... (বিলাপ)

বেলা : (চেঁচিয়ে)। তা ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?

(নেপথ্যে: ঝড়ু মাহাতের বাড়ি ... ই-ই)

বেলা : (চেঁচিয়ে)। আরে শোন! ওঝার বাড়ি কেন? হালপাতালে নিয়ে যাও।

মংলি : উলা বেকার কহচেন। শুনবেই নি। ঝড়ু মাহাতোরঠি গেলে বিষ নামাবেই।

বেলা : না, না। দুলালি, ওদের ডাক। হালপাতালে নিয়ে যাক মেয়েটাকে।

দুলালি : ডাকিলে কি আর কাথা শুনিবে? গারামের নোক ঝড়ু মাহাতোরঠিই যায়। মেলা সাপে কাটা উগি ঝড়ু মাহাত ভালো কইসে।

বেলা : (উদ্বেগের সঙ্গে) সাপে কামড়ালেই লোক মরে না। কারণ সব সাপের বিষ নেই। বিষধর সাপে কামড়ালে ঝাড়ফুক তন্ত্রমন্ত্রে সারে না। তুই ওদের ডাক... (কোলাহল দূরবর্তী হয়।)

মংলি : ঠিকে ঠিকে। অহমানের ব্যাটাটাক গহমা সাপ কামড়াইল্। মহাত কাহা বাঁচাবা পারিল?

দুলালি : উয়ার ভেলে বিষ মাথাৎ উঠে গেসিলো।

মংলি : (শিউলি জল যাছে) বিষ মাথাৎ উঠিলে কাঁহো বাঁচাবা পারিবে নি। হাসপাতালৎ গেইলেও বাঁচে না। কেততো দেখেনু।

বেলা : বাঁচে না। কারণ আমরা সাপে কাটা রোগী অনেক দেরীতে হাসপাতালে নিয়ে যাই। তার আগে ঝাড়-ফুক, ওঝা-মাহাৎ এইসব চলে। অনেকে ঠিকমতো বাঁধনও দেয় না। এই মেয়েটার যে কী হবে ভগবান জানে।

দুলালি : হায়াৎ-মউতের মালিক আল্লা। বাঁচা-মরা সবই তার ইচ্ছা।

বেলা : তাহলে আর ওঝার কাছে কোন? আল্লার নাম করে ঘরে থাকলেই তো হয়।

দুলালি : বারে, চ্যাষ্টা করিবে নি?

বেলা : কিন্তু চেষ্টা তো ঠিক ঠিক হওয়া চাই। ঘরে আগুন লাগলে বালতির জলটাই ঢালতে হবে। বোতলের কেরোসিন ঢাললে হবে?

মংলি : তাই ফের হয়? আগুন আরো বাড়িবে।

বেলা : তেমনি সাপে কাটলে রোগী হাসপাতালে নিতে হবে। পেটের অসুখ থেকে বাঁচতে হলে টিউবওয়েলের জল খেতে হবে। বাচ্চাদের সুস্থ রাখতে হবে, পোলিও, কাশি, হাম ইত্যাদির টিকা নিতে হবে।

(রুদ্রমূর্তিতে হালিমের প্রবেশ)

হালিম : (মংলিকে) ছোয়াটাক মারিলো ক্যানে, মারিলো ক্যানে? কাঁনতে কাঁনতে বাড়ি গেল্। আরে, দশটা নি, পাঁচটা নি, এখেটা ছোয়া। অক গরুটার নাখা ক্যানে ড্যাঙ্গালো?

মংলি : ড্যাঙ্গানু কি সাথে? দুলালিক পুছ করদি, কালুর ব্যাটাটা কুনঠে ছিলো? কী কইসিলো?

হালিম : (দুলালিকে) কী হইসে মাই গে?

দুলালি : কুছু হয়নি, কুছু হয়নি। আকালু বাঁশ ঝাড়টত লুকায় ছিলো আর জোলেখা ...

বেলা : ছেড়ে দাও? ছেড়ে দাও ও সব কথা।

হালিম : (বেলাকে) তুমরা ফের কাঁয়?

দুলালি : উমরাহ বেলা দি। স্বাস্থ্যকর্মী। চিনেন নি খালু?

হালিম : (বেলাকে ভালো করে লক্ষ করে)
অ ... গিয়ান দুয়া দিদিমুনি। (মংলিকে) কুছু যদি নি হয় তো ড্যাঙ্গালো ক্যানে? গতরের ধুলা ঝাড়িবার তানে? (মংলি নিরুত্তর) মুঁই তো জানু, তোর গটে শরীলটাৎ আগ খালি টগবগ করে ফুটেছে। দিনমান গহমা সাপের নাখা ফোঁস ফোঁস করিস।

তাঁহো যদি এটা ব্যাটা পয়দা করিবা পারিলো হই!

মংলি : অহোটা মোরে দুষ? আল্লা নি দিলে মুঁই কী করিম?

হালিম : তে কার তোষ? মোর? আল্লা ব্যাজার হইসে তোরহে দোষে।

(বেলা ও দুলালি দুজনকে থামাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়) আইত দিন বকর বকর কইলে খোদা নারাজ হয়। নানি ঠিকে কহিসিলো : বারো-তেরো বচ্ছর হোয় গেলরে হালিম, তোর বউর আর ছুয়াপুয়া হোবেনি। আর একটা ব্যাহা কর।

মংলি : তে করলোনি ক্যানে? এ্যাঃ, একটা মাউগোক খিলাবা নি পারে, দুসরা একটা ব্যাহা করবে। কী মরদখান্ রে ...

হালিম : কী! এত্তো বড়ো কাথা। মুঁই মরদ না-হাউ। এবার ঠিক ব্যাহা করিম, আল্লার কসম। (বেলা ও দুলালি আবার শান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়) ব্যাহা করিম, তার আগুৎ তোক খ্যাদাম্। তোক তালাক দিম। এক্ষনে দিম। তালাক... এক তালাক... (মংলি ডুকরে কেঁদে ওঠে)

(দুলালি হালিমের মুখে হাচ চাপা দিয়ে বলে—)

দুলালি : খালু, খালু ... কী সর্বানাশ করিবা যাছিলেন খালু। পরপর তিনবার তালাক দিলে বউক আর ঘরোৎ নোয়া যায়নি, তুমরা জানেন নি? আগের মাথাৎ এত্তবড় একখান ভুল করিবা যাছিলেন।

বেলা : তুমি রাগ করে নিজের পায়েই কুড়ুল মারতে যাচ্ছিলে।

হালিম : অঁহে তো মোর আগখান জ্বালায় দিলে, দিদিমুনি। তুমরা নিজে তো দেখিলেন।

বেলা : তুমি বউকে ভালোবাসো না? (হালিম নিরুত্তর)

মংলি : ভালবাসা, না ছাই।

নায়া নায়া ন ভরি

পুন্না হইল্ তে ....

উলা দিন আর নাই দিদি।

দুলালি : ক্যানে, ভাব-ভালোবাসা কি কচু পাতার উপর আসমানের পানি যে ছলকাৎ করে হেনে মাটিৎ পড়িবে?

মংলি : ব্যাটা ছোয়ালার মহব্বৎ খালি দেহাৎ, মনোৎ নাই গে মাই। কাথায় কহে না, পুরুষের ভালোবাসা/গিরসের মুরগী পোষা। মন চাহিল্ তে জবাই করিল।

বেলা : না, না, তুমিও ঠিক কথা বলছ না, মংলিদি। দুটো হাঁড়ি পাশাপাশি থাকলে ঠোকা-ঠুকি

লাগতেই পারে। কিন্তু জোর ধাক্কা লাগলে দুটোই ভেঙে যায়।

হালিম : উহায় কসম খায়নে কহুক দি, উয়াক মুঁই কুনোদিন মাইর ডাং কইসু নাকি?

বেলা : তার মানে, তুমি তোমার বউকে খুব ভালোবাসো। তুমি ছেলে হওয়ার কথা বলছিলে না? ছেলে হবে না মেয়ে হবে সেটা স্বামী বা স্ত্রী উপর নির্ভর করে না।

হালিম : উটতো খোদার হাত মুঁই জানু।

বেলা : হ্যাঁ, ওটা একটা ... ঘটে যাওয়া ঘটনা। অনেকের তো বাচ্চাই হয় না।

দুলালি : বাচ্চা নি হোলে তো মাইয়া মানষের মরণ দশা। উঠিতে বসিতে খটা খাবে। সবাই কহিবে, বাঞ্জি।

বেলা : অথচ বাচ্চা না হওয়ার জন্য মেয়েরা যতটা দায়ী তার চেয়ে অনেক বেশি দায়ী ছেলেরা।

দুলালি : পুরুষলাক কাঁহো বাঞ্জা কহেনি।

বেলা : বলে না, কারণ সমাজের মাথা তো পুরুষেরা। তাই সব দোষ চাপানো হয় মেয়েদের ঘাড়ে।

দুলালি : আর ঐ তানে সঁগায় খালি ব্যাটা চাহে।

হালিম : ব্যাটা নি থাকিলে বুড়ালি কালোৎ কাঁয় খিলাবে গে।

দুলালি : ব্যাটালায় যত খিলাছে। নঈম চাচার তো তিন তিনটা ব্যাটা। কাঁহো খিলাছে? ভিখ মাঙে খাছে বুড়াটা। অর বেটিটায় বুরুক মাক মাঝে মাঝে ডাকে খিলায়।

বেলা : আমার স্বামী বেকার। চাকরি-বাকরি পায়নি। একটা টেলিফোন বুথে কাজ করে। ক টাকা আর পায়? আমি মেয়ে হয়ে ওর চেয়ে অনেক বেশি টাকা পাই। আমার বাবা নেই। বুড়ি মা আমার কাছেই থাকে।

হালিম : তুমরা তো ন্যাকাপড়া জানা নোক। তুমহার কাথা আলাদা। মোর বউয়ের তো এক পেইসা কামাই করার মুরাদ নাই।

দুলালি : ই কাথাটো কিন্তুক তুমরা ঠিক কহিলেন নি খালু।

হালিম : বেটিটাক ফের কী কহিনু?

দুলালি : খালা ভাত আন্দে না?

হালিম : আন্দে।

দুলালি : ঘর-এগিনা কুড়ায় না?

হালিম : কুড়ায়।

দুলালি : ইলা কামের দাম নাই?

হালিম : উ-লা কামের কী দাম?

দুলালি : চউধুরি বাড়িৎ যে বউটো ইলা কাম করে অঁয় ক্যাততো মাইনা পায় জানেন?

হালিম : ক্যাততো আর পায়। এ-শো দু-শো হোবে।

দুলালি : মাসে মাসে সাড়ে তিনশো টাকা পায়। সকালের নাস্তা, দুপুরের ভাততো ছেইয়ে।

মংলি : খড়ি-নকড়িলাও তো মোক কুড়ায় বাড়ায় আনিবা হয়। উমরা তো চাউল-নুন আনে দে হেনে খালাস। শাক-পাতালাও তো হামরা মায়ে বেটি এ জটায় আনি?

হালিম : এঃ তুই যে কাথা কহচিস না? উলা কাম গারামের বউ-বেটিলা সগায় করে। ট্যাকা কামাই করে আন নি, দেখু ক্যামন মুরাদ।

বেলা : মহিলা দলের সদস্য হলে মংলিদি নগদ টাকাও কামাতে পারে। একটু আগে ওকে সেটাই বোঝাচ্ছিলাম।

হালিম : ঐ-লা করে ফের ক্যায় পেইসা হোবে?

জোলেখা: (নেপথ্যে)। আব্বু ... উ...উ

হালিম : মুঁই যাছু জোলেখার মা। তঁহো বেশি দেরি করিবো নি। মোরগটা বানধাইল ছে। হাটের সময় হোয় গেল্। বেচিবা হোবে নি? (বেলার দিকে চেয়ে) হামরা যাছি, দিদিমুনি।

(বেলা ঘাড় কাৎ করে। হালিমের প্রস্থান। মংলিকে চিন্তিত দেখায়)

মংলি : (বেলাকে) তুমরা কাইল এ্যানা আসিবা পারিবেন?

বেলা : কেন?

মংলি : জোলেখার বাপক আর আনা বুঝাবা হোবে। দেখিলেন তো মানুষটার কেমুন মাথা মটা। কিন্তুক তুমরা বুঝালে বুঝিবে মনে হচে।

দুলালি : খালুক ফের কী বুঝাবো, খালা?

মংলি : বেটিটাক ব্যাহা দিবা চাহাচে গে।

বেলা : তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে? কত বয়স?

মংলি : ক্যাত্তো আর হোবে? বারো, না হায় তেরো।

বেলা : এই বয়সে বিয়ে দেবে? নানা রোগে ভুগবে। আঠারো বছর বয়সের আগে বিয়ে হলে মেয়েদের শরীর ভেঙে যায়। এই জন্যই তো গ্রামের মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি হয়। ... ঠিক আছে, আসবো।

মংলি : আরও একটা কাথা বুঝাবা হোবে।

বেলা : কী কাথা?

মংলি : পাকা পায়খানা যুদি করা যায়।

বেলা : সেও তো তোমরই মতো বলবে, টাকা নেই।

মংলি : মোর একজোড়া উপার খাড়ু ছে। বেচে হেনে যুদি করা যায়। আর ...

বেলা : আর কী? বল, জুলে বল।

মংলি : ঐ যে ভি-টি না কি ইসকুল কহচে, উয়ার যুদি মাইকোনাক পেঠায়।

বেলা : মেয়ে তো যাবেই। তুমিও যাবে কেমন? লিখতে পড়তে শিখলে অনেক কিছু জানতে পারবে। ঠিক আছে, আমি একজন সাক্ষরতা কর্মীকেও সঙ্গে নিয়ে আসবো।

মংলি : কিন্তুক ব্যালা ভাটি আসিবা হোবে।

বেলা : কেন, বিকেলে কেন?

মংলি : অঁয় তো কামোৎ নিকলিবে। আইজ কাম ছিলো নি, ঐ তানে বাড়িৎ ছে।

দুলালি : তে আইজে দিদিমুনিক লে চল না খালা।

মংলি : না, না। আইজ নি হোবে। শুনলো নি কমলাবাড়ি হাট যাবে। এ্যানা ধীরে সুস্থে বুঝাবা হোবে।

(দূরে কান্নাকাটির আওয়াজ)

দুলালি : (দূরে তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে) বুলির মা বুলির মা কী হইসে?

নেপথ্যে নারী কণ্ঠে : ছোয়াটা বাঁচিল নাই ... (উচ্চ কণ্ঠে)

দুলালি : (উচ্চ কণ্ঠে) বাঁচিল নাই! বাঁচিল নাই ক্যানে?

(নেপথ্যে নারী কণ্ঠে: উয়াক ভেলে কালে ডংশিছে।)

মংলি : কালে ডংশিলে কাঁহো বাঁচে নি।

বেলা : এই সব অজুহাত। মেয়েটাকে নিশ্চই বিষধর সাপে কামড়েছিলো। ওঝার সাধ্য নেই ওকে ভালো করার।

(প্রবেশ করবে মৃত সন্তান কোলে বুলির মা। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন। বুলির মায়ের একটানা বিলাপ।

বুলির মা: দুলালি, ...ই ....

(কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃতদেহ সহ ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে সে।) ওগে ...

মাগে... ছোয়াটা মরে গেল্ গে ... এ... দিদিমুনিটা হালপাতালৎ লে যাবা কহিসিলো

গে... কাঁহো কাথা শুনিল নি গে ... মাহাৎ মোর ছোয়াটাক মারে ফিলাল গে ... এ ...

(সকলের চোখে জল। ফ্রিজ)

অন্ধ গায়ক গাইতে গাইতে চলেছে ...

(গান চলতে চলতেই পা নেমে আসবে।)

(পর্দা উঠলে দেখা যাবে মংলি ঘর উঠোন ঝেটোচ্ছে। শেষ করে ঘর থেকে একটা মুরগি ধরে এনে উঠোনে বেঁধে রাখছে। চালের খুদ কুড়া খেতে দিচ্ছে। তারপর ঘটিতে জল এনে হাত ধুয়ে নিল। আবার ঘরে ঢুকে শাকের ডালি বের কয়েক শাক বাছতে থাকে। অবশেষে কী মনে হতেই ইতি উতি গলা বাড়িয়ে দেখে ডাকে... জেলেখা, এ মাই জেলেখা...)

ইনটারভ্যু

(মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক)

ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র

পুরুষ চরিত্র:

১. অলোকনাথ এন্ড্রুজ	:	স্কুলের মালিক
২. অমিত্র বোস	:	স্কুলের প্রিন্সিপাল
৩. এমদাদুল হক	:	স্কুল পরিচালন সমিতির সদস্য
৪. বিজন	:	স্কুলের পিওন
৫. অর্জুন গাংগুলি	:	প্রার্থী (উমেদার)
৬. অনীক মণ্ডল	:	ঐ
৭. বেদব্যস কীত্তনীয়া	:	ঐ
৮. সামিরুল রহমান	:	ঐ
৯. সুন্দর মজুমদার	:	ঐ
১০. সায়ন্তন ঘোষ	:	ঐ
১১. সুধন্য দাশগুপ্ত	:	ঐ

স্ত্রী চরিত্র

১২. লিলি মজুমদার	:	স্কুলের অফিস সেক্রেটারি

Music - 1

বাহির- ১

প্রথম দৃশ্য জোন-১

[স্কুলের অফিস রূপ। স্টেজ তিন জোনে বিভক্ত। Front Stage-এ একদিকে টুল নিয়ে বসে পিওন বিজন। অন্যদিকে বেঞ্চে বসে চাকরী প্রার্থীরা। ডিপ স্টেজে সেক্রেটারিয়েট টেবিল। পিছনে পাঁচটা চেয়ার। ফ্রন্ট ও ব্যক বা ডিপস্টেজ জোন অনুযায়ী দৃশ্য ভাগ হবে। বেঞ্চে বসে প্রার্থীরা কেউ বই পড়ছে। কেউ উত্তেজনায় কাঠ। কেউ ভগবানের নাম জপকরছে। প্রথম দৃশ্যে প্রার্থীদের কথোপকথন]

অর্জুন : (পাশের প্রার্থীকে) স্যার!

অনীক : আমি স্যার নই। আপনার মতনই এই স্কুলে হিস্ট্রি টিচারের ইন্টারভ্যু দিতে এসেছি।

অর্জুন : ইন্টারভ্যু কখন শুরু হবে?

অনীক : জানিনা। ভেতরে ইন্টারভ্যু বোর্ডে কে কে রয়েছে তাও জানি না। আপনি থাকেন কোথায়?

অর্জুন : কসবা। আপনি?

অনীক : মুদিয়ালী (অথবা-রথতলা)

অর্জুন : এটাই প্রথম?

অনীক : না-না, হিস্ট্রিতে এম.এ পাশ করবার পর চারবছর বেকার। তা এ চারবছরের সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে সাতটা ইন্টারভ্যু দিয়েছি।

অর্জুন : আমি এগারোটা দিয়েছি।

সুধন্য : দাদা আমি পাঁচটা দিয়েছি।

অর্জুন : (সায়ন্তনকে) দাদা! আপনি?

সায়ন্তন : য়্য আস্ক মী?

অর্জুন : আজ্ঞে

সায়ন্তন : নো আই নেহার ফেস এনি বোর্ড। দিস ইজ মাই ফাস্ট টাইম। ইওরসেল্ফ?

অর্জুন : (অনীককে) সরকারী চাকরীর চেষ্টা করেন নি।

অনীক : আগে করেছি। এ আসলে এখনও করিনি।

অর্জুন : আগে হয়নি কেন?

অনীক : ক্যাচ ছিল না।

অর্জুন : এ আমলে ভালো প্রিপারেশন নিলে পেয়ে যাবেন। ক্যাচট্যাচের দরকার হবে না। সরকার বহুৎ কড়া।

অনীক : সরকার একা দুর্নীতিমুক্ত হলে কি হবে আমরাই ত দুর্নীতিগ্রস্ত। এই স্কুলে ইন্টারভ্যু হচ্ছে। এটাও কি ফেয়ার মনে করেন।

অর্জুন : কারেক্ট। অথচ শিক্ষার নামে ব্যবসা ফেদে সরকারী সব সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে, তলে তলে দুর্নীতি। কত সামলাবে।

অনীক : সামলাবে ঠিক। একটু সময় দরকার।

অর্জুন : সময়ে সাথে আমাদের সহযোগিতাটাও দরকার

অনীক : সেটা ঠিক ...

অর্জুন : দেখুন। এরা এখনও আসার আমলে স্বভাব ছাড়তে পারেনি। ... দেখি আমাদেরও তাল মেলাতে হবে এখন ... তারপর দেখে নেব...

অর্জুন : মানে আমার নাম?

সায়ন্তন : ইয়া!

অর্জুন : অর্জুন গাঙ্গুলী।

সায়ন্তন : গ্লাড টু মীট য়্যু। মাইসেল্ফ সায়ন্তন ঘোষ।

অর্জুন : স্যার! আপনাকে বেশ হোমরা চোমরা মনে হচ্ছে। আপনি নিশ্চয় জানেন ইন্টারভ্যুতে কি কি প্রশ্ন মানে কোয়েশ্চান করবে?

সায়ন্তন : সাটেন্‌লি নট। আমি বলতে পারি না।

(সুধন্য বিজনের কাছে যায়) তাকে দেখে অন্যরা কাছাকাছি ভিড় করে

(বেদব্যস বসেই থাকে)

সুধন্য : স্যার

বিজন : বলুন?

সুধন্য : ইন্টারভ্যু কখন শুরু হবে?

বিজন : স্কুলের মালিক চলে এলেই হবে।

সুধন্য : উনি আসেননি?

বিজন : দেখতেই ত পাচ্ছেন আসেন নি।

সুধন্য : কি করে দেখব। দরজা ত বন্ধ।

অর্জুন : আপনি ত এ স্কুলের শিক্ষক তাইনা?

বিজন : না-আ। ... মানে খানিকটা ঠিক। তবে স্কুলের টীচাররা আমাকে পিওন বললেও; আসলে আমি স্কুলের যাটজন টীচারের থেকে অনেক অনেক বেশী জানি। স্কুলের মালিক অলোকনাথ এন্ড্রুজের চেয়ারের লোক বলতে ত আমিই। আর কিছু?

অর্জুন : আচ্ছা স্যার! কি কি জিজ্ঞাসা করতে পারে?

বিজন : বলব কেন?

অর্জুন : না মানে

(সুধন্য সিগারেটের প্যাকেট বিজনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে)

সুধন্য : আপনি সিগারেট খান স্যার?

(বিজন প্যাকেট দেখে খপ্ করে ছিনিয়ে নিয়ে পটেকে ঢোকায়)

বিজন : খাই। তবে এখানে খাওয়া নিষেধ। ...

(অনীক ওর কলমটা দেয় সুধন্য পকেট হাতড়ে লাইটার টাও দেয়। বিজন জিজ্ঞাসু ঢোকে)

সুধন্য : লাইটার। এক প্যাকেট সিগারেট ম্যানেজ হল ত। ওটা খেতে কাজে লাগবে।

(সায়ন্তন, অর্জুন এসব দেখে পকেট হাতড়াতে থাকে।)

সায়ন্তন : স্যার!

বিজন : এটা কি?

সায়ন্তন : অক্সফোর্ড পকেট ডিকশনারী, ইংলিশ টু ইংলিশ।

বিজন : হু-র-র-র! এসব চলবেনা। অন্য কিছু বের করুণ।

(সায়নন্তন -চাবি খুলে চাবির রিংটা দেয়)

সায়ন্তন : প্লীজ। কিপ্ ইট।

(অর্জুন কিছু না পেয়ে কানে রাখা আশীর্বাদি ফুল বের করে ছিড়ে দেয়।)

অর্জুন : এটা রাখুন স্যার।

বিজন : (হাতে নিয়ে) এটা কি?

অর্জুন : চোদ্দহাত কালী মায়ের আশীর্বাদ ফুল। এটা কানে রেখে যা চাওয়া যায়; তাই পাওয়া যায়।

বিজন : আর না রাখলে?

অর্জুন : ওরে বাপ। হঠাৎ করে রাতে ঘুমের ঘোরে দেখবেন খ্যাচাৎ। আপনার গলা নেমে গ্যাছে।

(ভয় পেয়ে তড়ি ঘড়ি ফুল কানে গোঁজে)

বিজন : ঠিক আছে, ঠিক আছে।

(সামিরুল নিজের পুরোনো পি.ভি.সি সস্তার চটি জোড়া হাতে নিয়ে এসে যেন নিবেদন করে)

সামিরুল: স্যার এটা যদি রাখেন!

বিজন : একটু পুরোনো। তবে চলবে। ওদিকে রাখুন।

অনীক : এবারে বলুন না স্যার; কি কি কোয়েশ্চান করবে?

বিজন : ও হিসটোরির উপর মেলা কিছু করবে?

সুধন্য : না। আপনি কোয়েশ্চানগুলো বলতে পারবেন কি?

বিজন : পারবনা মানে! কোশ্চিন তৈরী রকরে আমিই ত দিলুম পিঞ্চিপ্যালকে। ব্যস! ফটাং-চু।

অনীক : মানে!

বিজন : ফটাং-চু। পিঞ্চিপ্যাল কোশ্চিন বুঝতে পারছেন না।

সামিরুল: কেন? কেন?

বিজন : আরে বুঝবে কি করে? ইংরাজীতে লেখা না! তারপর ফোন তুলে মালিক অলোকনাথ এন্ডুজকে ঝাড়া আধঘন্টা বেমালুম।

অর্জুন : মাত্র আধঘন্টা...

বিজন : একটু কম হয়ে গেল। তাইনা? বেশ ঝাড় একঘন্টা বোঝালুম।

অনীক : আপনি ইংরাজী বলতে পারেন?

বিজন : পারবনা মানে! হোয়াট ইজ ইওর নেম?

অনীক : অনীক মণ্ডল।

সায়ন্তন : মে আই আক্স য়্যু; হোয়াট সর্টস অব কোয়েশ্চানস হ্যাভ বিন সেট আপ স্যার?

বিজন : (একটু ভেবে) খুব বাজে ইংরাজী। এর উত্তর আমি দেব না। ইংরাজী হচ্ছে অনুপম স্যারের। মানে ইংরাজীর টীচার। বলত? এর মানে কি? ইন দি কেস অব কেরোসীন তেল বগলে গ্যাস পোস্ট জ্যাম। ওয়ান শার্টি ফিস টিথ— ক্যালায়েস ফল্‌স অন দা ফুট পাথা। ঘো-ঘো-সাউণ্ডিংস দি দশ চাকাসলরীস। রেশন কার্ড ইউ বি.পি.এল. কার্ড; এণ্ড ভোটার কার্ডস টু অন্তঃদয় কার্ডস টু সিডুল কাস্ট। ডেঞ্জারাস টু ড্যাব ড্যাবাস চোখ্‌স অব কোলা ব্যাঙস। জল জল জলণ্ডিস এণ্ড কমোর টুলিস ফিনিশিট টাচ্‌স দি দুর্গা প্রতিমা। বেদব্যস কীর্তনীয়া খাড়া হাতে ঢোকে। বিজন ভয় পায়।

বিজন : দাদা! আপনি ইন্টার ফু দিতে এসছেন?

(বেদব্যসা সম্মতি)

বিজন : (খাঁড়া দেখিয়ে) ওটা এখানে রাখুন। ওটা নিয়ে ঢোকা নিষেধ।

(বেদব্যস খাঁড়া রেখে বেঞ্চে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে।)

অর্জুন : দাদা, আপনার নাম?

(বেদব্যাস রোষ কষায়িত নেত্রে তাকায়)

অর্জুন : না-না-ঠিক আছে, ঠিক আছে।

বিজন : এণ্ড হোয়েন দি সান ইজ প্রায় ডুবুডুবু আণ্ডার দি বাঁশতলাস। বল। বল এর মানে

কি?

(সবাই নেতিবাচক মাথা নাড়ে। এন্ড্রুজের গাড়ির হন। বেদব্যাস ঢোকে খাড়া হাতে।)

বিজন : এই স্যার এসেছে। যাও যাও বসো গিয়ে। এক্ষুনি ডাক আসবে।

(বিজন ছুটে গিয়ে অলোকের সামনে স্যালুট করে। এটাচি হাতে ঢোকে)

(ভিতরে জোনে আলো জ্বলে। দুটো জোনেই আলো জ্বলে অলোকের কানে হেডফোন। গানের তালে তালে অলোক ঢোকে। ভিতরে ইনটারভ্যু বোর্ডে বসে প্রিন্সিপাল অমিত্র বসু। স্কুল সেক্রেটারি লিলি মজুমদার; সদস্য এমদাদুল হক, শ্রীমন্ত কাঞ্জিলাল। সবাই উঠে দাঁড়ায়। জোন ওয়ান অর্জুন ওরা কথাবার্তা বলছে।)

অর্জুন : আরে! কি কি কোয়েশ্চান জিজ্ঞাসা করবে তা ত বলে গেলো না। দাদা কি জিজ্ঞাসা করবে?

অনীক : আরে ধ্যাৎ আমি মরছি আমার জ্বালায় আমার কলমটা গেল। আপনি ত ফুলের উপর দিয়ে দিব্যি চালিয়ে দিলেন।

সামিরুল : আমার জুতোটার ওটা কি গাছ ঝাকালে পড়ে।

সায়ন্তন : ওহ! মাইরিং! মাই গড! মাই রিং

সুধন্য : আমার এক প্যাকেট ফ্লেক, আর লাইটার।

(অনীকের দিকে তাকিয়ে)

সুধন্য : শালা হারামী।

অনীক : কি বললেন?

সুধন্য : আপনি নন। ঐ পিওন। ইন দ্যা কেস অব কেরোসীন তেল বগলে।

(জোন এক এর আলো নেভে। দুই এর আলো জোর হয়)

মিউজিক -৩

জোন -টু দৃশ্য-২

ভিতর

অফিস ঘর

অলোক : আজ কজন এসেছে?

লিলি : টোটাল ছয় জন আসবে স্যার। এখনও পর্যন্ত পাঁচ জন এসেছে। তবে সুন্দর মজুমদার এখনও আসেনি স্যার।

অলোক : কে সুন্দর মজুমদার?

লিলি : আমার ভাই স্যার। মানে যাকে আপনারা সিলেক্ট করে রেখেছেন।

এমদাদুল: (সাড়মোড়া ভেঙে) আচ্ছা! ক্যানডিডেট সিলেক্ট হয়ে থাকলে, ঝুটমুট এসব ইন্টারভু-এর কি দরকার?

প্রিন্সিপাল: ওটা আপনার ভাববার ব্যাপার নয়।

অলোক : একমাস ধরে খেপে খেপে কতজন ইন্টারভ্যু দিল?

লিলি : দুশো সতেরোজন স্যার।

অলোক : আজকে এই ছয় জনের ইন্টারভ্যু হলেই ত শেষ। তাইনা?

লিলি : তাই স্যার! কারণ যে চাকরিটা পাবে মানে আমার ভাই সুন্দর মজুমদার তাঁর ইন্টারভ্যু ত আজই।

এমদাদুল: আচ্ছা। ক্যান্ডিডেট সিলেক্ট হয়ে থাকলে ঝুটমুট এসব ইন্টারভিউ-এর কি দরকার?

অলোক : ওহ! স্টপ।

প্রিন্সিপাল: আসলে আমাদের স্কুলটা প্রাইভেট হলেও সরকারী নিয়ম মেনে বেশ বড়সড় লোকদেখানো ইন্টারভ্যু নেওয়া দরকার। না হলে কে কখন মামলা করে গোটাটা নষ্ট করে দেবে।

লিলি : (চমকে) না-না-না। না স্যার।

অলোক : আসলে ইন্টারভ্যু নিতে আমার খুউব ভালো লাগে। বেশ ছেলেগুলোকে নিয়ে মজা ঠাট্টা করা যায়। বেশ সময় কাটে। ছেলেমেয়েগুলোকে মুর্গী বানিয়ে মজা করা যায়।

প্রিন্সিপাল: তাহলে স্যার এক এক করে মুর্গীগুলোকে হাজির করানো যাক।

অলোক : হুম। নিন! এক এক করে ডাকুন।

লিলি : ইয়েস স্যার। অনীক মণ্ডল।

(বিজন বেরিয়ে আসে জোন-১)

দৃশ্য-৩

বাহির

জোন-১

বিজন : অনীক মণ্ডল।

সায়ন্তন : উইস য়ু অল দ্যা বেস্ট।

অনীক : ধন্যবাদ।

দৃশ্য-৪

ভিতর

জোন-২

(অনীকের প্রবেশ)

প্রিন্সিপাল: আপনি অনীক মণ্ডল?

অনীক : স্যার।

প্রিন্সিপাল: ইনি স্কুলের মালিক অলোকনাথ এন্ড্রুজ। আমি অমিত্র বোস, স্কুলের প্রিন্সিপাল, ইনি মিস লিলি মজুমদার, স্কুলের অফিস সেক্রেটারি উনি এমদাদুল হক, গভনিং বডির মেম্বার।

(সার্টিফিকেট দেখে অলোককে বলে) এ ইতিহাসে এম.এ. আপনি এম.এ. পাশ?

অনীক : আজ্ঞে স্যার।

অলক : আপনি খুবই শিক্ষিত।

অনীক : না স্যার। হাইস্কুলে শিক্ষকতার জন্য ঠিকই আছে। যাবে বলে ওভার এডুকেটেড না।

প্রিন্সিপাল: উ'হু! এখানে ইংরাজী চলবে না। লিলি?

লিলি : স্যার, ম্যাডাম, মিস্টার, মিস, কাম ইন, মাস্টার এধরনের চালু সম্বোধন ছাড়া এখানে ইংরাজী বলা নিষেধ।

প্রিন্সিপাল: ফরাসী বিপ্লবের তিনজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের নাম বলুন।

অনীক : রাজা ষোড়শলুই, রানী মেরী আন্তোনিয়েত, বিপ্লবী নেতা ম্যাগজিমিলিয়েন রোবসপীয়র।

এমদাদুল: উহু। ইংরাজী নয়। নামগুলো বাংলায় বলুন।

অনীক : স্যার!

প্রিন্সিপাল: আরে এমদাদুল!

অলোক : না, ঠিকই বলেছে ত। ঐ ইংরেজী গুলো বাংলায় বলুন। নাকি লিলি?

লিলি : স্যার এসব ত ফরাসী নাম, নাবের ত আর তর্জমা হয় না। প্রপার নাউনগুলো।

অলোক : অ-অ। ঠিক আছে। ঠিক আছে। নিন জিজ্ঞাসা করুণ।

প্রিন্সিপাল: কি জিজ্ঞেস করব। প্রথম চোটেই মনে হচ্ছে এ ইতিহাসগুলো খেয়েছে। আমরা কিছুই জানিনা। এরপর আমাদের গুলে না খায়।

অলোক : তবে শেষ করুণ। নিন! আপনার ইন্টারভিউ শেষ। বাইরে বেঞ্চে বসে রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করুণ।

অনীক : স্যার।

অলোক : বলুন।

অনীক : আমি কি আশা করতে পারি?

অলোক : কি আশা!

দৃশ্য -৪ জোন-২

অনীক : মানে চাকরীটা কি আমার হচ্ছে?

অলোক : মানে ... চাকরী দেবার ক্ষমতা ত আমাদের নেই। আমরা শুধু ইন্টারভ্যু নিয়ে উর্দ্ধতন কতৃপক্ষকে জানাবো।

প্রিন্সিপাল: মানে গভনিং বডিকে।

অলোক : হ্যাঁ! তারপর তারা সেই প্রস্তাব পাশ করলে, তা যাবে আরও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে। ... সেখান থেকে ডি.এম.। ডি.এম থেকে বিধায়ক। বিধায়ক থেকে সাংসদ। সাংসদ থেকে প্রধান মন্ত্রী, তারপর পর প্রধান মন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি। উনি যদি পাশ করেন তবেই আপনার চাকরী হবে।

অনীক : স্যার! রাষ্ট্রপতিকেই শেষ। আর একটু ওপরে যাওয়া যায় না স্যার?

অলোক : ওপরে? কোথায়?

অনীক : মানে ভগবানের কাছে।

অলোক : (অমিত্রকে) কথাটা কি ঠিক বলেছে?

প্রিন্সিপাল: কে জানে। হতেও পারে।

অলোক : হ্যাঁ! ওখানেও যেতে পারে। এখন আসুন। এরপর কে?

লিলি : বেদব্যস কীর্তনীয়া স্যার।

অলোক : একটু পরে ডাকুন Music-6

দৃশ্য-৫

বাহির

জোন- ১

অনীক : বেরিয়ে আসে। সবাই অনীককে ঘিরে ধরে সবাই।

অর্জুন : কি রকম দেখলেন?

অনীক : চমৎকার। তবে সাইকোলজিটা পড়ে এলে ভালো হত মনে হয়।

সামিরুল: সেরেছে! ওটা ত পড়ে আসিনি।

সুধন্য : সাইকোলজি পড়ে। মানে বুঝলাম না।

ভেতরে: ভেতরে ডাক আসুক তা হলে বুঝবেন।

সুধন্য : বলুন না, কি জিজ্ঞেস করলো?

অনীক : ফ্রেঞ্চ রেভ্যুলেশন নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

অর্জুন : কি করলো।

অনীক : ঐ তিনটে ক্যারাকটারের নাম।

সুধন্য : সেরেছে।

অনীক : কি?

সুধন্য : না কিছু না। দাদা। তিনটে ক্যারাকটারের নাম বলুননা।

অনীক : রাজা ষোড়শ লুই, তার রাণী মেরী আন্তোনিয়েত বিপ্লবী নেতা ম্যাগজিমিলিয়েট রোবপপীয়র।

(বেদব্যাস)

(বিজন জোন ওয়ান বা বাইরে আসে)

বিজন : বেদব্যাস কীত্তনীয়া;

সুধন্য : রাজা ষোড়শ লুই, রাণী মেরী আন্তোনিয়েত, বিপ্লবী নেতা রোবপপীয়র।

(সুধন্য এটা উচ্চারণ করে মুখস্থ করতে থাকে)

(বেদব্যাস যেত ..... অনীক ডাকে)

অনীক : দাদা শুনুন?

(দেবব্যাসকে কানে কানে কিছু বলে। বেদব্যাস মাথা নেড়ে ভিতরে ঢোকে)

দৃশ্য-৬

জোন -২

প্রিন্সিপাল: আপনি বেদব্যাস কীত্তনীয়া?

বেদব্যাস: যথা আজ্ঞা মহাশয়।

অলোক : বেদব্যাস কীত্তনীয়া।

বেদব্যাস: আজ্ঞে মহাশয়।

অলোক : ভজ গৌরাঙ্গ, কহগৌরাঙ্গ। লহ গৌরাঙ্গরই নাম রে। এই গানটির মিউজিক ডাইরেকটর কে?

বেদব্যাস: আমায় মার্জনা করিবেন মহাশয়। ইহা ইতিহাস বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে।

অলোক : ইতিহাসের সাথে পাতিহাসের কি সম্পর্ক?

বেদব্যাস: পুনরায় মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি। উহাদের মধ্যে কোনোরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান নাই মহাশয়। কারণ পাতিহংস প্রাণীবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

অলোক : আর ইতিহাস?

বেদব্যাস: ইতিহাস এক ভূখণ্ড, অথবা মনুষ্য কুল বা তাহাদের সমাজের ইতিকথা।

বেদব্যাস : উহা প্রত্নতানিত্ত্বক, প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিক কালে বিভক্ত।

অলোক: আর ভবিষ্যৎ?

বেদব্যাস : পুনরাবৃত্তির জন্য আবেদন করিতেছি মহাশয়।

অলোক : ভবিষ্যত কালের ইতিহাস কি?

বেদ্যব্যাস: ইহা পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা মহাশয়।

অলোক : মহাশয় মহাশয় করছেন। মহাশয় মানে কি 'স্যার' বলতে চাইছেন?

বেদব্যাস: বিলক্ষণ মহাশয়।

অলোক : আপনি আমাকে মহাশয় মহাশয় বলিয়া ডাকিবেন না। আমি এখন আপনার স্টুডেন্ট। এক স্টুডেন্ট মানে ছাত্রের সাথে শিক্ষক সেভাবে বিহেভ বিহেভ, বাংলাটা হবে কি যেন?

বেদব্যাস: আচরণ।

অলোক : আচরণ করে, তাহাই করিবেন। এবারে বলিতে থাকুন।

বেদব্যাস: অতিশয় ধন্যবাদ। বৎস সকল ইতিহাস শব্দের অর্থই হইলো। অতীতের কথা। ইহা ভবিষ্যত বা ভবিতব্য কোনোরূপ আলোচনা করিতে অপারগ। ইহার অন্তর্ভুক্ত

বিষয় হইলো বিগত দিনের মনুষ্য সমাজের ঘটনা অথবা ঘটনা পরম্পরা, তাহাদের স্থাপত্য, কলা, সমাজজীবন, এমনকি তাহাদের তৎকালীন বিজ্ঞান বিষয়ও আলোচনা করিয়া থাকে।

অলোক : কি বলিলেন যেন? স্থাপত্যকলা?

বেদব্যাস: বিলক্ষণ মহাশয়।

অলোক : উহা কোন জাতের কলা— মর্তমান কলা না সিংগাপুরী কলা না বিচিকলা।

বেদব্যাস: হে অবোধ বালক।

অলোক : উহু। একটু কড়া ধাতের শিক্ষক হইয়া পড়ায়।

বেদব্যাস: অর্থাৎ প্রেম রহিত দৃঢ়চেতা কষায়.... শিক্ষক?

অলোক : বিলক্ষণ।

বেদব্যাস: হে অবোধ বালক! তুমি কি আমার সাথে বন্ধুত্ব সুলভ রহস্য করিতেছ। ইহার বিষময় পরিণতি তোমার সম্মুখে চেতনা চক্ষুতে অবলোকন করিতে পারিতেছো?

এমদাদুল: গোমা সাপের বিষ।

বেদব্যাস: উহার বিষ অপেক্ষা তীব্রতর হলাহল আমার জিহ্বাগ্রে উপস্থিত। তোমাদের সমুহকে বেত্রাঘাতে জরাজীর্ণ পূর্বক ভয়ঙ্কর অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিব। কি ভীতির উদ্রেক হইলো কি?

অলোক: ভিতির উদ্রেক।

লিলি : মানে ভয় পেয়েছেন কিনা?

অলোক : হা-হা। একদম না। বরঞ্চ হাসির উদ্রেক হইলো। আপনার ইন্টারভ্যু... ইনটারভ্যু কি যেন?

বেদব্যাস: সাক্ষাৎকার!

অলোক : হ্যাঁ সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ হইলো। এখন আপনি বিলক্ষণ গো-আউট।

বেদব্যাস: অর্থাৎ নিষ্ক্রমণের আদেশ। হুম। বিলক্ষণ উপলব্ধি হইলো যে বর্তমানে এই স্থান পরিত্যাগ অতি অবশ্য করণীয়। আদেশ শিরোধার্য। আমি কি বাহিরে কাষ্ঠ নির্মিত সাধারণ পঙতি আসনে উপবেশন করিয়া ফলের জন্য অপেক্ষা করিতে পারি?

অলোক : কি

লিলি : বেঞ্চে বসে অপেক্ষা করবে কিনা?

অলোক : বিলক্ষণ, বিলক্ষণ।

বেদব্যাস: অধীনের বনীত নিবেদন এই যে কিছু বলার অনুমতি প্রাপ্ত হইলে সাতিশয় বাধিত হইব।

প্রিন্সিপাল: বলুন বলুন।

বেদব্যাস: বিলক্ষণ উপলব্ধি হইল যে আপনি (অলোককে) ছাত্র হিসাবে একজন অস্থি-বৃশ্চিক।

(বেদব্যাস চলে যায়)

(ওরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।)

অলোক : কি বুললো? বুঝলামনা।

লিলি : অস্থি মানে হাড় আর বৃশ্চিক মানে বিচ্ছু। হাড়বিচ্ছু।

অলোক : হাড় বিচ্ছু। আমি? শালা! Music-8

(দৃশ্যান্তরের সময় জোন টু অর্থাৎ ঘরের ভেতরে দেখা যাবে ইন্টারভ্যুয়ার রা কাগজপত্র দেখছে। নীরব দৃশ্যে কথা বলে)

দৃশ্য-৭

বাহির

জোন-১

(বেদব্যাস বেরিয়ে আসে।)

সুধন্য : কেমন হল দাদা?

(অনীক মুখ লুকিয়ে ফেলে)

বেদব্যাস: শালা, মেরে চোদ্দচাষ করে ফোর্থ জেনারেশনের পিঠের তক্তাখুলে দরজা বানিয়ে ছেড়ে দেবে। কোথায় গেল শালা হারামীর বাচ্চা?

অর্জুন : কার কথা বলছেন?

বেদব্যাস: ঐ যে শালা। যে আমার আগে ইন্টারভ্যু দিয়ে বেরিয়ে এসে আমাকে কানে কানে কলে কিনা— যতটা পারবেন সাধুভাষায় উত্তর দেবেন। এ স্কুলে ইংরাজী, কথ্য বাংলা একদম চলে না। শালা! এই শালা হারামীর সন্তান!

অর্জুন : দাদা-দাদা!

বেদব্যাস : আমি কারও দাদা টাদা নই। (অনীককে ধরে) এই যে এই শালা-সাধুভাষার কি নাম তোর।

অনীক : এহে-হে। ভুল করছেন। আমি নই।

বেদব্যাস: তবে কে?

অনীক : ঐ আমার মতন দেখতে। ওর নাম অনীক মণ্ডল। ওত বলে গিয়েছে।

বেদব্যাস: কোথায় গেল?

অনীক : বাড়ী চলে গেল।

বেদব্যাস: ঠিক ত।

অনীক : তিন ঠিক। ঠিক-ঠিক-ঠিক।

বেদব্যাস: শালা খুঁজে ঠিক বের করবই। Music -9

(সুন্দর মজুমদার ঢোকে। টাই, ইনকরা শার্ট পরা। ঝকঝকে পোষাক। এসে সোজা বিজনের কাছে যেতে যেতে মোবাইলে কথা বলে— ভিতরে লিলিও মোবাইল কানে দেয়।)

সুন্দর : দিদি আমি এসে গিয়েছি।

(ফোন রাখে। বিজন উঠে দাঁড়ায়)

বিজন : স্যার!

সুন্দর : সিট্ ডাউন। সিট্ ডাউন। বোসো।

বিজন : ম্যাডাম ভিতরে ইন্টার ফু নিচ্ছে।

সুন্দর : জানি। ক'জন হল?

বিজন : সবে দু'জন কে মুর্গী বানানো হয়েছে।

সুন্দর : ও কে?

অর্জুন : এ কে?

সুধন্য : মনে হয় স্কুলের মালিক পক্ষের কেউ বা কেষ্ট বিষ্টু কেউ হবে।

(সুন্দর এগিয়ে এসে বেঞ্চের সামনে দর্শকদের দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। সামিরুল উঠে দাঁড়ায়।)

সামরিল: স্যার! বসবেন কি?

সুন্দর : না!

(অর্জুন বিজনের কাছে যায়।)

অর্জুন : ইনি কে স্যার?

বিজন : লিলি ম্যাডামের ভাই।

অর্জুন : ও কি করতে এসেছে?

বিজন : আপনাদের মতন ইন্টারফু দিতে এসেছে।

অর্জুন : লিলি ম্যাডাম কে?

বিজন : আরিব্বাস! এই স্কুলের অফিস ছেকরেটারী।

অর্জুন : ও! তাহলে ত আমরা অলরেডী গান টু মায়ের ভোগ।

বিজন : হিস্‌স্‌। চুউপ! শুনলে আমার চাকরী চলে যাবে।

(অর্জুন এসে সুন্দরের পাশে দাঁড়ায়)

অর্জুন : দা-দা। নমস্কার।

সুন্দর : নমস্কার।

(ওরা গল্প করতে থাকে Music in)

দৃশ্য-৮

জোন-২

অলোক : নেক্‌সট কে?

লিলি : স্যার! আমার ভাই সুন্দর মজুমদার এসে গিয়েছে। ওকে ডাকি?

অলোক : ওকে এখনই ডেকে কি লাভ! ও ত সিলেক্ট হয়েই রয়েছে।

এমাদাদুল: আচ্ছা ক্যান্ডিডেট সিলেক্ট হয়ে থাকলে বুট-শুট এসব ইন্টারভিউ-এর কি দরকার।

প্রিন্সিপাল: ধ্যাৎ। ঘুমোন ত।

লিলি : ওকে, ওকে। ঠিক আছে স্যার। নেক্সট সামিরুল রহমান।

দৃশ্য

বাহির

জোন

বিজন : সামিরুল রহমান!

(সামিরুল ঘাবড়ে শক্ত হয়ে যায়। ঘাম মোছে।)

অর্জুন : জয়গুরু ঘাবড়াবেন না। আল্লা আপনার সাথে আছেন।

সামিরুল: না। ঘা-ঘাবড়াবো কেন? অ-অনেক ইন্টারভ্যু দিয়েছি। দেখবেন মেরে কেটে বেরিয়ে আসব।

(সামিরুল বলে যায়)

অর্জুন : সেরেছে। ঢুকতে না ঢুকতেই যে ঠিক্ ঠিক্ ঠিকন্তি। [Music-10]

দৃশ্য-৯

বাহির

জোন -২

প্রিন্সিপাল : আপনি হিস্ট্রি অনার্স।

সামিরুল: ইয়েস স্যার!

প্রিন্সিপাল: এখানে ইংরাজী চলবে না।

(অলোক শ্রীমন্তকে থামায়)

অলোক: বলতে দিন। ভালো মুরগী। দেখছেন না কেমন কাঁপছে।

প্রিন্সিপাল: আপনার নাম আমিরুল রহমান?

সামিরুল: ইয়েস স্যার।

অলোক : মুজিবর রহমানকে চেনেন?

সামিরুল: ইয়েস স্যার।

অলোক : মুজিবর রহমান ক্লাস সেভেনে ইতিহাসে কত পেয়েছিলেন?

সামিরুল: ইয়েস স্যার।

অলোক : অমিত্র বাবু জিজ্ঞেস করুণ।

লিলি : ঘাবড়াবেন না। স্টেডি হন।

সামিরুল: ইয়েস স্যার।

: স্যার নয়। ম্যাডাম।

সামিরুল: ইয়েস স্যার।

(ওরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। লিলি হেসে দেয়।)

সামিরুল: ইয়েস স্যার।

প্রিন্সিপাল: বলুন ত; বাবর ফেসবুক করত কিনা?

সামিরুল: ইয়েস স্যার।

(সবাই হেসে দেয়)

অলোক : এই ত চাই।

অলোক : আপনি ফেস বুকে তাকে কোনোদিন পেয়েছে?

সামিরুল: ইয়েস স্যার।

লিলি : ইউরোপীয়ান হিস্ট্রিতে মেডিয়াভেল পীরিয়ড কি জন্য বিখ্যাত?

সামিরুল: ই-ইয়েস স্যার।

প্রিন্সিপাল: হোয়াট ননসেন্স!

আমিরুল: ইয়েস স্যার।

অলোক : আপনিত দারুণ র‍্যাপিড ফায়ার করছেন।

সামিরুল: ই-ইয়েস স্যার।

অমদাদুল: আপনি গাধার পিঠে চেপে শিলিগুড়ি যেতে পারবেন?

(কিছুক্ষণ চুউপ)

অলোক : ইয়েস স্যার।

সামিরুল: ইয়েস স্যার।

অলোক : উহু। বাংলাতে বলুন।

সামিরুল: ই-ই-ই-ই—

অলোক : বাংলা-বাংলা-বাংলা-বাংলা

আমিরুল: ই-ই-ই—হাঁ-হাঁ-হাঁ-হাঁয়েস স্যার।

অলোক : (গরম দেখিয়ে) ইয়েস স্যার।

সামিরুল: ইয়েস স্যার।

অলোক: (হাত মোড়া করে) ইয়েস স্যার।

সামিরুল: ইয়েস স্যার।

অলোক : মানে ঐযে গেট। এবারে ইয়েস স্যার।

সামিরুল: (হাত তুলে কাঁপতে কাঁপতে) ই-ই-ই-ই-ই-ই...

অলোক : আরে কি হল! [Music-11]

শ্রীমন্ত : সন্ডাস হবে নাকি?

প্রিন্সিপাল: সেরেছে! কেলেঙ্কারী না ঘটায়। পুলিশ টুলিশ আবার না আসে। এই! জল! জল!

অলোক : বিজন! বিজন!

(শ্রীমন্ত জল আনে। লিলি ভয় পায়। এমাদাদুল ঘুমোয়। বিজন ঢোকে)

অলোক: ওকে ধর।

সামিরুল: ই-ই-ই-ই— ইয়ে-স-স্যা-র-র

(সামিরুল অজ্ঞান হয়ে পড়ে।)

প্রিন্সিপাল: নিয়ে যাও। নিয়ে যাও। জলটল দাও।

(বিজন ধরে বাইরে বের করে) [Music-12]

দৃশ্য-১০

বাহির

জোন-১

অর্জুন : কি হল? কি হল?

সুন্দর : কি হল?

সায়ন্তন : হি সিম্‌স টু বী ভেরী ভেরী টায়ারি।

বিজন : কিছু হয়নি। ইন্টারফু দিতে দিতে ঘাবড়ে গিয়েছে।

সুন্দর : কি হয়েছে ওর?

অর্জুন : হুঁ হুঁ, বললুমনা। ওকে পই পই করে বললুম যে বোর্ডের কোনো আত্মীয়ের নাম বলবেন না।

সুন্দর : আত্মীয়ের নাম? ওর আত্মীয় রয়েছে বোর্ডে?

অনীক : হ্যা। ঐ দাদখানি মোহম্মদনা কে যেন! যে শুধু বসে বসে ঘুমোয়। সে ত ওর নাম বলেছিল।

সুন্দর : আমারও ত দিদি রয়েছে বোর্ডে। লিলি মজুমদার।

অর্জুন : সেরেছে! আপনিও মরেছেন।

সুন্দরা : মরেছেন মানে?

অর্জুন : এই স্কুলের মালিক। ঐযে দীনবন্ধু এড্রুজ না কি নাম।

বেদব্যাস: দেখবেন বসে রয়েছে। বড় বড় মহিষাসুরের মতন ফুল।

অর্জুন : অর্জুন হ্যাঁ। মিহষাসুর। ডেঞ্জারাসম্যান। যদি একবার বলেন যে বোর্ডের উনি আমার দিদি! উনি আমার দাদা, তাহলে চাকরী ত হবেই না। উল্টে ...।

সুন্দর : উল্টে কি?

অর্জুন : সে দিদির নাম বললেই বুঝতে পারবেন। সে ভয়ঙ্কর ব্যপার। ওটা বলা যাবে না।

সুন্দর : এ্যাই। এ্যাই। ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা বলুন না। প্লীজ, আপনার পা ধরছি।

অর্জুন : শুনেছি খ্যাচাৎ, খ্যাচ...

সুন্দর : ওরে ব্বাবা।

অর্জুন : খবরদার। যদি বাঁচতে চান; তাহলে খবরদার ভুলেও দিদির নাম নেবেন না।

সুন্দর : (ঢোকগেলে) দেখি।

বিজন : সুন্দর মজুমদার।

অর্জুন : মনে থাকে যেন।

দৃশ্য-১১

ভিতর

জোন -২

প্রিন্সিপাল: আপনি দেখছি অর্ডিনারি গ্র্যাজুয়েট।

সুন্দর : হ্যাঁ স্যার।

অলোক : মিস লিলি মজুমদার আপনার থেকে কত বড়?

সুন্দর : কোন লিলি?

লিলি : এ্যাই! আমি, আমি।

(ওরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে)

সুন্দর : আপনি কে?

লিলি : এক থাপ্পরে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব। আমি কে!

সুন্দর : ওরে ব্বাবা আমি ঐ ছেলেটার মতন ঘুরতে চাইনা। আপনাকে ত চিনলুম না।

লিলি : সুন্দর।

অলোক : ভালো করে দেখুন। একে কোথায় কোনোদিনও দেখেননি?

সুন্দর : না! মানে দেখেছি— দেখেছি বোধহয়।

লিলি : হ্যাঁ-হ্যাঁ। কোথায় দেখেছিস?

সুন্দর : ঐত। জলঘর হাটে। খুরমা বেচতেন উনি।

লিলি : ই-ই-ই। জলঘর হাটে খুরমা বিক্রী করতুম। হারামজাদা ছেলে বদমাস ডেপো। তোর চাকরির জন্য এনাদের পা ধরতে বাকি রেখেছি। আর বলে কিনা চিনিনা। খুরমা বেচতুম। বদমাশ, ডেপো।

(লিলি চটি খুলে ফটাফট্ সুন্দরকে মারতে থাকে)

সুন্দর : ওরে বাবা। মরে গেলুম। না না খুরমা না-ডিম-ডিম।

লিলি : খুরমা! ডিম!

সুন্দর : না-না-শাক, না ঘুগনি, চপ।

(ইতিমধ্যে প্রিন্সিপাল, অলোক ওরা নিরস্ত করতে চেষ্টা করে)

অলোক: লিলি। লিলি।

প্রিন্সিপাল: লিলি। কি করছ? লিলি লিলি

অলোক: বিজন-বিজন।

(বিজন আসে। প্রিন্সিপাল লিলি ও সুন্দরে মাঝে দাঁড়ায়। লিলি খান্ত হয়। প্রিন্সিপাল ওকে ধরে নিয়ে বসায়। লিলি হাফাতে থাকে।)

লিলি : (হাঁফাতে হাঁফাতে) আমি জলঘর হাটে খুরমা বেচতুম। বজ্জাত ছেলে। এখনও মার্কেটে গেলে ইয়াং ইয়াং ছেলেরা হাঁ করে ড্যাব ডেবিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। উঃ খুরমা বেচতাম।

এমাদাদুল: (হঠাৎ ঘুম ভেঙে) আহাঃ একটু; আধটু খুরমা না হয় বেচতেনই। তাতে ক্ষতি কি?

লিলি : তো-ও-ও-প

(সবাই ঘাবড়ায়)

(বিজন ওকে নিয়ে বের হয়।) [Music-13]

দৃশ্য -১২

বাহির

জোন-১

(বিজন সুন্দরকে ধরে বাইরে নিয়ে আসে। সবাই অবাক হয়ে দেখে। সুন্দর আমিরুলের পাশে দিয়ে ওকে দেখে ওর পাশে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়ে। বিজন ভিতরে যায়)

সায়ন্তন: হোয়াট হ্যাপেন্স?

সুধন্য : ঐয়ে! ইন দ্য কেস অব কেরোসীন তেল বগলে, হ্যাপেনস।

সায়ন্তন : অলরাইট! অলরাইট। হি অলসো সিম্স টু বি

সুধন্য : গ্যাস পোস্ট জ্যাম। বোর্ডে নো বাংলা। বাংলা যদি বলেছেন— গ্যাস পোস্ট জ্যাম।

(সুন্দরকে দেখায়)

বিজন : সায়ন্তন ঘোষ।

(সায়ন্তন স্মার্টলি আউট হয়) Music

দৃশ্য -১২

বাহির

জোন - ২

সায়ন্তন : মে আই কাম ইন স্যার?

প্রিন্সিপাল: আসুন! আপনি সায়ন্তন ঘোষ?

সায়ন্তন : ইয়েস স্যার!

প্রিন্সিপাল: আপনি হিস্ট্রি অনার্স?

সায়ন্তন : ইয়ে স্যার।

প্রিন্সিপাল: হাইসেকেন্ড ক্লাস?

সায়ন্তন : ইয়েস স্যার।

অলোক : সেরেছে! আবার ইয়েস স্যার!

সায়ন্তন : অনি থিং রং স্যার?

অলোক : নো রং। সব সাদা। বর্ণহীন।

প্রিন্সিপাল: আমাদের ক্লাস ফাইভ, সিকস্, সেভেনের ইতিহাস পড়াতে হবে।

সায়ন্তন : নো প্রবলেম। আই ডু এগ্রি স্যারস এণ্ড ম্যাডাম।

প্রিন্সিপাল: এটা বাংলা মিডিয়াম স্কুল। এখানে বাংলায় পড়াতে হবে।

সায়ন্তন: সো হোয়াট? আইক্যান টীচ দেম ইন মাই ওয়ে স্যার।

প্রিন্সিপাল: কিন্তু।

অলোক : (থামিয়ে) বলতে দিন। দেখছেন না আর একটা মুরগী। তা মিস্টার; আপনি বাংলা বলতে পারেন না?

সায়ন্তন : ক্যান! ক্যান স্যার! বাট ইট্স আ বিট ট্রাব্লসাম টু মী।

শ্রীমন্ত : কিন্তু বাংলা ত বুঝতে পারেন বেশ ভালোই।

সায়ন্তন : সিওর স্যার! মাই ড্যাড, মাই মম ইজ বেঙ্গলী।

প্রিন্সিপাল: মানে মা, বাবা বাঙালী! আমি মনে করেছিলুম বৃটিশ।

সায়ন্তন : দেই সে।

দৃশ্য-১২

জোন -২

প্রিন্সিপাল: আপনি দেখছি হালের ফিল্মস্টারদের মতন। করছে বাংলা সিনেমা অথচ টিভিতে ইন্টারভ্যু দেবার সময় এমনভাবে কথা বলে যেন বাংলার বদলে ইংরাজীটাই তাদের মাতৃভাষা নিজেকে মনে করে হলিউডের স্টার।

সায়ন্তন : ওহঃ ! আই লাইক ভেরী মাচ লাইক হলিউট মুভিস। ওহঃ হাট নাইস-উইলস্মিথ, জেনিকার লোপেজ, আঞ্জেলিনা জোলী।

অলোক : ছাত্রছাত্রীদের কিভাবে শিক্ষাদা করিবে?

(সায়ন্তন ভাবে)

অলোক : বিলিতী ভাষাতেই বহুল মিস্টার ব্রিটিশ।

সায়ন্তন : থ্যাঙ্ক য়ু স্যার ডু য়ু মীন দা টিচিং মেথড?

অলোক : মানে?

লিলি : পড়ানোর কায়দা।

অলোক : হ্যাঁ টিচিং মেথড এণ্ড টিচিং ফাঁক।

সায়ন্তন : দ্যা নেম টীচার ইজ আ এব্রিভিয়েশান টি-ফর টেকনিক্যাল। ই-ফর এজুকেটেড; এ ফর অ্যাফেকশনেট, সি-ফর ক্যারাকটার বিল্ডার, এইচ-ফর অনেস্ট এগেইন ই-ফর এনচ্যান্টিং; এণ্ড আর-ফর রেগুলার, দ্যা পার্সন হ্যাভিড অল অ্যাবাভ কোয়ালিটিস ইজ আ পা-আফেক্ট টীচা...। এন্ড আই এ্যাম পজেসে অল দ্যা কোয়োলিটিস মেনসন্ড।

অলোক : মনে করুণ আমরা আপনার ছাত্রছাত্রী। একটু শিক্ষাদান করে দেখান দেখি।

সায়ন্তন : ওহঃ মাইগড ! য়্যু অল আর মাই স্টুডেন্ট?

(প্রিন্সিপাল লিলির দিকে তাকায়)

লিলি : আমরা সবাই ওর স্টুডেন্ট কিনা?

প্রিন্সিপাল: স্টুডেন্ট নয় ভেরী ভেরী বদ, বিচ্ছু হারামী স্টুডেন্ট।

সায়ন্তন : মীন টু সে রোগস?

অলোক : রোগস মানে?

লিলি : বজ্জাতি ! বজ্জাত !

অলোক : হ্যাঁ রোগস মানে বলে রোগস ! টীচারদের রোগ বাধিয়ে দেবে। প্রেসার; সুগার

হাই করে দেবে, পাল্‌স বিট্‌ লো-করে দেবে।

সায়ন্তন : নো-প্রব্লেম। আয়াম ফ্রী অব অল দোজ ডিজিজেস। ... একসেপ্‌ট।

প্রিন্সিপাল: একসেপ্‌ট মানে কি অন্য কোনো রোগ? কি আছে আপনার? হাইড্রোসিল?

সায়ন্তন : নো-নো-স্যার। ইনটেসটাইনাল প্রব্লেম। ওকে! মাই বিলাভেড বয়েজ এণ্ড গার্লস শুড আই স্টার্ট স্যার?

অলোক : হ্যাঁ বুঝেছি। ফরাসী বিপ্লব নিয়ে পড়ান। না দাড়ান। রেডী! স্টেডি, গুড্ডুম স্টার্ট।

সায়ন্তন : হোয়াইল ইংল্যাণ্ড কলোনী ওয়্যার ওকিং টুয়ার্ডস বি কামিং দ্যা ইউ-এস-এ; ফ্রান্স ওজ সাফারিং ফ্রম ইকনমিক ক্রাইসিস; এণ্ড অন ইট্‌স ওয়ে টু ইট্‌স ওন রেভোল্যুশান। বিটুইন সেভেনটিন ফিফ্‌টি ওয়ান এণ্ড সেভেনটিন সেভেনটি ওয়ান, ফ্রেঞ্চ কমার্স হ্যাড ইনক্রিড্‌ড অলমোস্ট এইটফোল্ড।

(ঘুমন্ত এমদাদুলকে লক্ষ করে)

হ্যালো মাই বয়! ইউ সিটিং দা লেফট কর্ণার! ইউ ইউ-স্লিপিং বয়!

প্রিন্সিপাল: এই যে এমদাদুল!

লিলি : (হেসে) ঘুমন্ত বালক।

প্রিন্সিপাল: এই যে ঘুমন্ত বালক ওঠো।

এমদাদুল : কে কে। কি হলো?

প্রিন্সিপাল : মিস্টার হ্যারিসন পড়াচ্ছেন; আর তুমি ঘুমোচ্ছো!

এমদাদুল: (হাইতুলে আড়মোড়া ভেঙে) কোথায় পড়াচ্ছে?

প্রিন্সিপাল: চক্ষু মেলিয়া দেখো।

এমদাদুল: (দেখো) আরে দুর! আমি ঘুমোইনি। চোখবুজে ওর পড়া শুনছিলুম।

সায়ন্তন : ডোঞ্চ য়ু ফীল হোমলি ইন দিস ক্লাস?

এমদাদুল: মানে?

লিলি : ক্লাস ভালো লাগছে কি?

এমদাদুল: ইংরাজীতে পড়াবে নাকি?

শ্রীমন্ত : হুঁ-হুঁ, স্যারের অর্ডার।

অলোক : স্যার! টয়লেট যাব।

সায়ন্তন : হোল্ড অন। হোল্ড অন মাই বয়।

অলোক : বেশ! ধরে রাখলুম।

সায়ন্তন : ভেরী নাইস। ইয়া! ক্যুইন মেরী আন্তোনিয়েত। দ্যা ওয়াইফ অব ল্যুই দ্যা সিক্সটিন।

অলোক : স্যার!

সায়ন্তন : হোয়াট প্রব্লেম?

অলোক : প্রব্লেম ইজ- হিসি! ছ্যার -র-র-র। প্যান্টে হয়ে গিয়েছে।

সায়ন্তন : অলরাইট! আয়া! আয়া-আ!

প্রিন্সিপাল: আয়া ত নেই স্যার। ইউ প্লীজ ছাড়িয়ে দাও দ্যা প্যান্ট।

(লিলি হাসতে থাকে)

সায়ন্তন : হোল্ড অন! হোল্ড অন!

(সায়ন্তন প্যান্ট খুলতে যায়। অলোক ওর মাথায় বোতলের জল ঢেলে দেয়।)

সায়ন্তন: ওয়া! ওয়া! হোয়াট মিসচিভাস!

অলোক : স্যার ষোড়শ ল্যুইয়ের বাবার ভায়ের ছেলের নাতির, শ্বশুরের শাশুড়ির নাম কি?

সায়ন্তন : আই ডোন-নো।

অলোক : তাহলে কিসের হিস্টরি টীচার আপনি? ইতিহাসের এই সামান্য ব্যাপারটাই যদি না জানেন?

সায়ন্তন : ওকে। আই উইল টেল ইউ টু মরো।

অলোক : তুমরো। তুমর যাও। ইতনা কম জানতা।

সায়ন্তন : এই নানা-ওসব বলেনা।

(প্রিন্সিপাল খাতা খোলে দেখে)

প্রিন্সিপাল: ওহো-ইংরাজী, ইংরাজী, বলুন— এটার ইংরাজী কি হবে? এই সেই উষ্ণ প্রস্রবণ গিরি। জলধি পটোল সংযোগে সতত সঞ্চরমান?

সায়ন্তন : পার্ডন?

প্রিন্সিপাল: (কাগজ দেখে) এই-ই সেই-ই উষ্ণ প্রস্রবনগিরি, জলধি পটোল সংযোগে সতত সঞ্চরমান।

সায়ন্তন : (ভেবে) ইট নট রিলেটেড টু হিস্ট্রি।

অলোক : বেশ তাহলে বলুন এটার ইংরাজী কি হবে? বাবরের বিশাল চকচকে কাটের দুগাছি সুরু ক্ষুদ্র পাকা চুলে লক্ষ্যস্থির করিয়া; পৃথ্বিরাজ কাপুর তাহার বর্শা নিক্ষেপ করিয়া; পরম সন্তোষে কপালের স্বেদবিন্দু প্রক্ষালন করিলেন।

সায়ন্তন : (ভেবে) ইটস্ আ টাকমোস্ট বেঙ্গলী।

অলোক : এরাম ! টাক কোথায় ! সোজা বাংলা। কিছু কিছু ইংরাজী বুঝি।

সায়ন্তন : ফাস্ট অফ অল দ্যা এনিমি অব বাবর ওজ ইব্রাহিম লোদি। নট দ্যাট পৃথ্বিরাজ কাপুর। হি ইজ নট এ ক্যরাকটার অব হিস্ট্রি। হি ওজ এ ফিল্মস্টার।

অলোক : এবারে আপনি স্টার হয়ে আকাশে গিয়ে রেজাল্টের জন্য ওয়েট করুন।

সায়ন্তন : আই ওন্ট ওয়েট ! আমি আপনাদের উপহাসের পাত্র নই; যার পরোনাস্তি। আপনারা আমাকে কুকুর বেড়াল মনে করবেন। চাকরি দেবেন না; ঠিক আছে। কিন্তু আমরা আপনাদের মস্করার পাত্র নই। আমার যা শিক্ষাগত যোগ্যতা; তা এখানে আপনাদের কারও নেই। অতএব আপনারাই আমার কাছে কুকুর বেড়ালের মতন।

অলোক : গেট আউট ! আউট !

সায়ন্তন : থামুন ! আউট হয়ে যাচ্ছি। তবে জানবেন; আপনাদের বধিবে যে; গোকুলে বাড়িছে সে।

প্রিন্সিপাল: কি রকম হারামী দেখেছেন। ভালোই বাংলা বলে আমরা ইংরাজি জানিনা বলে হুড় হুড় করে ইংরেজিতে কথা বলে গেল।

অলোক : আরে ইংরাজী বলতে না পারলে অনেকটা বুঝি।

প্রিন্সিপাল: সেত আমিও বুঝি। গাড়োল মনে করেছিলো আমাদের।

অলোক : করাচ্ছি। [Music-14]

দৃশ্য-১৩

বাহির

জোন -১

(সবাই সায়ন্তনকে ঘিরে ধরে)

সায়ন্তন : ভেতরে কতগুলি যাড় বসে রয়েছে। আমাদের এখানে ডেকেছে কেন জানেন ?

সুধন্য : কেন ?

সায়ন্তন : সের্ফ গুতোতে। আরে ! ক্যান্ডিডেড ওদের সিলেক্ট হয়েই রয়েছে। আমাদের এনেছে হাসিমস্করা করে সময় কাটাতে। কোনোদিন শুনেছেন যে বাবরের টাক ছিল ! করিনা কাপুরের ঠাকুদ্দার বাবা; পৃথিরাজ কাপুর নাকি বাবরের টাকে বর্শা মেরেছিলো ! এরপর ত আপনাদের টার্ন। আপনারা পাবেন না এদের উচিৎ শিক্ষা দিতে।

সুধন্য : ওরে ব্বাবা কঠিন কর্ম।

অর্জুন : আমি পারব। সিওর। এর আগে সাতটা ইন্টারভু বোডর্কে ঘোল খাইয়ে এসেছি। সিয়ার্স এণ্ড কুপারের ম্যানেজার হিউস্টন সাহেবের প্যান্ট খুলে পেছনে ফু দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। এরা ত কোন ছার।

সায়ন্তন : ছার মানে?

অর্জুন : এদের হাড় হদ্দের খবর জোগার করে এসেছি। আমার টার্ন আসতে দিন দেখবেন। সম্ভবত এখন এঁর (সুধন্যকে দেখায়) ডাক আসবে।

সুধন্য : সেরেছে।

অর্জুন : যা জিজ্ঞেস করবে স্মার্টলি জবাব দেবেন।

সুধন্য : আরে জানা থাকলে ত জবাব দেব!

অর্জুন : মানে? আপনি ত হিস্ট্রী অনার্স।

সুধন্য : হিস্ট্রীর হ-ও জানিনা।

সায়ন্তন : সে কি?

সুধন্য : মানে? আমি হিস্ট্রি অনার্স নই। ঠেলে ঠুলে তিনবার বি. কম. পাস।

সায়ন্তন : ওরা ত হিস্ট্রি টীচার নেবে। আপনি ডাক পেলেন কিভাবে?

সুধন্য : হিস্ট্রি অনার্সের জাল সার্টিফিকেট দিয়ে।

অর্জুন : জাল সার্টিফিকেট!

সায়ন্তন : কি সাহস আপনার!

সুধন্য : উপায় ছিল না। সংসারে বিধবা মা আর আমি। মা-র শেষ সম্বল হাতের চুড়ি বিক্রী করে জাল সার্টিফিকেট জোগার করেছি। চাকরী টা আমার খুউব দরকার।

[Music-15]

বিজন : সুধন্য দাশগুপ্ত।

(সুধন্য সবার সাথে হাত মিলিয়ে যায়)

দৃশ্য-১৪

ভিতর

জোন-২

অলোক : এঁর নাম কি?

লিলি : সুধন্য দাশগুপ্ত। হিস্টরীতে হাই সেকেন্ড ক্লাস অনার্স।

অলোক : কিন্তু সার্টিফিকেটটা কেমন যেন।

(সুধন্য ভয় পায়)

অলোক : আপনার এই সার্টিফিকেটটা কেমন যেন... (নাকে শুঁকে) কেমন টক টক গন্ধ। কোথায় রেখেছিলেন এটাকে? Music

সুধন্য : (হাঁফ ছেড়ে) ও-ও-স্যার মদের দোকানে। মদের দোকানে রেখেছিলাম।

অলোক : ওখানে রেখেছিলেন কেন?

সুধন্য : স্যার। হাইসিক্যুরিটি দেখেন না, মদের দোকানে চারপাশ কেমন গ্রিল দিয়ে ঘেরা থাকে। দেখবেন সব দোকানে চুরি হলেও; মদের দোকানে চুরি হয়না। তাই ওখানে রেখেছিলাম।

প্রিন্সিপাল: বেশ তাহলে বসুনত ...

অলোক : (প্রিন্সিপালকে থামিয়ে) কোশ্চেন শিটটা দিন।

অলোক : বলুন ত প্রথম এটা কি লিখেছে? কি? (অমিত্রকে দেখায়) কি! পানিপাড়ে।

প্রিন্সিপাল: তাই-ই হবে মনে হয়। কে যে লিখেছে। হিস্ট্রি টীচার মনীশ বাবু তাইনা। কি প্যাচানো লেখা।

লিলি : (দেখে) পানিপথ।

অলোক : হ্যাঁ। হ্যাঁ! পানিপথ। প্রথম পানিপথের যুদ্ধ কে হয়েছিল।?

সুধন্য : কেন-কেন? (মাথা চুলকে) ইসস্ একদম ভুলে গিয়েছি স্যার।

প্রিন্সিপাল: চেষ্টা করুণ! কেন হয়েছিল প্রথম পনিপথের যুদ্ধ।

সুধন্য : পানি! পানি মানে জল। আর পথ ত রাস্তা সম্ভবত রাস্তায় জলাশয় খোঁড়ার জন্য জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে দুই পার্টির মধ্যে যুদ্ধ লেগে যায়।

অলোক : (প্রিন্সিপালকে) কি ঠিক বলেছে?

প্রিন্সিপাল: মনে ত হয় ঠিকই বলেছে।

অলোক : এবারে বলুন; প্রথম পানিপথের যুদ্ধ কার সাথে কার হয়েছিল?

সুধন্য : (ভেবে) কার সাথে কার যেন? কার সাথে কার সাথে? ইস্স এমদম ভুলে গিয়েছি স্যার।

অলোক : চেষ্টা করুণ। চেষ্টা করুণ। প্রথম পানিপথের যুদ্ধ কার সাথে কার হয়েছিল।

এমদাদুল: হিন্দুস্থান; পাকিস্তান।

সুধন্য : হ্যাঁ হ্যাঁ, ইণ্ডিয়া-পাকিস্তান।

অলোক : কি ঠিকত অমিত্র বাবু।

শ্রীমন্ত : ঐ হবে হয়ত।

অলোক : বেশ! ইণ্ডিয়ার রাজা তখন কে ছিল?

সুধন্য : ইস্-স। একদম ভুলে গিয়েছি।

অলোক : ভুললে চলবে না। চেষ্টা করুণ।

সুধন্য : বোধ হয় মহীন্দার সিং ধোনী।

অলোক : আর পাকিস্তানের?

সুধন্য : বোধ হয় সঈদ আফ্রিদি।

অলোক : কি? আমিত্র বাবু?

অমিত্র : ঠিকই বলেছে মনে হয়।

অলোক : আচ্ছা এগুলোর উত্তর লিখে রাখা হয়নি কেন? ধ্যাত। এভাবে ইন্টারভু নেওয়া যায়? হুম। এটা কি লিখেছে ও ইতিহাসকে নীরব সাক্ষী বলা হয় কেন?

সুধন্য : কেন? কেন? ইস্স (মাথা নেড়ে) একদম ভুলে গিয়েছি। এই চোখ ছুঁয়ে বলছি স্যার; জানতুম, কিন্তু হেঁ-হেঁ হেঁ (মাথা নাড়ে)

অলোক : প্রাগৈতিহাসিক যুব বলতে কোন যুগকে বোঝানো হয়?

এমদাদুল: একদম ভুলে গিয়েছি।

প্রিন্সিপাল: আ! থামুন ত।

সুধন্য : না-না স্যার। একদম ভুলে গিয়েছি। চোখ ছুঁয়ে বলছি। স্যার একটা কথাবলি— এখানে দেখছি আমি যেমন কিছু জানিনা; দেখছেন আপনারাও কিছু জানেন না। এসব ভ্যানতারা না করে বরঞ্চ চাকরিটা আমাকে দিয়ে দিন। পরে একসময় এসে ভালো করে ইন্টারভ্যু দিয়ে যাব।

অলোক : হুম। আর একটা প্রশ্ন করব। এর উত্তর দিতে পারলে, যান আপনাকেই চাকরিটা দিয়ে দেব।

লিলি : স্যার! স্যার!

(অলোক লিলিকে থামিয়ে দেয়)

অলোক : প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েকটি প্রাণীর নাম বলুন?

সুধন্য : প্রাগৈতিহাসিক! প্রাগ!

অলোক : বলুন! বললেই চাকরি।

সুধন্য : প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীত। স্যার গরু; ছাগল; হাঁস আর হাঁসের ডিম।

অলোক : কি; অমিত্র বাবু! ঠিক বলেছে?

অমিত্র : মনে হয় ঠিকই বলেছে।

অলোক : (ধমকে) কি বলছেন। কিঠ বলেছে?

অমিত্র : না! মনে হয় না।

অলোক : হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। হল না! হল না! আর হলনা যান! বাইরে গিয়ে রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করুণ।

(সুধন্য যেতে যেতে দাঁড়ায়)

সুধন্য : স্যার! আর একটা নাম মনে পড়েছে স্যার! উদবিড়াল! উদবিড়াল!

দৃশ্য-১৪

বাহির

জোন-২

অলোক : হয়নি, হয়নি, যান বাইরে যান।

সুধন্য : স্যার! একটু ভেবে দেখুন স্যার, উদবিড়াল। উদবিড়াল।

অলোক : আরে ওটা প্রাগৈতিহাসিক যুগে ছিল না।

সুধন্য : না স্যার। ছিলো স্যার! এই চোখ ছুঁয়ে বলছি ছিল স্যার।

অলোক : ওহ! আরে ভাই আমার ঠাকুর্দা ঐ যুগের মানুষ। ওর কাছে শুনেছি ওদের আমলে ওসব বেড়াল টেড়াল ছিল না।

সুধন্য : স্যার, আর দু-একটা নাম মনে পড়েছে স্যার।

অলোক : আঃ! কেন ঝামেলা করছেন। যান ত।

সুধন্য : প্লীজ স্যার! আর একটা চান্স-প্লীজ। স্যার... সিংহ।

অলোক : ওঃ হো!

সুধন্য : খাট্টাস, ভাম, খাসী, বয়লার মুরগী। ডাইনোসরস, ব্রথো....

অলোক : না-না-না-না থামুন।

লিলি : না-না-না-স্যার ডাইনোসরসটা ঠিক বলেনি।

(অলোক লিলিকে থামিয়ে)

অলোক : জানি হয়নি, হয়নি। বলছি ত, আমার ঠাকুরদা বহাল তবিয়তে ছিলেন ও যুগে।

সুধন্য : আমার দাদুও ছিলেন ওযুগে। এই চোখ ছুঁয়ে বলছি স্যার চাকরীটা আমার খুবই দরকার। না হলে পেট শুকিয়ে মরতে হবে। স্যার একটু ভাবুন ডাইনোসরস—

অলোক : রসিকতা করছে নাকি। এরপর দরওয়ান কে ডাকতে বাধ্য হব। যান বের হন।

(সুধন্য থ মেরে যায়। তারপর বের হয়)

অলোক : এই যে এমদাদুল! এখানে যারা আসছে, তারা ত পরীক্ষা দিতে আসছে।

এমদাদুল: হ্যাঁ স্যার।

অলোক : তাকে উত্তরগুলো বলে দিচ্ছেন কেন?

এমদাদুল: কোথায় বললুম?

অলোক : হিন্দুস্থান পাকিস্তানের মধ্যে পানিপথের যুদ্ধ হয়েছিল। এই উত্তরটা বলেননি ছেলেটাকে?

এমদাদুল: ও ঘুমের ঘোরে কি বলতে কি বলেছি।

অলোক : আরে উত্তরগুলো ত আমরাও জানি। বলেছি কখনও। এরপর থেকে আর বলবেন না।

প্রিন্সিপাল: কখনও না। Music-17

দৃশ্য-১৫

জোন-১

(সুধন্য এসে বসে। পাথরের মতন নিশ্চুপ)

অর্জুন : কেমন হল দাদা?

(সুধন্য চুউপ। শূন্য দৃষ্টি)

অর্জুন : কি হল দাদার? দাদা!

অনীক : কি হল, এত চুউপ কেন। দাদা-দাদা।

(অনীক মাথায় হাত রাখে। সুধন্য হাট হাট করে কেঁদে ফেলে)

সায়ন্তন : হোয়াটস্ প্রব্লেম।

(অর্জুন মাথায় হাত রাখতে রাখতে বলে)

অর্জুন : খুলে বলুন ত? কি করেছে ওরা?

(সুধন্য কান্না) Music-18

সুধন্য : চাকরীটা আমার খুউব দরকার। মরা বাবার পেনশান থেকে মাসে মাত্র আড়াই

হাজার টাকা পাই। অন্য কোনো সোর্স অব ইনকাম নেই মা কে নিয়ে কোনো রকম আধপেটা খেয়ে দিন কাটাচ্ছি। মা চলে গেলে পেনশান বন্ধ হয়ে যাবে। না খেয়ে মরব। আপনি একটু দেখুন না। এরা যদি দয়া করে চাকরিটা দেয়। জানি এরা আমাদের চাকরী দেবেনা। তবু দেখুন না, যদি দয়া করে।

দৃশ্য-১৫

বাহির

জোন-১

অর্জুন : উঠুন। চাকরী দেবে কিনা জানিনা। তবে ইন্টারভ্যু নিয়ে এদের বদমাসি বন্ধ করে দেব। এবার আমার ডাক আসবে। আপনারা জায়গা ছাড়বেন না। কথা দিন আমাকে সহযোগীতা করবেন?

(সবাই হাত মেলায়। সুন্দরও উঠে এসে হাত মেলায়) Music

অর্জুন : আমি ভেতর থেকে কোড ব্যবহার করে ডাকব।

সুধন্য : কোড কি হবে।

অর্জুন : প্রথম কোড-হুটু-কুটু-কুটু।

সুধন্য : কি? হুটু-কুটু-কুট?

অর্জুন : হ্যাঁ ওটা শোনামাত্রই (বিজন কে দেখিয়ে) ওটাকে আপনারা স্কার্ফ দিয়ে বেঁধে ফেলবেন।

(বেদব্যস মাথা হেলায়)

অনীক : তারপর।

অর্জুন : সেকন্ড কোড হবে লেধনা। চটকা ছানা, ব্যাস ওটা শোনা মাত্রই হুড়মুড় করে সবাই ভিতরে ঢুকবেন।

অনীক : লে ধনা। চটকাছানা।

সায়ন্তন : বেশ ঢুকলাম। তারপর?

অর্জুন : তারপর কি করতে হবে, তা ভেতরেই বুঝিয়ে দেব। রেডী হয়ে যান।

বিজন : অর্জুন গাঙ্গুলী!

সায়ন্তন : উইস য়্যু অলদা বেস্ট।

অর্জুন : বেস্ট নয়। বেস্ট; বেস্টার; বেস্টেস্ট। একদম মাল ছড়িয়ে দিয়ে আসা...

অনীক : লে ধনাং চটকাছানা। Music-19

দৃশ্য-১৬

জোন-২

প্রিন্সিপাল: আপনি অর্জুন গাঙ্গুলী।

অর্জুন : আজ্ঞে স্যার।

প্রিন্সিপাল: আপনি ত দেখছি হিস্ট্রীতে সেকন্ড ক্লাস?

অর্জুন : আজ্ঞে স্যার।

প্রিন্সিপাল: ফরাসী বিপ্লবের উপর বলুন?

অর্জুন : সতেরোশো উননব্বই সালে এই বিপ্লবের ফলে ফরাসী দেশে....

অলোক: উহু! হাচ্ছে না। হচ্ছেনা ।

অর্জুন : স্যার!

অলোক: মনে করুণ আপনি আমাদের শিক্ষক। আর আমরা আপনার ছাত্রছাত্রী।

অর্জুন : যে আজ্ঞে স্যার!

অলোক: ছাত্রছাত্রী মানে; হাড়বিচ্ছু ছাত্রছাত্রী। মানে পড়াশোনায় বিচ্ছু, দুষ্টুমিতে বিচ্ছু। মাস্টারদের হাড় জ্বালাতে বিচ্ছু। অতএব সেভাবে এদের পড়াতে হবে।

অর্জুন : তাহলে ত স্যার; আমাকে আর একবার শিক্ষক হয়ে এন্ট্রি নিতে হবে।

অলোক: (উচ্চসিত) মানে; নতুন কিছু দেখাবেন কি?

অর্জুন : অবশ্যই স্যার। তাহলে এন্ট্রি নেব স্যার?

অলোক: সিওর! সিওর। (অর্জুন প্রস্থান)

প্রিন্সিপাল: কি করবে মনে হয়?

অলোক: আব জমেগা মজা। নিন ভালো জাতের মুরগী। ইচ্ছেমতন খেলাবো।

(অর্জুন ভল্ট খেয়ে ঢুকে, ক্যাঙ্গারুর মতন স্টেজময় লাফায় আর প্যাঁক প্যাঁক করে ডাকে)

অর্জুন : প্যাঁক। প্যাঁক।

প্রিন্সিপাল: এটা কি?

অর্জুন : প্যাঁক। প্যাঁক।

অলোক: ওঃ! আমীর খানের নিকুম্ভ স্যার?

অর্জুন : প্যাঁক প্যাঁক।

(সবাই হাসে)

অশোক : ?

অর্জুন : প্যাঁক প্যাঁক।

শ্রীমন্ত : আরে-প্যাঁক-প্যাঁক করলে; আমরা ছাত্রছাত্রীরা কি বুঝব। ফরাসী বিপ্লব নিয়ে মানুষের ভাষায় বলুন।

(অর্জুন প্রিন্সিপালের কাছে যায়)

(প্রিন্সিপালের মাথায় হাতবুলিয়ে)

অর্জুন : বাচ্চেলোঁগ। পড়নে কো দিল নেহীলাগতা। না?

প্রিন্সিপাল: ধ্যাত! চুলটা নষ্ট হয়ে গেলো!

অর্জুন : বলত মঁসিয়ে শব্দটা কোন দেশের ভাষা?

প্রিন্সিপাল: বোধহয় রাজশাহী-র ভাষা।

অর্জুন : হলনা! হলনা! (অলোক) তোমার নাম কি বাবা!

অলোক : অলোকনাথ এণ্ড্রুজ!

অর্জুন : দীনবন্ধু এন্ড্রুজ কে হন?

অলোক : দীনবন্ধু! দীনবন্ধু। (মাথা নাড়ে) না।

অর্জুন : অবশ্য তা পারবে কি করে? কারণ তোমার বংশে কেউ কোনোদিনও লেখাপড়ার ধার ধারেনি। বাপ ঠাকুরদা, হোল লাইফ মদের হোলসেলের কারবার করে, দুহাতে পয়সা কামিয়েছে। এখন কেউকেটা সাজতে স্কুলের ব্যবসা শুরু করেছে। তবে আমার কাছে পড়লে, উচ্চমাধ্যমিকে ঠেলে ঠুলে তোমাকে কম্পার্টমেন্টাল পাস করাতে পারব। কেউ বলতে পারবে? বাবারা! মায়েরা?

লিলি : দীনবন্ধু, দীনবন্ধু! বোধ হয় কোনো গরীব মানুষ টানুষের বন্ধু হবে।

(অর্জুন প্রিন্সিপালের মাথায় হাত বুলিয়ে)

অর্জুন : তুমিল বল ত বাছা?

প্রিন্সিপাল: ঠিক পারবনা! পারবে কেন? চেষ্টা কর! চেষ্টা কর!

অর্জুন : (এমদাদুলকে) সোনা আমার। লক্ষ্মী আমার তুমি বল?

এমদাদুল: তুমি বল?

অর্জুন : না! না! তুমি বল?

এমদাদুল: নানা ! না ! তুমিই বল। এই পথ যদি না শেষ হয়। তবে কেমন হত ? তুমি বল তো ?

(এমদাদুল ঘুমিয়ে পড়ে। সবাই হাসে।অর্জুন ঠোটে আঙুল দিয়ে চুউপ করতে ইসারা করে)

অর্জুন : বেশ ! এবারে বল জিদান কোন দেশের ফুটবলার ?

লিলি : ফ্রান্স ! ফ্রান্স !

প্রিন্সিপাল: এটা আমি বলতে পারতুম।

অর্জুন : আইফেল টাওয়ার কোন দেশে ?

অলোক : ফ্রান্সে। আমি গিয়েছিলাম। ৩২ কিমি উঁচু টি.ভি টাওয়ারের মতন লোহার টাওয়ার।

অর্জুন : ফ্রান্সের কোথায় ?

অলোক : রাজধানী...

(অর্জুন থামিয়ে দিয়ে। এমদাদুল ঘুমের মধ্যেই চেঁচিয়ে ওঠে।

এমদাদুল: ধলদীঘি-ই-ই।

প্রিন্সিপাল: সেরেছে ! ঘুমোচ্ছেন ঘুমোন ত ?

অর্জুন : এই যে। কি নাম যেন তোমার ? অক্ষয় কুমার না কি যেন ?

প্রিন্সিপাল: আমি অমিত্র বোস।

অর্জুন : এখানে এসো !

প্রিন্সিপাল: হোয়াই ?

অলোক : আঃ ! যাননা ! এখন ত ও আমাদের টীচার।

(প্রিন্সিপাল নেমে আসে)

অর্জুন : এবার আইফেল টাওয়ার হয়ে দাঁড়াও।

প্রিন্সিপাল: হোয়াট ননসেন্স ! আমি সঙ নাকি ?

অলোক : আহা ! অমিত্র বাবু !

অর্জুন : দুষ্টুমি করে না মানিক আমার। দাঁড়াও বাবা।

(প্রিন্সিপাল আইফেল টাওয়ার হয়ে দাঁড়ায় লিলি,অলোক হাসতে থাকে)

প্রিন্সিপাল: কি হল ?

এমদাদুল : স্যার ! আপনার প্যান্টের চেন খোলা।

প্রিন্সিপাল: হেই ! কোথায় ? না তো ? হেই !

(প্রিন্সিপাল চেন আটকায়। সবাই আবার হাসে)

অলোক : ব্যস ! ব্যস ! মিসটার অর্জুন, স্টুডেন্ট নয়। স্কুলের মালিক হিসাবে অর্ডার করছি এখন একবার কড়া মাস্টার হয়ে দেখান।

অর্জুন : কড়া মাস্টার !

অলোক : হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! বেশ কড়া ! ছাত্রদের ধমক দেবেন। ঝাড় দেবেন।

অলোক : হ্যাঁ। স্ট্যার্ট।

অর্জুন : একটা বেত লাগবে।

প্রিন্সিপাল: ওরে বাবা। মারধোর করবে নাকি।

অলোক : এই যে। স্টার্ট

অর্জুন : (বেত হাতে টেবিলের মারে) হেইও !

(প্রিন্সিপালের কান ধরে মুচড়ে)

অর্জুন : প্যান্টের চেন না আটকে স্কুলে আসো কেন ? জি আর আসবো না ?

প্রিন্সিপাল: আ-আ-আ। লাগে ! লাগে ! লাগে ! । এটা কি হচ্ছে।

অর্জুন : চোওপ ?

প্রিন্সিপাল: না-না-না ! যাব স্যার

অর্জুন : যাবে মানে ?

প্রিন্সিপাল: আমার হার্টের ব্যামো আছে।

অর্জুন : গো ! উঁহু। চেয়ার হয়ে যাও।

অলোক : (হেসে) যান ! অমিত্র বাবু।

অর্জুন : তোমার বাড়ীর চেয়ারটা কি এরকম। যাও ঠিক হয়ে যাও।

অর্জুন : বল ! ষোড়শ ল্যুইয়ের রানীর নাম কি ?

প্রিন্সিপাল: রানী দিয়ে কি হবে ? রাজা ল্যুই ত যথেষ্ট !

অর্জুন : শা-আর্ট-আ-আপ্। কান ধরে মুচড়ে; মুচড়ে; মুচড়ে ছিড়ে; মাছের টোপ বানিয়ে বাজারে ছেড়ে দেব। বল ! কি নাম ?

প্রিন্সিপাল: ইস্স। ছেলেটা বলেছিলো ! কি জানি ! কি জানি ! রানী লক্ষ্মী বাঈ-টাই হবে হয়ত।

অর্জুন : স্ট্যাণ্ড আপ অনদ্যা বেঞ্চ। কি হল ! দাঁড়াও ! উঁহু কান ধরে দাঁড়াও।

প্রিন্সিপাল: এটা পড়ানো হচ্ছে না মস্তানি হচ্ছে।

অর্জুন : চোওপ !

অলোক : দারুণ ! দারুণ ! চলবে ! চলবে !

অর্জুন : চলবে! তুমি বল কি নাম?

অলোক : আমাকে বাদ দিয়ে, ওদের জিজ্ঞাসা করুণ।

(অর্জুন ঠিক করে গাট্টা মেরে)

অর্জুন : কেন? তুমি কোন হরিদাস পাল?

অলোক : এটা কি সত্যি সত্যি মারলেন।

অর্জুন : তাকি মিথ্যা মনে হলো? (আবার গাট্টা মারে)

অলোক : ব্যস্ ব্যস্। এবারে শান্ত নিরীহ শিক্ষক হয়ে পড়ান।

অর্জুন : তুমি তুমি কেহে যে আমাকে অর্ডার করছ শান্ত নিরীহ শিক্ষক হবে।

অলোক : আমি স্কুল মালিক অলোকনাথ এন্ড্রুজ।

অর্জুন : চুউপ ডেপো ছেলে। ফেলুয়া ছেলে। (এঁ স্কুলের মালিক)

অর্জুন : এবার এটা (বেত উচিয়ে) পিঠে ভাঙব। বল! বল! কি নাম?

অলোক : কি নাম! কি নাম! ইস্স। একদম ভুলে গিয়েছি। স্যার স্যার উদবিড়াল, উদবিড়াল। কি যেন নামটা? অমিত্রবাবু?

অর্জুন : ওকে জিজ্ঞেস করছ কেন। (ঝপাং করে বেত মারে)

বদমাস! ডেপো।

অলোক : আরে! এটা কি?

(এমদাদুল এ ফাঁকে লিলিকে জিজ্ঞাসা করে)

এমদাদুল: নি নামটা যেন?

লিলি : জানি না!

এমদাদুল: ধেৎ! জেনে নাওনা!

অর্জুন : হেইও। (বেত টেবিলে মারে) কি হচ্ছে?

এমদাদুল: না! ওর কাছে একটা বিড়ি চাইছিলাম।

লিলি : এ্যাই! আমি বিড়ি খাই?

অর্জুন : হাড্ডি খুলে নেব! (বেত জোরে টেবিলে মারে)

(অর্জুন শান্ত চোখে সবাইকে দেখে! প্রিন্সিপাল আঁতকে ওঠে)

প্রিন্সিপাল: স্যার! আমি ইংরাজির ছাত্র! হিস্টরীর কিছু জানিনা?

অর্জুন : কিসোর ইংরাজীর ছাত্র! মাধ্যমিক ফেল করে মাছের আড়ৎদারিতে ঢুকেছিলে। অলোকের ক্লাসের বন্ধু। সে জন্য স্কুলে নজরদারী চালাতে তোমাকে প্রিন্সিপাল

করে বসিয়েছে।

প্রিন্সিপাল: এটা ত ব্যক্তিগত আক্রমণ।

অর্জুন : চুউপ করে বসে থাকো। নাহলে পিঠের চামড়া তুলে নেব। বলো!

অলোক : কথাটা মিথ্যে বলেনি।

(অর্জুন প্রিন্সিপালের মাথার উপরে বেত তোলে)

প্রিন্সিপাল: দেখুন আমি আপনার বাপ জ্যাঠার বয়সী। আমাকে মারলে আপনার পাপ হবে।

অর্জুন : শাট আপ! নামটা বল বল?

প্রিন্সিপাল: মার্গারেট থ্যাচার নয়ত?

অর্জুন : মার্গারেট ভট্টাচার্য!

প্রিন্সিপাল: হ্যাঁ! হ্যাঁ! মার্গারেট ভট্টাচার্য। ইস্-স্। কি ভুল! কি ভুল! মার্গারেট ভট্টাচার্য।

অর্জুন : (বেত নাচাতে নাচাতে) আয়রে আমার টিয়ে, নায় ভরা দিয়ে।

প্রিন্সিপাল: এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

অর্জুন : চুউপ। (বেত টেবিলে মারে) নিল ডাউন! নিলডাউন!

প্রিন্সিপাল: মস্তানি করছেন?

অর্জুন : বেদব্যাস দা। আপনার ঐ খাঁড়াটা নিয়ে আসুন ত। দাওত।

প্রিন্সিপাল: না-না। যাচ্ছি! যাচ্ছি!

অর্জুন : উঁহু! দরজার ওখানে। কান ধরে।

লিলি : আমি স্যার প্লেন গ্র্যাজুয়েট।

অর্জুন : কি নাম বল?

লিলি : লিলি মজুমদার।

অর্জুন : তোমার নাক কে জিজ্ঞেস করেছে? তোমার বরের নাম কি ষোড়শ ল্যুই। আমি জিজ্ঞাসা করেছি ল্যুই দ্যা সিক্সটিন এর বৌ-এর নাম।

লিলি : পারবনা স্যার।

অর্জুন : স্ট্যান্ড আপ!

অর্জুন : তোদের আর পড়া লেখা হবে না। তোরা একটা যাত্রাপার্টি খোল। (এমমাদুলকে) এটা সাজবে গেদের হনুমান, (অলোককে) এটা মহিরাবণ, (প্রিন্সিপালকে) এরা সাজবে বকাসুর ... (এমদাদুলকে) এ বলে ওয়ার্ড কাউন্সিলার আরে রাজনীতি করতে হলে ভালোবুদ্ধি না থাকলে ত্যাদরামি বুদ্ধি তো দরকার। এটার ঘটে সেটাও

নেই।

অর্জুন : স্ট্যান্ড আপ! এই যে (এমদাদুলকে) ধলদীঘি তুকি বলে হিস্টরীতে অনার্স?

এমদাদুল: (আর মোড়া ভেঙে) ও আগে ছিলুম। এখন আর নেই। গরম টরম পড়ে গেছে ত। শীত পড়লে আবার হবে।

(শীতকালে উল্টো বলবে)

অর্জুন : (বেত উচিয়ে) মাথার টাক ফাটিয়ে দেবে। রানীর নাম কি?

(এমদাদুল একটু ভাবে) তারপর নিজ থেকেই বেঞ্চে উঠে দাঁড়ায়। কান ধরে)

এমদাদুল: আমার মনে হচ্ছিল তাজমহল বেগম। কিন্তু হবে না! আমি সিওর!

অর্জুন : (অট্টহাসি) হা-হা-হা-হা। এরা বলে ক্লাস সেভেনের ছাত্রছাত্রী। দেখবেন এরাই হয়ত কোনোদিন কোনো ইন্টারভ্যু বোর্ডর কর্তা হয়ে হিস্টরী টীচারের ক্যান্ডিডেটদের ইন্টারভ্যু নেবে।

এমদাদুল: আরে ঐটা ত ঝুট মুট ইন্টারভ্যু আসাল ক্যান্ডিডেট ত আগেই সিলেক্ট....

অলোক : এ-ম-দা-দু-ল!

(অলোকের মোবাইলে রিং টোন বাজে একটা বাচ্চার হাসি)

অর্জুন : বন্ধ কর! বন্ধ কর! তোমাদের মোবাইল ফোন গুলো আমাকে দাও। ফটাফট। নাহলে ফটাফট্ এটা (বেত উঁচিয়ে) বলবে।

(অর্জুন মোবাইল নিতে নিতে বলে)

অর্জুন : ক্যুইন মেরী আন্তোনিয়েত। ষোড়শল্যুই এর রানীর নাম-মেরী আজ্ঞানিয়েত।

অলোক : স্যার! বলব।

অর্জুন : বসবে? ওরে আমার হুটু-কুটু-কুটু।

দৃশ্য-১৭

বাহির

জোন-১

(বাইরে সবাই ত্বড়িত উঠে বিজনকে বেঁধে ফেলে। সে সময় সুন্দরও উঠে। উঠে বিজন কে বেঁধে ফেলে) Music

দৃশ্য-১৮

ভিতর

জোন-২

প্রিন্সিপাল: আমার হার্ট খারাপ। কিছু হলে কিন্তু আপনি দায়ী হবেন। (উঠে দাঁড়িয়ে) যথেষ্ট হয়েছে। এবার কেটে পড়।

অলোক : যান। বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করুণ। খুব বাড়াবাড়ি করছেন।

লিলি : বাড়াবাড়ি মানে। অসভ্যতামোর চুড়ান্ত। আমার বাবা কোনদিনও আমাকে জোরে ধমক পর্যন্ত দেননি। বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে তোলা তোলা করে রাখতো।

অর্জুন : চুউপ! আউট!

অলোক : গেট আউট।

অর্জুন : ইউ আউট!

প্রিন্সিপাল: সাহস দেখেছেন!

অলোক : দেখাচ্ছি। আমরা এখানে পাঁচ জন রয়েছি। মেরে হাড়গোড় ইউরিয়া বানিয়ে ছেড়ে দেব।

(ওরা নেমে আসে)

প্রিন্সিপাল: এঁ। কড়া মাস্টার। শালা। কানটা এখন জ্বলছে।

এমদাদুল: আমার জ্বলছেনা।

(ওরা অর্জুনকে ঘিরে ফেলে)

অর্জুন : লেধনা! চটকাছানা।

অলোক : মাস্টার মশাই না। মস্তান মশাই।

(হুড়মুড় করে সবাই ঢোকে। সামিরুল উঠে পড়ে)

অলোক : এরা কারা?

অর্জুন : আপ পাঁচ ত হাম ছও। চেননা তোমাদের মাস্টার মশাই। ইনি সুন্দরবাবু। একবছর আগে কুকুর কামড়ে ছিলো। এখন কুকুরের মতন সবাইকে কমাড়াতে যায়।

লিলি : ওকে কোনদিনও কুকুর কামড়ায়নি।

সুন্দর : ঘেউ ঘেউ ...

(কারে লিলির দিকে তাড়া করে)

লিলি : ওরে বাবা। তোকে কবে কুকুর মাড়ালো।

অর্জুন : ইনি সায়ন্তন বাবু। ইংরাজি পড়াতে পড়াতে সিজিন্যাস পাগল।

সায়ন্তন : ওহঃ! ইয়া। হু ওয়াজ সেক্সপীয়র?

অর্জুন : ইনি সংস্কৃত টীচার। বেদব্যাস পণ্ডিত। এরও মোবাইল টাওয়ার খারাপ। যারতার ফোনে ঢুকে পড়ে। নরবলি দিয়ে সিদ্ধি পুরুষ হতে চান। এক মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দেখা যাক আপনাদের বাশ্চিক পছন্দ হয়েছে কিনা। হলে মন্ত্র পড়ে মায়ের কাছে উৎসর্গ করবে।

অর্জুন : ইনি আমিরুল রহমান। চাকরী না পেয়ে খিদের জ্বালায় যার তার মাংস খেতে চায়ে। ইনি সুধন্য দাশগুপ্ত। অংকের টীচার। ইনি অনীক মণ্ডল। স্টার্ট!

(গোটা স্টেজে একই সাথে এই কর্মকাণ্ড চলবে)

(সুন্দর লিলিকে তাড়া করে- সেজমায় ঘোরে।)

লিলি : এ্যাই তুই না আমার ভাই! ওরে বাবা লক্ষ্মী সোনা! ওরকম করেনা।

অলোক : (মোবাইল খোঁজে) ধ্যাত্তরি। আপনার সেটয় দিন ত। পুলিশ ডাকি।

প্রিন্সিপাল: সেটগুলি ত ছেলেটা চালাকি করে হাতিয়ে রেখেছ।

অলোক : বিজন! বিজন!

অর্জুন : বিজন ভোগাম্মা।

সায়ন্তন : হু ওজ সেক্সপীয়র?

অলোক : জানি না।

সামিরুল: মাংস খাব!

(অলোক কে ধরে)

অলোক : আমি না ওর মাংস ভালো।

প্রিন্সিপাল: ওরে আমার হাই সুগার। আমার মাংস মিষ্টি। মাংস একটু ঝাল ঝাল নোনতা না হলে ভালো লাগে না। ওর মাংস খা।

(আমিরুল সবার মাংস খেতে যায়। অর্জুন সবাইকে মারতে থাকে)

অর্জুন : ইন্টারভ্যু। হ্যাঁ। ইন্টারভ্যুর নামে ছেলেখেলা। এতগুলো অভাবী বেকারের সাথে মস্করা।

(ওরা পালাতে গেলে সুধন্য আর অনীক আটকায়। ওদের হাতে লাঠি।)

প্রিন্সিপাল: মাংস খাবে। মামদোবাজী নাকি। এটেম্পট টু মার্ডারার।

আমিরুল: একটু সসা হবে। হা-হা-মাংস খাব।

(ইতিমধ্যে এমদাদুল টেবিলের তলায় লুকিয়ে পড়ে)

অর্জুন : আর একটা ছিলো। গেল কোথায়? এই যে বলদীঘি?

এমদাদুল: আমি এখনো টুকি!

(অর্জুন ওকে টেনে বের করে। সায়ন্তন, অলোককে ধরে সামিরুল তারপর অলোকের কাছে যায়। ওর হাতে কামড় বসায়।)

অলোক : আ-আ-আ। প্লীজ থামুন। থামুন। থামুন। আপনাদের সবার চাকরী হবে।

(সবাই চুউপ)

অর্জুন : কি বললেন?

অলোক : আপনাদের সবাইকে চাকরি দেব। হ্যাঁ স্কুল টীচারের চাকরী দেব।

প্রিন্সিপাল: কি বলছেন?

অলোক : ঠিকই বলছি। আমার চোখ খুলেছে অমিত্রবাবু। আত্মীয় স্বজন, নেতামন্ত্রী, আমলাদের খুশী করতে করতে আমি স্বার্থপর হয়ে পড়েছিলাম। পশু হয়ে গিয়েছিলাম। একবারও ভাবিনি এ ছেলেটার কষ্ট। এর মায়ের দীর্ঘশ্বাসে বাবার টেনশান। এবার একটা ভালোকাজ করব। আপনারা কজন রয়েছেন?

অর্জুন : ছয় জন স্যার।

লিলি : স্যার! আমার ভাই।

অলোক : ওরও হবে। (সুন্দরকে) এবার কিন্তু বোলো না।

অলোক : দিদি জলঘর হাটে খুরমা বেচত।

প্রিন্সিপাল: কিন্তু স্যার ভ্যাকান্সি একটা সবাইকে চাকরী দেবেন কি করে।

অলোক: লিলি! এ জেলায় আমাদের কয়টি স্কুল।

লিলি : নয়টা স্যার।

অলোক : রাজ্যে?

লিলি : সতেরোটা স্যার।

অলোক : এই স্কুল, জাহাজের ব্যবসা, মদের ব্যবসা, হিমঘর, বাড়ীভাড়া, অফিস ভাড়া থেকে আমার মাসে প্রায় তিন কোটি টাকা আয়। এ ছয়জনকে চাকরি দিলে মাসে আর কত লাগবে? কুড়ি হাজার করে বেতন হলে দেড় লাখও নয়।

প্রিন্সিপাল: ভ্যাকান্সি তো একটা।

অলোক : কিসের একটা। জেলার ন'টার মধ্যে সাত জায়গায় সাতজনকে দিয়ে দিন।

লিলি : কিন্তু স্যার এরা কি ক্লাস নেবে?

অলোক : সব ক্লাস নেবে। ক্লাস ফাইভ, সিক্সসের অংক, ইতিহাস, বাংলা, ইংরাজী যে কোনো প্লেন গ্যাজুয়েটই পড়াতে পারে। নিন দেরী করবেন না। এপয়েন্টমেন্ট লেটারগুলো টাইপ করতে শুরু করুন।

লিলি : এখনই।

অলোক : হ্যাঁ আমি সই করে এদের হাতে হাতে দিয়ে তারপর যাব।

সুধন্য : আমি কি স্বপ্ন দেখছি।

(সবাই অলোককে ঘিরে ধরে। লিলি টাইপ করতে থাকে।)

অর্জুন : স্যার আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।

অলোক : আরে না-না। আপনাদের জায়গায় থাকলে আমিও তাই করতুম। যান-লিলির কাছে গিয়ে নাম ধাম ঠিক করে বলুন। টেস্টিমোনিয়াল মানে সার্টিফিকেট গুলো দেখান। তাড়াতাড়ি টাইপ সারতে হবে।

সুধন্য : কিন্তু স্যার আমার সার্টিফিকেটটি

অলোক : জানি টক্‌টক্ গন্ধ। মদের দোকানে ছিলো। আসল সার্টিফিটেকটাই ওখানে দিন। জালটা ছিড়ে ফেলুন। যান।

(এমদাদুল এগিয়ে আসে)

এমদাদুল: স্যার! আমার সার্টিফিকেটটাও জাল। মানে হিস্টরী অনার্সের সার্টিফিকেট ওর সার্টিফিকেটাও জাল। (প্রিন্সিপাল)

অলোক : ঠিক আছে। আপনাদের সার্টিফিকেট দুটো মদের দোকানে পাঠিয়ে দিন।

(ফ্রিজ হয়। মিউজিক ইন। টাইপের শব্দ আলো নিভে আসে)

জলপোকা

(মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক)

জিষ্ণু নিয়োগী

প্রথম দৃশ্য

(ওদের নিজর ভাষায় শহরে কথা ঢুকে এক জগাখিচুড়ী ভাষা আজ ....)

মুরারী : (নদীর দিকে বসে) কেডা যায়?

হারান : আমি কাহা হারান।

মুরারী : কোন্ থনে অ্যাইলা?

হারান : কেন্ কাহা, আমিতো এহন মিলোৎ কাম করি। তা তুমি এতো বেলায় এহানে বইস্যা কি করো?

মুরারী : কি আর করি, নদীর চলন দেহি— অ্যারে হারান, এড্ডু বইসনা ক্যা। বুঝি তোমাগোরের কাম আছে, কিন্তু আমাগোরেক যে এক্কেরেপাত্তাই দেওনা! য্যায়ো য্যায়ো — এই দুনিয়ার কেউ কি কারে জোড় কইর‍্যা আটকাইতে পারে। আসুলে— তোমাগোড়ে দ্যাখলে মনের দুটা কথা কহন যায় তাই—অমূল্য ভাল আছে?

হারান : ঐ আছে কাহা, তুমার ঐ ত্যালপরা লাগাইবার পর থিক্কা এহন উইঠ্যা বইসবার পারে। ব্যাদনাডা আছে। তবে আগের চাইতে কম।

মুরারী : হ- হামাগোরের তো সময় হইয়্যা অ্যাসলো। এহন তার ডাকের উপেক্ষা! সত্যি কই— ত্যারএ বুঝা বহন যায় না—

হারান : ওকথা কও ক্যান? তুমরা হইল্যা গিয়া সংসারের বটগাছ তোমাগোরের পর, ঐ যে দ্যাখছাও না— ঝুড়িউলা-আমরা হইলাম গিয়া তাই।

মুরারী : সিড্যা বোঝো? তুমার বাপের কপালডা ভালো, বোঝনদার ছিল্যা পাইছে। আজের ছিলা-পুলারা ভাবে বুড়ারাই যতো জঞ্জাল। (দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে)

হারান : বুইঝবোনা ক্যান? কাহা আমি যিড্যা কই শুনো, এহন ঘরে যাও, অনেক ব্যালা হইছে—

মুরারী : হারানরে নদীডারে দ্যাখছাও! কেমন মরা সাপের মতো পইর‍্যা থাকে না? নরেওনা-চরেওনা, অথুচো এই আত্রাই মা আমার কতুজনের প্যাটের ক্ষুধা মিটাইছে কও?

হারান : সিডা ঠিক— তবে কাহা, তহন কিন্তু ম্যানুষ কম ছিলো। নদীরজল ছিলো, এহন

তো নদীক ম্যানুষ নর্দমা বানাইছে। বাড়ী-ঘরের জাই-জঞ্জাল-পিলাসটিক ফিল্যা নদীর চলন বন্ধ কইরছে, নদীও গুমোঠ হইছে— তুমি আত্রাই কও, সিদিন মিছিলেৎ কুলকাতায় গিছিল্যাম— এহই দশা, উশালারা গঙ্গাক 'মা' কয়— আর যুতো নুংরা নিয়া য্যায়া ফ্যালে ঐ মা গঙ্গার বুকে!

মুরারী : শিক্ষিত মানষের মুখ্য মানসের মত কামক্যান করে?

হারান : সিদিন বলে, পেপারেত দিছে— মালিক পইরত্যাছিল, শুইনল্যাম— ত্রিশ সালের পর, মানুষ বলে খাবার জলই পাবে না।

মুরারী : জলরে নিয়া ম্যানুষ যা করে— সিডাই তো কই দাঁত থ্যাকইতে দাঁতের মূল্য দ্যায়না কেউ। জলরে নিয়া তাচ্ছিল্য কইরব্যা, জল তুমাগোরে বুঝায় ছ্যাইরবে। তার মুখ গুমুঠে দুষ কুথায়ে—? কইয়্যা দিলাম দেহ, একদিন ম্যানুষ চিতা ধোয়াবার জল পাবে না। ঠিকই তুমার কথা— জল থ্যাকলিই তো মাছ? সব ক্যামন যেন হইয়া গেল না— হারান?

হারান : ন্যাও একডা বিড়ি খাও।

মুরারী : দ্যাও অ্যাডা। ভয় হয় হারান, আমাগোরে এই জগতটাই দিখব্যা একদিন ব্যাজাত হইয়া গ্যাছেগিয়া। নদীত জল নাই, জলে মাছ নাই, অ্যাডা জলপুকা সেও জলডায় বসে না। এরপর আমাগোরের ছেলে-পুলেরা কি কইরবে? ওর থনেই যতোভয় হয় বুইঝলা না?

হারান : না! উঠি কাহা উসব চিন্তা কইরা কি কইরব্যা? ইডাতো তুমার-আমার হাতে নাই, কপালের যা লিখন আছে, সেই মাফিকই চইলব্যার হবে। যাও এহন বাড়ী যাও অ কাহা কিন্তু কোহানে?

মুরারী : উডার কথা কও, দেহ চোয়ানি গিইলব্যার বইসছে কুথাও। উয়ার সাথে কতকগুলা জটিছে হালার পো হালারা উশালাদের কামই হচ্ছে উন্যের ত্যাস মাইরা খাওয়া। কতো বুঝাইছি— মা মরা উই হালাডার জনাই যতো চিন্তা!— মনে কইরছিলাম বিহা দিলে—ঘরে আটকে যাবি— না তার কোন জ্ঞানই নাই। সকালে দাউনে যে কডা মাছ প্যাছিলো উই ট্যাহা নিয়াই নিশার পিছনে ঢ্যাইলবার গিছে দেহ।

(হারানের প্রস্থান)

যতুন : (মুরারীকে দেখে) ক্যা ম্যাশা চান খাওয়া হইছে?

মুরারী : না যতুন না। এতোক্ষণে তুমি দোহান বন্ধ কইরল্যা! ও চুটায় ব্যাবসা কইরত্যেছো না?

যতুন : না, আজ দেরী হইলো, বড়ো বাজারে মাল আনবার গেছিলাম। ম্যাশা বিশু কোয়ানে?

মুরারী : তুমি তো সবই জানো— কোয়ানে যায় সে, উডাক নিয়া আর ভ্যাইবতে পারিনা। আসার পথে দিখল্যা নাকি জানোয়ার ডাক! (লাম্পট্যের আভাস পেয়ে শুরুতে খোঁচা দিয়ে পরে হাল্কা হয়)

যতুন : না ম্যাশা, উন্যাদিন তো ঐ নিমতলায় বইসা থাকে। যাও আইসবে ঠিক— অতো চিন্তার কিছু নাই।

মুরারী : ঠিক্! তুমার চিন্তা নাই— বাপ হও বুইঝবা। দেহ ঘরে যদি এমন এক জন্তু থাহে। কুথায় শালা এই সময় একটু সোয়াস্তি দিবে। তা-না উয়ার লগেই সবার যত চিন্তা।

(মঞ্চে আলো নিভে আসে)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মুরারী : কোয়ানে গিছিল্যা?

কৌশল্যা: যতুনদার দুকানে। (চেক কমদামী শাড়ী, কোমরে চাবির গোঁচ, শরীরে মলিনতা)

মুরারী : কি কয় হালা, চাউল বাঁকী দিবে? যা চামার একখানা।

কৌশল্যা: দিবে, তুবে বুধবারের মধ্যি ট্যাহা শোধ দিবার ল্যাগবি।

মুরারী : তা, দেওয়া যাবি— মঙ্গলের হাট কইর‍্যা। নুনডা নিও, আর এক মুইঠ্যা বিড়ি আর দুখান ম্যাচবাতির বাক্স নিতে ভুলনা কইল।

কৌশল্যা: খাবার থ্যাইকলো, আমি মালগুলা নিয়ে আগি গিয়া।

(কৌশল্যা ঘর থেকে এক হাতে, বাজারের ব্যাগ, অন্য হাতে-কড়ির আলে মুড়ি নিয়ে আসে)

বিশু : কি বুড়া ডালি বানাওয়ে? দাও ত্যামাক দ্যাও। ইডাদিয়াপেট ভরবি?

(কৌশল্যা চলে যাবার একটু পরে বিশু নেশা খেয়ে টলতে টলতে মুরারীর সামনে দাঁড়ায়)

মুরারী : (ডালি কেড়ে নেয়) অনেক কইরেছো, জুয়ান বউরে ঘরে ফিলা চোয়ানী, মদ গিল্যা ব্যারাইলেই হবি, উয়াতেই তো প্যাট ভরবি!

বিশু : তোমার ব্যাটার বউ কোয়ানে? (মাতালের জড়তা চোখে মুখে)

মুরারী : কোয়ানে আবার চাউল ধার কইরবার গ্যালো। তো পয়সাগুলা কি কইরলা? না— সবই গিল্যা আইছো? (বিরক্ত হয়ে)

বিশু : বড়ে বহো যে— কডা মাছ ছিলো? তিন খান রিঠ্যা আর ছয়খান ছোটো ছোটো ব্যাম। এই নাও তুমার ট্যাহা (কয়েকটা খুচরো টাকা মুরারীর সামনে ফেলে)

মুরারী : এই কহান ট্যাহা দিয়া কি হবি? বোঝো ঘরে জুয়ান বউ? তুমি না একড্যা পুরুষ মানুষ! জুয়ান বউরে দিয়া মাল বাঁকী করাইতেছো? কতবার তহন কুলাম— বিশুরে ও বিশু পড়না বাবা, পড়না। অমলডাও কুতোবার কলো কাহা ইডারে পড়াও, এহন ইস্কুলে খ্যাবারও দেয়— অসুবিধা হবিনা, শুইনল্যানা। দেখছো-নিতাই এর ব্যাটা চাকরী পাইছে।

বিশু : এক্কেরে চড়ায় দিল নিশাডা। (ধীর গলায় মুরারী উদ্দেশ্যে) আমারে পড়ায় কি কইরত্যা? তুমারে না, কতুবার কইচি পড়াশুনা আমাগোরের জন্য নয়। শালা কতু বি.এ., এম.এ পাশ কইরে আজ (লগে) শহুরে TOTO চালাইতেছে পড়ায় কি হতাম? ডাক্তার না মাস্টার? নিতাই কাহা জমি ব্যাচছে, ছয় লাখ দিয়া— তারপর ঐ বরুণের চাকরী। ইছাড়া রাতের ধান্দাতো আছেই— খবর আমিও রাহি।

(কৌশল্যা ও কৌশল্যা দুইবার ডাকে তারপর) ও বুড়া তোমার ব্যাটার বউ কোয়ানে গেল?

(মুরারী বিশুর এ প্রশ্নের উত্তর জানে না তাই)

(অর্থ রসদহীন পিতা তাই এরাতে কথা ফোরায়)

মুরারী : আয়-আয়-আয় (পাখিদের উদ্দেশ্যে মুড়ি ছড়ায় ওকাকে আসলে ৬ লাখের কোন উত্তর মুরারীর কাছে নেই। তাই পাখিদের খাবার ছড়ানোর উদ্দেশ্যে কথা ঘোরায়)

কৌশল্যা: (কৌশল্যা রাগ নিয়ে ঘরে ফিরতেই-সামনে বিশুকে মাতাল অবস্থায় পায়, হাতে বাজারের ব্যাগ—) আবার গিল্যা আইছো? তুমি একখান মানুষ? ঘরে বুড়ো বাপ-জুয়ান বউরে রাইখ্যা, কি মুরদ আমার, মদ গিল্যা আইলো রে!

বিশু : অ্যাই মাগী (বাবার সামনে মাগী বলে কপট জিভ কেটে) তুর কী রে? তুর বাপের পয়সায় মদ খাই। ছোট মুহে বড় কথা হইতেছে না?

মুরারী : ঐ তুরা চুপ করবি! দিব্য ছিলাম, এহন নিশা করে (সাংসারিক যন্ত্রণাক্লীষ্ট) অ্যাইসা ডাইলক দিত্যাছে। যাও জুয়ান বউ ধার কইরে চাউল আনছে, খ্যায়া সুখের নিদ্রা যাও। ঘুম থিক্যা উইঠ্যা আবার যায়ো গিলবার। আমার ঘরের যত উলডা পুরান— ভাতার কুথায়-জুটাবে ভাত। মাগী আনে চাউল ধার (স্বগোক্তির মতো)

(হঠাৎ পড়াতে মাইকে ঘোষণা শোনা যায়, আজ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় হালদার পাড়ায় নাট মন্দিরের যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হইবে... যাত্রা— 'নিমাই সন্ন্যাস' মুখ্য ভূমিকায় (চরিত্রে) অভিনয় করবে কলিকাতার বিখ্যাত নট্ট শ্রী যতীন দাস, বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্যামলী দাসী। টিকিটের হার মাত্র— ১০/- টাকা এবং ১৫/- টাকা, আমাদের আসন সংখ্যা সিমীত।

মুরারী : (কান খারা করে একহাত দিয়ে এক কান বন্ধ করে মুরারী শুনে — একা-একাই বলে) হ-হ-যতীন দাস— আমাগোরের বীরেন হালদারের 'নিমাই সন্ন্যাস' তো দেহইনি। শালারা কি বুইঝবা— ঐ গলা শচীমারে জরায় ধইরে কাঁদতো যহন— আহারে বিখ্যাত মানুষ ছিল অ্যাডা— হামাগোরের যমুনার দুই তীরে বাউন্দি, জয়নগর, মরচ্যাপড়া, বারানাকালা, দীপপুর কুরশী, গালা, কৈটোলায় গোটা সিরাজগঞ্জ মেলায় দাপায় ব্যারাতো মানুষডা। যমুনার দুই তীরেরই কি নাম তার। যতীনদাস মারাইত্যাছে।

(আলো ধীর লয়ে নিভে আসে)

তৃতীয় দৃশ্য

কৌশল্যা : কই যতুনদা— যতুনদা কোয়ানে তুমি?

যতুন : কৌশল্যা না? হাত আটক আছে গো, খারাও— কতো ট্যাহা আনছো?

কৌশল্যা: ট্যাহা তো বুধবারে দিব কইছিই—

যতুন : এই— কৌশল্যা ভিতরে আইসো না ক্যান— (যতন দোকান থেকে মুখ বের করে, কৌশল্যাকে ভিতরে ডাকে, কৌশল্যা যতুনের মতলব ভালো ভাবে বোঝে না।)

কৌশল্যা: তুমারে না একবার কইছি বুধবারে ট্যাহা দেওয়া যাবী— চিন্তা কইরোনা, ফির খোঁচা দিত্যাছো। (ক্ষোভ অপমান)

যতুন : আচ্ছা-আচ্ছা বাবা ট্যাহা পরে হবি। (অহেতুক বস্তা, টিন, বয়াম, নারাচারা করে) ওই টুলখ্যান ট্যাইনা নিয়ে বইসোনা ক্যা। বিশু কোয়ানে?

কৌশল্যা: উডার কথা কও সকালে খালি প্যাটে চা, গিলা, হাত জাল নিয়া ব্যার হলো— দেহ কহন বাড়ী ফেরে। বাপডা— আমার মইরে গ্যাছে কওন ঠিক নয়— এমন এক পুরুষের থনে বিয়্যা দিলো ... (বিরক্ত)

যতুন : ঠিহি বিশুডা সত্যিই মানুষ হসনা। সিদিন তুমার শ্বশুর মশাই দুঃখ কইরত্যাছিল।

অ্যাতো নিশায়ে ক্যান করে বোঝান যায় না। সত্যিই তুমারে দ্যাখলে না আমার চোহে জল আইসে! (ধীরে ধীরে লম্পটের পরিবেশ তৈরি করে)

কৌশল্যা: ন্যাও-ন্যাও — অনেক দরদ দ্যাহাইছো— বাব্বা ট্যাহার জন্য তুমি যা করো— তুমি যা চামার!

যতুন : (বড় কাঁচের বয়ামের চানাচুর কৌশল্যাকে তুলে দিতে নিয়ে যতুন বলে) একদম নতুন কোম্পানীর মাল— শিবমার্কা-একটু চ্যাইহা দেহ।— কি মচ্‌মইচে না? (ধীরে পায়ে যতুন কৌশল্যার দিকে এগিয়ে গিয়ে— কৌশল্যার কাপড়ের আঁচল টা নিয়ে টাকা বাঁধতে বাঁধতে বলে।) এই ট্যাহা কখ্যান তুমি রাখো। এহন কি লাগবি কও? দেহ কৌশল্যা, চামারেরও হৃদয় থাকে— বুইছ্যাওনী। এই লজ্জা কিসের? ক্যামনে লাগে আমার ছোঁয়া? বিশুর সোহাগের চাইতে কম, না বেশী? থ্যাক্ ছারো— এহন কি ল্যাগবে কও? (একটু লজ্জা, দ্বীধায়, কৌশল্যা) চানাচুরের শেষ স্বাদটা জিভ দিয়ে মুখের কোনা কাঞ্জি থেকে নিতে নিতে কৌশল্যা বলে—)

কৌশল্যা: অনেক হইচে নাও, এহন জিনিস দাও?

যতুন : কি-কি নিব্যা বইলব্যাতো? তোমাগোরের মাল দিবার লগেই তো বইসা আছি।

কৌশল্যা: (মুখস্তের মতো করে বলে) চার কেজি চাল, দুইশো মটরের ড্যাল-আর আর এক মুইঠ্যা বিড়ি দুই খান ম্যাচবাস্তিব ব্যাস। (সুযোগের সদ-ব্যবহার)

যতন : দেহ কৌশল্যা, ইসব কথা কাউরে কইওনা কোইল। শুনো এহন থিক্ক্যা-তুমার যহন যা ল্যাগবি— আমার কাছে আইশো— ব্যাইদবেনা। তবে লুকজন, খদ্দের দেইখ্যা আইসো হ্যাঁ। আর শুনো ইডা তুমি— (সাবান) মাইখো, আর এই টিপ-এর পাতাখান ধরো। একটু স্যাইজা-গুইজো না থাকলে হয়?

(কৌশল্যা অবিনস্ত গায়ের শাড়ি ঠিকঠাক করে নিয়ে দ্রুত পায়ে চলে যায়। কিছুটা পলায়ন মনোভাব)

চতুর্থ দৃশ্য

মুরারী : (কৌশল্যাকে দেখে বলে) কি চ্যাল দিলো?

কৌশল্যা: হ-অ্যাইনাও তুমার বিড়ি, আর ম্যাচবাত্তি।

(অপরাধ আঁড়াল করতে চায় কৌশল্যা)

(ঘরে ঢুকে আঁচলের টাকা পয়সা খুলে মাটির হাঁড়ীত রাখে তারপর উননে, ভাত

চড়িয়ে-স্নানের উদ্দেশ্যে নদীর দিকে রওনা হয়। যাবার সময় যতুনের দেওয়া গন্ধ সাবানটার খোসটা খুলে বারবার গন্ধটা শুকে কৌশল্যা। মুরারী ঘর থেকে বের হবার সময় চক্‌চকে সাবানের মোড়ক উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে তারপর ফেলে দেয়, উদাসীনভাবেই।)

বিশু : (ঘরে ঢুকে দেখতে পায় ভাত উথলে পড়ছে, বিশু চিৎকার করে কৌশল্যাকে ডাকে।) অ্যাই কৌশল্যা-কৌশল্যা কোয়ানে যাও? ভাত উথলে পরে যে— কেডা দেখবে যাও কুথায়?

কৌশল্যা: (নদী থেকে স্নান সেরে হাতে কচুপাতা দিয়ে সাবান জড়ানো দাওয়ায় রাখে) চানে গিছিলাম, চিক্কর পাড়ার কি হইলো?

বিশু : বড় যে মুখ হলো রে! ভাত নামায়-বুড়াক গরম জলদে, টান উঠছে, দ্যাহ নাই?

কৌশল্যা: বাপরে পে-রে যে, উথল্যায় উঠত্যাছে— উন্য সময় কুনো খোঁজ নাই খবর নাই— ঘরে অ্যাইসা হুদাই মিয়া মানসের থনে লাগা।

বিশু : কানের নিচে দিবো নাকি একখ্যান চর?

কৌশল্যা: অঁঃ মরদ— আজ গায়েত হাত দিয়া দেহনা ক্যান, কুথায় কুথায়, চর মাইরবো চর মাইরবো— ভাত দেওয়ার ভাতকে না— কিলানের গোয়ায়। (বকবক করতে করতে, ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে গরম জল আঁখায় তোলে)

বিশু : নিমের ডাল মুখে নিয়ে, দু-চার বার থুতু ফেলে, তারপর বাইরে থেকে— আমি চান কইরা আসতে-আসতে ভাতবার। তার আগে বাপেক গরম জল দিস কইল। (স্নান সেরে দড়িতে গামছা মেলে তারপর ঐ-দড়ি থেকেই লুঙ্গি নিয়ে, পরে। উত্তপ্ত সাংসারিক পরিস্থিতিকে সামলে নিতে চায় বিশু— তাই নরম সুরে বলে।) কিরে ভাত ব্যারলি?

(কুরানী— কীপিং নিয়ে, বিশুদের উঠানে খেলছে— এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো, বারো, তের, চৌদ্দ করতে করতে বিশুকে দেখে পালায়।)

কৌশল্যা: (রাগ তার কমেনি) ঘরে অ্যাইস্যাদেহনা কা? বাইরে থিক্কা চিক্কুর প্যারা লুক জানায়!

বিশু : (ঘরে ঢোকে, ভাতের পাতের সামনে দাঁড়িয়ে) ক্যাসে শুধু ডাল- আর শ্যাক? ডালক্যাও যে প্যানসা-প্যানসা লাগে— রাঁধবারো পারোনা—

কৌশল্যা: (চাপা রাগের পর্হিপ্রকাশ পায়) জীবনডা আমার জ্বইলে গেল। কুথায়-কুথায়, ম্যাইরবো— ক্যেমনের সংসার চলে— তার খুঁজ নাই, কুত ট্যাহা হাতে দিয়া যাও যে— রোজ-রোজ মাছ খাইবা, মাংস খাইবা? বুড়া ব্যাইচা আছে যতদিন চইলত্যাছে, মরলি খ্যাবাকি?

বিশু : কি কইলি মাগী? ভাতের পাতে বসায় নিয়া পাঁচালি পইরবার শুরু করলি? খ্যা মাগী তুই খা। (ভাতের থালা ছুরে ফেলে তারপর শরীরে জামা ফেলে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যায় বিশু)

(গান শুরু হয়— মাগী তুই খা, বলার মধ্যেই ধীরলয়ে গান চলবে)

যে দিন উড়বে পাখী,
নীলা আকাশে—
খুঁজবি রে মন হা-হুতাসে
সেদিন তরি বাওরে মাঝি— ২
জীবনটাকে, করলে মাটি
চিনলিনারে কোনটা খাঁটি
হারিয়ে যায়রে নাও—
ওমন জীবন তরি বাওরে মাঝি
জীবন তরি বাও — ৬

(আলো ধীরগতিতে নিভে আসে)

পঞ্চম দৃশ্য

(সামনে দূর্গাপূজা, কাঠামো তৈরী হচ্ছে। এই জেলে পাড়াতে একটিই দূর্গাপূজা হয়। এখন ম্যারা বাঁধার তরিঘরি চলছে। আর কয়েকদিন পরই দেবীর শরীরে মাটি উঠবে।)

(এখন মুরারী অনেকটা সুস্থ, নদীপারে বসে শরীরটা জুরিয়ে নিতে চায়)

গোবিন্দ : (অল্প বয়সি স্থানীয় যুবক। শহরের এক দপ্তরে (সরকারি) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী— মুরারীকে দেখলেই পিছনে লাগে) কি জ্যাইলা— ও জ্যাইলা, আজ কি মাছ প্যাইলা?

(স্নানে এসেছে গোবিন্দ, পরনে বারমুণ্ডা খালি পায়ে)

(প্রথম ডাকে মুরারী শুনতে পায়না, তারপর বোঝে।)

মুরারী : ও-ও-ই শালা, জ্যাইলা-জ্যাইলা, করো ক্যা? জ্যাইলা কি তুমার গুয়া ম্যাইরছে?

গোবিন্দ: ও কাহা, এতো অল্পেই খ্যাপো ক্যা? 'কই' মাছ পাইছাও? — (অন্য ইঙ্গিত হাত দিয়ে দেখায় গোবিন্দ)

মুরারী : তুমার দেহে লাজ-লজ্জা নাই নাহি? যাওনা, নিজের বাপের গুয়ায় লাগোনা ক্যা? — বয়স মানোনা শালা। তুমি কি? আমার বয়সি? ছোটু বড় মানো না হে— শালা তুমার বাপের জন্ম দেখল্যাম, বড় ঠ্যাং গজাইছে।

(গোবিন্দ অবলিলায় হাঁটতে হাঁটতে হাসিমুখে চলে যায় চান করতে)

(এই সময় কৌশল্যা, তার কাজের ফাঁকে ঘর থেকে একটু বেড় হয়ে—এসব দেখে মুচকি হাসি দিয়ে— আবার ঘরে ঢোকে।)

হারানও এসব দেখে ও মুরারীর কাছে ধীর পায়ে আসে)

হারান : কি মুরারী কা, কি হইছে, খ্যাঁপছ্যাও ক্যান?

মুরারী : আরে শালা, নিমুর ব্যাটাডা বেজাত হইছে বড়ো! বাপ-জ্যাঠা মানেনা হালা! তুমিই কও হাড়ু? সক্কাল-সক্কাল মিজাজডা বিগরায় দিল না? তো কিছু কইব্যা?

হারান : হঃ বাপের সিই বেদনাডা ফির ব্যাইরছে, ঐ ত্যেলপড়া লাগবি, কবে অ্যাইনবো?

মুরারী : (হাত ঢলতে-ঢলতে) ব্যাথা যহন ব্যাইরছেই কালই আনো। আমিই যে কবি বিছানায় পরি-আর শরীলডা চলে না বুইঝলা না?

হারান : ই-নাও, বিড়ি নাও?

মুরারী : না-রাহো, নন্দ ডাক্তার মানা কইরেছে যাক কদিন—

কৌশল্যা: (কৌশল্যা বাতার চোচগুলি নিতে এসে, হারানকে দেখে। হারানদা ভালো আছো? তোমাক তো দেহাই যায় না।)

হারান : তুমি ভালো আছে বউমা, বিশু কোয়ানে?

কৌশল্যা: ফেরে নাই। (কৌশল্যা তার ঘরে ঢুকে যায়)

হারান : তাইলে আজ চলি মুরারী কাহা?

(হারান এক দুই পা এগোতে মুরারী ডাকে)

মুরারী : হ্যাঁ-যাও — ঐ হারান (হারান দাঁড়ায়), শুনো একডা কথা কই— তুমি দলডা করো?

হারান : হুঁ-কাহা!

মুরারী : দলডা ছ্যাইরোনা কোল! ই-এক নিরন্তর লড়াই দ্যারালই, ই এক বিশ্বাস। বর্ষায় ভেজা ম্যাচ বাক্সের মতো মিয়ায় যায়—যাও এহন।

বিধান : (পাড়ার ছেলে, মুরারীর চাইতে বয়সে কম হলেও-নম্র-ভদ্র, মুরারীকে সম্মান করে। হাত হাত পাখা, খালিগা কপালে রসকেলী বুকে সরস গলায় তুলসীর মালা।) মুরারী কাহা তুমার কতো হইলো? (বয়স জিজ্ঞেস করে)

মুরারী : ও বিধান চার কুড়ি তিন। তুমার?

বিধান : আমার! আমার তো পঞ্চান্ন যাইয়া ছাপ্পান্ন চইলত্যাছে।

মুরারী : তুমি আমার অনেক ছুটো। আচ্ছা বিধান এ্যাডা কথা কই— তুমার দ্যাশের বাড়ীর কথা মনে পড়ে? ওহানকার গাঙের কথা, হলুদ মাছরাঙা-গাঙচিলের কথা মনে পড়ে?

বিধান : উ-ই-ঝাপসা, ঝাপসা, তহন আমি কুতো ছুটো। (তাই না-বলার, আগেই গান শুরু হবে)

মুরারী : তাই না? (পর্দার পিছন থেকে গানের কলি কানে আসে মুরারীর)

ও মন দ্যাশটা ছাড়া করলো যারা
আমরা হলাম বাঁধনহারা
মনের কথা কার সনে যে কই—
তুমার বুকে আঁকড়ে পরে রই-ওমন
আঁকড়ে পড়ে রই।
ছ্যারান দিয়া যাওগো যদি
কুথায় পাই-তুমায় নদী
ওমারে তুমার শরণ লই—
ও নদীরে একলা পড়ে রই
নদীরে একলা পড়ে রই—

বিধান : কুথায় হারায় গিছিলা কাহা, চোখডা মুছো, পিছনের কথা তুমি বড়োই ভাবো। মানুষ এহন সামনে যায়, ভাবনার মানুষ হোঁচট খায়।

মুরারী : দ্যাশের বাড়ীর কথা মরণ কালেই শরন হয়। সেই নদীভরা জল, মাছের অভাব নাই। কতদিন নদীর জলে নৌকা যাবার ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ শুনিনায়ে বিধান। র‍্যাতে সে কি চিৎকার, বড় মাছ জালে পইরলে। দে-বাড়ী প্যাইরা ফ্যালা, শুনবার পাও সি কথা? জ্যালাপাড়ায় ঢুকলে এহন আর অ্যাইশটা গুন্ধ নাকে আসেনা বিধান। ই-দ্যাহ দেশের বাড়ির ওহানে বাইশা চিতল ম্যাইরবার য্যায়া। (কাটাদাগ দেখায়,

উরুতে পুরানো ক্ষত স্থানটা নারে 'মুরারী') আমরা নিজেরাই রাক্ষস বুইঝল্যানা, দেহ উডা? (আগুল দিতে লাইলনের জাল দেখায়) লাইলনের জাল, উডা থিকাই পুনা হবার দ্যায়না। কুতো মাছ যে বাবুদের লাগে? ভাতের পাতে, মালের সাথে— আবার উয়াদের বউরা কয়কি— কাকা ডিম ভরা মাছ অ্যানোতো *... তহন মনে মনে ভাবতাম— তোমাগের ডিম নিয়ে যদি এমন করে? বিধান, নদীর চর পইরেছে দুদিনে নদীরে নর্দমা মনে হয়, বর্ষা অ্যাইসে যখন, তহন মনে হয় নদীডা গাভীন হইছে। মনডা ভইরে যায়, অন্য সুময়ে একদম নালা, শরীরে হলুদ ধইরা বইসে থাহে। আচ্ছা তুমি তো ই-নদীত রাইখেলের জোয়ার দেখিছো? চার আনা সের-তাও মানুষ খ্যাবারে চায় না, আর এহন দ্যাহ?

বিধান : নিঃশ্বাস নিয়ে বলতে হবে। এহন ইসব চিন্তা কইরা কি কইরব্যা? দেহ কাহা ইসব নিয়া যুতো ভ্যাববানা-ততুই মনে কষ্ট হবে বুইঝল্যানা? তুমার-আমার কথা এহন ছিরা কাগজ, যুয়ানেরবা পাত্তাই দেয়না।

মুরারী : ঠিহি— সেই গানের কলিডা মনে পড়ে বিধান? যদিও তুমি তহন অনেক ছুটো— শচীনের কর্ত্তার গান— মানুষ ছিলো এডা—

বিধান : কুনডা কাহা—

মুরারী : ঐ-যে — কে যায় রে ভাটিগাঙে বাইয়া—

(পর্দার পিছন থেকে গান— হতে থাকে কয়েক সেকেণ্ড— আলো আস্তে আস্তে নিভে আসে)

(গান কে যা জানের শব্দ চলতে থাকবে)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(এই অঞ্চলের M.L.A. অনাথ ঘোষ। তাকে ভোট এলেই দেখা যায় দুর্গাপূজার দেবীর মতই। নির্বাচন এলে পাড়ায় স্থানীয় মোড়ল মাতব্বরদের নিয়ে ভোটে প্রচার করে। হাজারো প্রতিশ্রুতি দেয়, যার ২ আনা কাজও সম্পন্ন হয় না। কোন কাজ-বা দাবী পূরণ না হলেও ১৫-বছরের M.L.A. অনাথ ঘোষ। অদ্ভুত দেশ, ভোট না দিতে পারলে মানুষ যেন মাতৃহারা সন্তান ভাবে নিজেদের। দলের সুবাদে অনাথের চর্মসার দেহে চর্বি জমেছে। তার পয়সা কড়ি-থেকে নানা লম্পটের কথা ও মুখোরোচক গল্প চালু আছে। ছোটভাই সমাগলার সেই সুবাদে ঠিকাদারী, প্রমোটারী, পুলিশ ও ক্রিমিনাল হান্ডেলিং করে। নানা দলে টাকা পয়সা দান করে। এই P.N.P. দলের হয়ে একসময়

মুরারীরা জমি দখল থেকে নানা আন্দোলনে থেকেছে। আজকের অনাথ ঘোষ নয়, ওর বাবা দীননাথ ঘোষের আমল থেকেই ওরা এই দলের কর্মী ও সমর্থক। এই সম্প্রদায় এক সময় রাজা-জমিদারদের লাঠিয়াল ছিলো। ভোটপ্রার্থীরা ভোট এলে নানা সামগ্রী দিয়ে ওদের ভোট কুড়োতে চায়, আবার ওরাও আজকাল বসে থাকে। নানা উপায়ে নিজেদের ভাও বাড়াতে। কারণ তার কোন দলের প্রতি এই জেলের পাড়ার মানুষদের বিশ্বাস নেই, দু-চারজন ছাড়া। নির্বাচন এলেই G.R.ত্রিপাল, শাড়ী, বড়জোর রাস্তা, অধুনা বয়লার দিয়ে বোন ভোজন দিলে নিশ্চিন্তে ভোট নিজেদের পক্ষে আসে। ৬৮ বছরের স্বাধীনতার এই ইতিহাস। আর এই নিয়েই চলে ভারতবর্ষ।)

অনাথ : (স্থানীয় M.L.A.) কি মুরারী দা, চিনতে পারছো?

মুরারী : কিসের চান্দার লগে? (পাঁচ বছর পর দু-জনের দেখা। মুরারী বর্তমানে কানে কম শোনে চোখেও কম দেখে তাই অকাতর নয় স্থানীয় বিনয়িক)

অমল : (প্রাথমিক শিক্ষক, স্থানীয় নেতা) মুরারী কা, হামাগোরের M.L.A অনাথ দা। তোমার লগে আইছে।

বিশু : (গামছা দিয়ে চুল মুছে দেয় বিশু) এহানে বসেন কাহা! (M.L.A কে বসবার জন্য)

অনাথ : (বিশুকে) কি রে ভালো আছিস?

বিশু : (কৃতার্থ হয়ে) ঐ চইলতাছে— আপনি?

অনাথ : মুরারী দা— তোমার সাথে কিছু কথা বলতে এসেছি। (অমল-অনাথ-এর কাছে গিয়ে বলে— এহন কানে কম শোনে। একটু জোড়ে বলতে হবে।

অনাথ : (গলা চড়িয়ে) তো মুরারীদা আমাদের বিধান সভা ভোট সামনে। তুমি আমাদের পুরানো মানুষ, আমাদের হয়ে একটু বলতে হবে পাড়ায়, বুঝতে পারছো মুরারীদা? দাও একটা বিড়ি দাও—

(হাতের পূর্বে জ্বালানো King sige সিগারেট ভিতরে ঢোকবার পূর্বেই ফেলে ি দয়েছে অনাথ।

মুরারী : অনাথ আমরা পুরানা মানুষ বুঝল্যাম, আমরা তো আর তুমার মন থিকা না, তুমার বাপের আমল থ্যিক্যাই— এইই দলডা কইরতাম। তুমি জানোনা, তুমাদের দলের হইয়ে কাশীপুরে ... না থাউক গিয়া তোমার বাপডা ব্যাইচা থাকলি সি জানতো। তুমি বারবার ভোটে দ্যাঁড়াইত্যাছো— প্রতিবারই কও- ইডা কইরবো, সিডা কইরবো, গত ভুটেও কইল্যা পাড়ার ইস্কুলডারে দেখব্যা, পাড়ার বাঁধডা ঠিক কইরব্যা, আর আমার বিশুডার একড্যা কাম দিবা— বুলো কুনডা কইরল্যা? তুমরা সবাই যে যার

মতো গুটাইয়া নিলা আর আমরা হলাম ভাঙ্গা কুলা।

অনাথ : (বিব্রত বোধ করে, ভ্রু-কুঞ্চিত হলেও, অনাথ সামলে নেয়।) মুরারীদা চিন্তা করোনা, রঅমল ওর ভালো নামটা টুকে নেতো?

হারান : ক্যারে তুর ভালো নামটা কি রে বিশু? বলে দে অমলরে।

বিশু : আজ্ঞে? অমলকা— বিশ্বনাথ হালদার।

অনাথ : আজ দলটা দাঁড়িয়ে আছে, তোর বাবাদের জন্য। (বিশুর দিকে তাকিয়ে অনাথ বলে) আজ আমরা অনেকেই আজকাল ভুলে যাই এদের অবদান। (সবাই অভিনয়) মুরারীদা শোনো সকাল-বিকেলে যখন বের হবে পাড়ায় তখন লোকদের একটু ভোটের কথাটা বোলে। (অনাথ অমলকে ইশারা করে) অমল পকেট থেকে ৫০০টাকার একখানা নোট মুরারীকে দেয়) এটা দিয়ে একটু হরলিক্স, ফলটল, খেয়ো। চিন্তা করবেনা সব হবে এবার এলে। শরীরটা একদম ভেঙ্গে গিয়েছে। (দু-পা এগিয়ে বিড়ি ফেলে আবার লম্বা সিগারেট ধরায় অনাথ) একদম ঠ্যাটা বুড়ো, এরা শকুনের মতো বসে থাকে, মাংসের আশায়। ভীষণ লোভী— মরতে বসেছে, চাওয়া-পাওয়া গেলনা। ব্যবসা— (অনাথ বিব্রত হয়)

হারান : সব্বাইতো কইর‍্যা খাইত্যেছে, মুরারী কা তো চাইতেই পারে! উয়ার চাওনে দুষ কুথায়? (কথা শেষ হলেই— অনাথের চোখে চোখ রাখবে— হারান)

বিশু : (বাপের সামনে দাঁড়িয়ে ৫০০/- টাকার নোট-এর দিতে তাকিয়ে) ও বাবা— ঐ ট্যাহাদিয়া ফলটল খ্যায়ো কোল। বাব্বা— ই এম.এল.এ-ও তুমার কাছে আইসে— তুমার কুতো দাম—

(ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, কুকুরে ডাক)

মুরারী : সিডা তুমারে বলতি হবে না, তো, তুমি এহানে খাড়া হইয়া অ্যাছো ক্যান?

বিশু : দশখান ট্যাহা দাওনা। (মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে)

মুরারী : এই দ্যাহরে, ট্যাহার গুন্ধ পাইছেরে, এহন এই গুটা নোটটা, তুমার জন্য ভাঙ্গাই নাহি? (বিশু মন খারাপ করে, চলে যেতে গেলে।) এই ন্যাও, য্যাইয়া ফিরগিলা অ্যাইসো?

(বিশু বেড়িয়ে যাওয়ার পর লাইট অফ হলে Music শুরু হবে) মঞ্চের আলো আস্তে আস্তে নিভে যায়।

সপ্তম দৃশ্য

এখন মণ্ডপে-মণ্ডপে ম্যারা বাঁধার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাটি উঠিবে দেবীর শরীরে। রাতে মাঝে-মাঝে টাকের আওয়াজ কানে আসে মুরারীর। অনেক রাত। সারা পাড়া ঘুমিয়ে। মদ খেয়ে ঘুমিয়েছে বিশু, কৌশল্যাও ঘুমে। শুধু ঘুম আসতে চায় না মুরারীর চোখেই। কোন এক দুঃচিন্তা তাড়া করে বেরায় ওঁকে। এদিকে সমর আর নৃপেন পালেরা বেড়িয়েছে পতিতালয়ের মাটির সন্ধানে, দেবীর মহাস্নানে লাগবে এই মাটি। আগে এই মাটি, আসতো সিমান্ত শহর হিলি থেকে। এখন বিশ্বায়নের যুগে— এই মাটি পেতে অসুবিধা হয় না। প্রায় ঘরে— শহরে-গ্রামে এখন এই মাটির পাওয়া যায় লোককথা। ইতি মধ্যে কৌশল্যাও সেই স্থান পেয়েছে। বাজারে পথে-ঘাটে নানা আলোচনা ওকে নিয়ে হয়। মুরারী কানেও কখনো কখনো যে গুঞ্জন আসে।

নৃপেন : ক্যা সময় বেউশ্যা বাড়ির মাটিপাইছ্যাও ?

সময় : হ-পাইছি। ঐ দেহ-বুড়া খারা হইয়া আছে! (মুরারী, কি ভাবে যেন— ফিস ফিস, সন-সন আওয়াজের টের পায়।)

মুরারী : কে ? ক্যাডা ওহ্যানে ? ওই শালারা এহ্যানে কি করো ? রা করেনা যে ঐ—

বিশু : (ঘরের ভিতর থেকে) কি হইচে— ও বাবা চ্যাঁচাও ক্যা ?

কৌশল্যা: (রেগে গিয়ে) এই কি হইলো ? তুমারে বোবা ধইরেছে ?

বিশু : (বিশু-কৌশল্যাকে ধাক্কা দিয়ে) অ্যাই, উঠোনা— বাবা বাইরে চিক্কর পারে ক্যা ? চুর আইচে নাকি ? আরে শালা হ্যারিকেনটা বারাওনা— (দু-জনেই বাইরে এসে) কি হইলো (হাই তুলে কৌশল্যা) এতো রাইতে চ্যাঁচাও ক্যা ?

মুরারী : (বিশুর হাত থেকে হ্যারিকেনটা নিয়ে) দেহি, যাও তুমরা।

বিশু : চলুতো, কোন কাম নাই, লোকজন নাই হুদাই চিক্কুর পারে, স্বপন দ্যাখছে বুধহয় ?

কৌশল্যা: পারি না বাবা ! (ঘুমের হাই তুলে) সারাদিন পর ঘুমের জো-নাই !

(বিশু-কৌশল্যা ঘরে ঢুকে যায়। মুরারী হ্যারিকেনটা নিয়ে— ঘরের এদিক ওদিকে দেখে— আবিষ্কার করে— সবেমাত্র, কেউ খামচি, দিয়ে মাটি তুলে নিয়ে গিয়েছে দাওয়া থেকে। মুরারী কোন কথা বলে, দাঁড়া হয়ে— বুকভরে নিঃশ্বাস নেয়। তারপর 'তা দীর্ঘশ্বাসে পরিনত হয়। সকাল হলে নদী পারে গিয়ে বসে, দাঁতে কিছুই কাটেনা। সকালের চা-মুড়ি মিইয়ে যায়। এক দৃষ্টিতে মুরারী নদীর দিকে তাকিয়েই থাকে।

অষ্টম দৃশ্য

কৌশল্যা : ক্যা বাবা, মুড়ি, চা খাওনি ক্যান? বেলা যে অনেক হইলো, তা হইলে জল ড্যাইলা নাও, ভাত দেই। (পাথরের ন্যায় যেন থেকেও নেই)

মুরারী : ক্ষুধা নাই, শুধুই বমনের ভাব হয়। (চমক ভেঙ্গে)

কৌশল্যা: ছ্যিলা আইলে কও নন্দ ডাক্তারের কাছ থ্যিক্কা দুখান বড়ি অ্যানা দিবে। এহন মুহে কিচ্ছু দাও।

মুরারী : কৌশল্যা, কদিন বাঁচি জানিনা— চারদিকে শুধুই বিষাক্ত পুকা, দূর্বল পতঙ্গেরে দেখলেই— ধইরা খ্যাতে চায়— বুঝলানা? বিশু বাড়ি অ্যাইছে? (অইন্য ইঙ্গিত দেয়)

কৌশল্যা: (মুরারী হেয়ালী কথার কোন মানে বোঝে না) এ্যাহনো তো বাড়ী ফ্যেরে নাই। (কথা বলতে বলতে পড়ে থাকা ডালি বানাবার চোঁচখল জ্বালানী হিসাবে ঘরে নিয়ে যায়)

মুরারী : তুমি খ্যাইয়া লও, হমাগোরের লাগ উপেক্ষায় থাকতে হবিনা। (বিশু মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে)

কৌশল্যা: এ্যাই-দ্যাহো— বাপ এহোনো দাঁতে কিছু কাটে নাই।

বিশু : ক্যান খায়নাই ক্যান?

কৌশল্যা: রুচি নাই কয়, কয়— বমনের ভাব লাগে, দু'ডা বড়ি অ্যানা দাওনা ক্যান।

বিশু : ট্যাহা দাও? (বাপের শেষ তাকানো)

(ট্যাহা, ট্যাহা, ট্যাহা)

কৌশল্যা: (রান্নার কাজ শেষ করে, আঁচল দিয়ে ঘার ও মুখ মুছতে মুছতে নদীর বাঁধে গিয়ে দাঁড়ায়। হাওয়ার জন্য।) বাবা, ও বাবা— বাবা, অ্যাই শুনছ্যাও না, (স্বাভাবিক ভাবে বিশুকে) পরে সন্ধীহান ও উৎকণ্ঠা নিয়ে) কি হইলো, বাইরে অ্যাইসোনা ক্যান? (বিশু ঘরের বাইরে আসে) কই আইলা বাপের দেহা নাই ক্যা?

বিশু : তুমি কহন দ্যাখছিলা? আরে-আও করেনা ক্যা? তুই দেহ নাই? (সব দায়িত্বই যে কৌশল্যার)

কৌশল্যা: এহ্যানেই তো বইশ্যা ছিলো— সারাডা দিন। আমি রাঁইধবার গেলাম, এহন দেহি এহানে নাই!

বিশু : বাবা, বাবা, ও বাবা— বাবারে— অ্যাই কেড়া অ্যাছোরে, সবাই অ্যাইসোরে—

দেহরে আমার বাপডাও বুড়া তুমি এ্যাকি কইরল্যা তোমার জানোয়ারডাক ফ্যালা কুথায় হাঁরাইলা? (তীব্র কান্নায় ও চিৎকারে চারদিকের লোকজন ছুটে আসে— খোঁজা খুজি শুরু করে।) (মেঘ গর্জায়, টিপ,টিপ বৃষ্টি পরে অনেকের হাতে টর্চ, কারো হ্যারীকেন, কারো ছাতা মাথায়)

নিরু : অ্যাই দ্যাহরে— সব্বাই ইদিকে আইসোরে। (পাড়ার ছেলে)

সবাই : কুথায় কুথায়? (সবাই একনামে)

নিরু : ঐ দেহ কংগ্রেস ঘাটের দহে-মুরারী কাহার দেহ। ক্যা-রে জল পুকার মতো লাগে ক্যা? (মানুষজন পাড়ার— হ্যারিকেন, টর্চ লাইট ও কুপী, নিয়ে তামপাশে খোঁজাখুজি করে তাড়াতাড়ি চলাচল করে দ্রুত পায়ে মঞ্চের মধ্যে দিয়ে)

(পাড়ার মহিলারা এক জায়গায় দাঁড়ায়-এ ওর ঘাড় হাত দিয়ে জলের পাঁকে দাঁড়ায়— কেউ বয়সে বড় ও ছোট।)

মালিনা : এ্যাই দীপা কি দেহিস! তুর সইরে দ্যাখ-হাত-পা ছড়ায় ক্যাঁদবার লাগছে।

শ্যামলী : উসর ঢৎ, পারাডাক—ঐ ম্যাগিই নষ্ট কইরলো, হামাগোরের চেংড়ী-পেংড়িগুল্যাও নষ্ট হবি। তুই ক্যালাইতেছিস মাগী?

মলিনা : ঐ মরদ বিশুড্যাও বা কেমন? তুরা কৌশল্যার দুষ দেহিস? বল উর শ্বশুরডাতো— মাছ ম্যাইরবার পারেনা, স্বামীডা পেঁচি মাতাল— তাহলে অতোগুলান প্যাট চইলবে কিভাবে? অভিনয় কইরত্যাচে ঠিক, কিন্তু— ইড্যাও ভাবি— এ দীপা একডা কথা শুন— আমার ছরদা, আরে— সুবোলদা— বিশুর লগেনা সম্বন্ধ অ্যাছিলো, চিমটি কাটবী না— মাগী—

দীপা : তা হইল্যে তুর শ্বশুরও— আজ জলপোকার মতো মইর‍্যা থ্যাকতো।

মলিনা : আই দীপা— ক্যালাইতেছিস ক্যান মাগী? লুকে দেখলে কি কইবে— গুম্ভীর হ দুঃখু মুখ কর।

কুড়ানী : (বাচ্ছা মেয়ে ৮-৯ বছর মতো বয়স) (দৌরে এসে বলে) পিসি ও পিসি— তুক পিসা ডাকে।

মলিনা : তুই এহন বাড়ীত যা— আমি আসতেছি। ক্যা-রে— উইও মলো ন্যাকি রে?

দীপা : উই দ্যাখ তুর সোয়ামী (বলে বিশুকে দেখায়) দ্যাখ?

শ্যামলী : দ্যাখ দীপা— মাগী গতর বেইচা— যতুনের দোহান থ্যালি কইরা— এহন ক্যাঁদবার ল্যাগছে। তুই যতই ক-মলিনা-মাগীডা খদের আছে।

মলিনা : উ-মাগীরে আমিও গ্যালাই— আবার ভাবি কুত্তাল্যার দুষ কুথায়? উর কুত বয়সক? সবার জীবনেই তো এডা স্বপন থাহে— ঐ পেঁচীর পাল্লায় পইর‍্যা— ঘরে বুড়া শ্বশুর— খ্যাইবার পায় কুথথ্যিকা? উয়ার জায়গায় ধর আমরা হইতাম যদি—

শ্যামলী : মলিনার-ই কথাডার যুক্তি আছে। প্যাটের জ্বালা-বড় জ্বালারে দীপা?

দীপা : তুরা যতই ক— পরের বাড়ী কাম কইর‍্যাও ভাত জুটানো যায়। সবাই গতর বেইচ্যা ব্যেড়ায় নাহি?

মলিনা : তুই-কি ভাবিস দীপা? আমাগোরের পাড়া? বাবুদের বাড়ী কাম করছ্যাও? আমি-আমি করছি আমি। এক বাড়ীৎ শালা দু-জন্যেই চাকুরী করে— বউডা যেই বাইরে যায়— ঐ মিনস্যা তক্কে-তক্কে থাহে— আমারে না একদিন উই শ্যালা আইসা করছে কি— শুননা পিছন থিক্যা জড়াই ধইরছে— আমিও মারছি ধাক্কা— শালা না, খাইয়্যা বাসনের উপর পরছে। পরদিন থিক্যা, আমি আর কামে যাই নাই বাব্বা! অ্যাহনতো তুর দাদা কাম কইরবারই দেয় না। বাছচি বাবা। (শেষ লাইনে গর্ব ফুটে ওঠে)

রাধারানী: তোমরা মাগী গতর নাচাও মরছে বুড়া পুরছে স্বচো.... (একটু থেমে সবাই অবাক) ...

দীপা : তুর বরতো এহন রাইতে ভালোই কামায়। (খোঁচা দিয়ে বলে)

মলিনা : আর তুর বর রাইতে ব্যাগার খাটে না?

(ইরা ও শুক্লা প্রবেশ করে) শুক্লা গিয়ে কৌশল্যাকে শান্ত্বনা দেয়)

ইারা : ক্যারে কুথায়? সব কোয়ানে তুমরা সবগুলান খচ্চর একজায়গায় হইচো। (সকলে হাসে) তুদের ক্যালক্যালানি শুইনাই আইলাম বুড়া মহালয়া-র দিনি মল না দীপা?

মলিনা : হ, এই ইরা বাড়িত যাবার সময় ডাকিস কোল।

ইরা : আচ্ছ। (সোহাগীর প্রবেশ) বোবা, কালা

মিঠুন : (পাড়ার উঠতি মস্তান চিপ উড়ানো দল করে) চলে শালা, ঐ কুত্তার বাচ্চাটাক ব্যার করি—চ-রাতে শালা দুহানেই থাহে। ইবারেও চান্দা চাইতে গ্যাছি— শালা কয়কি ব্যাবসা চলে না, চান্দা কম নিবার হবি। চলে ইডাই সুযোগ টাইট করার। চলো শালারে ব্যাইর করি। এ বিজয় ক্যারে চন্দন চল যাই হারামীরে অ্যাজ— কিরে মুখে এহন রা করিসনা ক্যা? বেলুনের মতো চুপসে গেলি ক্যা?

অমল : মিঠুন শুনো, শুনো, মাথা গরম কইর‍্যা কি হবি? (এলাকার বা পাড়ার নেতা)

ম্যারলিতো মারাই যায়। গায়ে-বলদে মিল থ্যাকলি তুমি মারতে পারবা? তুমি কি শুধু হমাগোরে পাড়াই ভাবো? শহরেও এহন পিরাই ঘরে ঘরেই এমনি ছবি। আমরা আমাদের নিজেদের ঢাক নিজেরাই পিট্যাই বুইঝল্যাননা? শোন মিঠুন, মিস্টির কড়াইয়েৎ গুল্লা তাকায় থ্যাকলি— তুমার লোভ হবিনা?

মিঠুন : না, কাহা— ওই শুয়ারের বাচ্ছা— অনেক ক্ষতি কইরেছে। চরক পূজাতেও শালা, একই কথা কইছে।— তুমার জন্যেই ব্যাঁইচা যায় কোল, না-হইলে... চুদিব্যাটা...

অমল : আসলে সবই কপাল, নদীত জল নাই, অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। মানুষ নিজের পরিচয়ে বাঁচে— বলো আমাগরের নিজেদের পরিচয় কি আজ! ইর আগের প্রধান মন্ত্রী কইছিলো— সব নদী এক হবি— হলো কই? আসলে আমরা নিজেদের জাত নিজেরাই নষ্ট করি। ই-ভাবে তুমি ক্যান— বহু জাতিই শেষ হইয়েছে— হইবেও বুইঝল্যানা। যাও উসব চিন্তা না কইরা— মাঁচা বাঁধো এহন— সৎকারডাতো কইরবার হবি। মিঠুন এরোগ আজ বিশুর ঘরে, কাল আমার ঘরে, পরশু তুমার ঘরেও ঢ্যুকবে। রাগ কইরোনা 'পচামাছ ঢ্যাইকা র‍্যাখলিও গুন্ধ বারায়'। যতুনের ব্যাপারটা, আমরা পরে দেখে নিবো যাও এহন মাঁচা বাঁধো।

মিঠুন : অমলকা হাসপাতালেত ক্যাটা ছিৎড়া— পোস্ট মটম কইরব্যার লাগবিনা?

অমল : চুপ! চুপ করো, আমি বুইঝ্যা নিবো। অনাথদার ফুন কইর‍্যে কথা কইছি।

(বিশু-কৌশল্যা মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতেই থাকে। একটু পর বিশু-তার পিতার মরদেহের শ্মশান সঙ্গি হয়।)

(অনেক পরে চিৎকার ধীর লয়ে হয়। বলহরি-হরিবোল, বলহরি-হরিবোল, বলহরি -হরিবোল। ভোরের আলো ওঠে— ভোর হয় হরিবোলের সাথে সাথেই— মাতলোরে ভুবন জাগলো ... বেনু)

মৃতদাহ রকরে-হারান নদীবাঁধ ধরে বাড়ী ফেরার পথে— মুরারীর ব্যবহৃত চশমা পায়। চোখে পরে— এবং নদীর দিকে তাকায় পরে মঞ্চের দর্শকের দিকে তাকায়। আর সকলে ক্রান্ত শরীরে ভিজা জামা-কাপড় পরে বাড়ী চলে যায়। বিশু তেউনি পরে। হারান চশমা চোখে দেবার পর দর্শকদের দিকে তাকাবে পরে স্বযত্নে চশমা খুলে তার পকেটে রাখে। উত্তর শুড়ি হিসেবে। পর্দার পিছন থেকে— মুরারীর মূল্যবান কথাটা ভেসে আসে— ঐ হারান দলডা করো? ই এক নিরন্তর লড়াই-ই-এক বিশ্বাস। (ডিমার আস্তে আস্তে নিভে আসবে) ছ্যারলেই বর্ষার ভেজাম্যাচবাক্সের মতো নিয়াম যায়-যাও এহন।

(পর্দা পরে নাটক শেষ হয়।)

সম্বিৎ

(মৌলিক পূর্ণাঙ্গ নাটক)

জিষ্ণু নিয়োগী

প্রমিলা : কি রে এলা, বাজার যাবিনা? বউমা উঠেইতো চানে যাবে, খাবার দিবি কি দিয়ে?

এলা : যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি তুমি এতো ভেবোনাতো হাতের কাছে আশুবাবুর বাজার এই যাবো এই আসবো ভাইয়ের টিফিন বক্স জল সব রেডি করে রাখছি। বউদি মনির খাওয়া আলুভেজে রাখলুম, মাছটা এনে ভেজে দেবো— বারান্দায় রদ্দুর আমি আরাম কেদারায় বসে দুপা পাচাইরে (প্রমিলাকে আসলে খোঁচা দেয়) গানটা সেই না দিদা।

প্রমিলা : গান না ছাই, এসব গান? গান ছিল তখন গহর জান বেগম আখতার যা এসব তুই বুঝবি না। তুই যাবি, এরপর বউমা উঠে যখন চা চাইবে কে করে দেবে— আমার পায়ের অবস্থাটি দেখছিস তো মা।

এলা : তোমাদের লেগেই আছে বাবা, আমাদের রঅসুখ বিসুখ তোমাদের মতো হয়না— একটু জ্বর এলো পাঁচু ডাক্তারকে বললুম দু-টাকার প্যাঁচমল বড়ি দিলো জ্বর-ধা, আচ্ছা দিদা তোমরা এতো বউদিমনিকে ভয় পাও কেন?

প্রমিলা : ভয় কিসের? আমি স্বামীর ভিটিতে থাকি, আর তোর ছোট মুখে এতো বড় বড় কথা কেনরে?

এলা : বুঝি বুঝি বউয়ের কামাই খেয়ে গোখড়ো কেওগুটিয়ে থাকতে হয়। আর শালা আমাদের সোয়ামিরা এমনিতে তো তোমাদের কাছে যেদিন ছুটি নিয়ে বাড়ি গেলুম— শুরুতেই ট্যাকা দাও তারপর ট্যাকা পেলে খিস্তি খেন্তর মাল পেটে ফেললেই তারপাতে শুরু করলেন, তখনো দু-চার ঘা লাগিয়ে দিলো আমি ও শালা কখনো চ্যালাকাঠ কখনো মুড়ো ঝ্যাঁটা দিয়ে যেই তেড়ে এলুম, ব্যাস সিংহমামা চুপ। জানো আমার ছেলেটা তখন ভয়ে কুঁকড়ে থাকে। (কথাগুলো বলতে বলতে এলার চোখে জল আসে লক্ষ্য করে প্রমিলা) অথচ দাদাকে দেখতো এতো বউদির ব্যাক ব্যাক শুনেও, কেমন মিনমিনিয়ে থাকে।

প্রমিলা : এলা বড্ড বারাবারি হচ্ছে, যা বাজারে যা।

এলা : (হাতে মাছের ব্যাগ) আসছি গো দিদা এই নাই তোমার পেপার বাব্বা সামনের

পাতায় দেখো সলমন খানের কি বিশাল ছবি গুরু-গুরু।

প্রমিলা : সে আবার কে?

এলা : কি দিদা সলেমান খানকে চেনোনা? দাবাং, দাবাং তেরে নাম, দেখলে না পাগল হয়ে যাবে সেই সিনেমা।

প্রমিলা : ওকেও চিনিস তুই?

এলা : বারে, ও জান-জান (কথাগুলো বলতে বলতে গুনগুনিয়ে গান ধরে) তেরে নাম ম্যায়নে কিয়া হ্যায় ...

(ধীরে লাইট কেটে আবার আসে)

দীপার শোয়ার ঘর হাত এবং থুতুনি দিয়ে চাদর ভাঁজ করতে করতে ডাকে ছেলেকে)

দীপা : (ঘুম থেকে উঠে) বনি ওঠো সোনা, উঠে পরো ছুটি পেয়েছো না জান্মাষ্টমীর? ওঠো পড়তে বসো-যাও টয়লেট যাও। এলা এই এলা কোথায় যে যায়, হয় মোবাইল নয় কার সাথে যে এতো কথা বলে এলা।

এলা : (হাতে মাছের ব্যাগ) এসে গিয়েছি বউদি, শুধু অর্ডার দাও।

দীপা : কথা কম বলে ভাইকে পিডিয়া সিওর আর আমাকে চা দে। ভাইকে বিস্কুক দিস কিন্তু।

এলা : এই যে দিদা কাল থেকে একটু বেশি মাল ছারতে হবে, মাছের বাজারে আগুন লেগেছে।

দীপা : তোকে বলিনি ও সব বাজে শব্দ ব্যবহার করবিনা আমার বাড়িতে— তোর দাদা তুই ওঠার আগেই বেরিয়ে গিয়েছে নাকি?

এলা : নাগো রআমি তো দেখিনি। তোমার দেরি হচ্ছে না?

দীপা : তা দেখবি কেন? রআজ স্কুল নেই, জন্মাষ্টমীর বন্ধ।

এলা : ওরকম করে বলছো কেন গো, দিদা দেখছো?

প্রমিলা : (খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে) হ্যাঁ আমি ঘুম থেকে উঠতেই অনি বললো— মা দীপাকে বলো আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। কাল ফেরা নাও হতে পারে Mid Night এ একটা মাসেই এসেছে হয়ত মুম্বাই যেতে হবে।

দীপা : কি মাছ আনলি?

এলা : বাজারে মাছ কই কাটা আর বাটা তো বাটাই এনেছি।

দীপা : তাও ভালো কাটা মাছ না এনে ভালো করছিস, মুখ পচে গেল। একটু পরে বাজার

গেলে দাম কম পেতি।

এলা : আমি কি ছাই ছাই জানি তোমার ইস্কুল বন্ধ, দিদা ও বলে না কিছু। আমি ভাইয়ের টিফিন জল রেডি করে রাখলুম।

দীপা : উনি আবার কি বলবেন। উনি কোনটায় মাথা ঘামান। শুধু ছেলেকে কিছু বললেই উপার গোঁসা হয়।

প্রমিলা : কেন রে এলা, আমি পাঁজি না কিরে— সব মনে রাখতে হবে।

এলা : বউদি তোমার চা ভাইকে খাবার দিয়েছি। বউদিমনি তুমি এরোপ্লেনে চেপেছো? ও কি মেঘ ফুটো করে দিলেই বৃষ্টি হয়?

দীপা : তুই এসব খোঁজ নিয়ে কি করবি? (উত্তরটা এভঅবে দেওয়া ঠিক হয়নি ভেবে) না তা হয়না।

এলা : না তাই জানতে চাইছি সবাই বলতো সেদিন সমীরদা (কথা বলেই জীভ কাটে)

দীপা : হ্যাঁ আমি প্লেনে গিয়েছি কয়েকবার, মেঘ ফুটো করে না মাঝে মাঝে মেঘ কাটিয়ে ঢুকে পরে।

এলা : খাবার দেয়?

দীপা : দেয়তো কতো খাবার ক্যাটবেরী থেকে কি চাস?

এলা : তাই না? (চোখ দুটো চকচক করে ওঠে ওর) পটি বাথরুম চাপলে?

দীপা : ওখানে সব 'Fresh room' থেকে সব ব্যবস্থাই আছে। (একটু হেসে) সাত সকালে হঠাৎ এমন কথা বলিস না, যা দিদার ওখান থেকে পেপার টা নিয়ে আয়।

(দীপা পেপার খুলে পড়তে গেলে আলো ডিম হয়ে আসে)

দৃতীয় দৃশ্য

(মঞ্চের বাইরে সাইকেলের বেল বাজে এলা জানে এসময় সমীর আসবে সবাই বাড়ির বাইরে বনি ফিরতে ও চারটে দুপুরে প্রমিলা ঘুমোয় সেই ফাঁকে সমীরের সাথে হয় জয়া অথবা মিনি জয়ার ছবি দেখে নেয় ওরা। সমীর লম্বা চুল ওয়ালা। একটু বখাটে গোছের। এলা প্রমিলার ঘরের দিকে তাকায়। প্রমিলা স্নান সেরে গীতা পাঠ করেছে। আস্তে দরজার বাইরে একটা ছোটগেট ফাঁক করে দেখে সমীর সীগারেট টানছে।)

সমীর : পাতিপুকুরের ছেলে...

এলা : কি সমীর দা, কিছু বলবে? (ফিসফিসিয়ে)

সমীর : কেটেছি জয়ার সময় হয়নি?

এলা : দাঁড়াও তুমি দত্তবাগানের মোড়ে দাঁড়াবে, দিদাকে খেতে দিয়ে আমি খেয়ে আসছি। কি ছবিগো?

সমীর : মনের মানুষ তারাতারি এসো।

এলা : (দরজা বন্ধ করে প্রমিলা খাবার দেয়) দিদা টেবিলে খাবার দিলুম আমি খেতে বসলুম)

(প্রমিলা গীতা রেখে প্রণাম সেরে উঠে আসে টেবিলে) (প্রমিলার গীতা কর্মবেগ পড়ার সুর দর্শকের কানে আসবে)

প্রমিলা : ধিরে খা, অতো হুরপারের কি আছে? এটা শক্ত না কিরে?

এলা : হ্যাঁ নিজেই না কাল বললে, অনেক দিন দুধ শক্ত খাওয়া হয়নি তাই...

প্রমিলা : বা ভালো কেরছিস তো (খেতে গিয়ে বলে)

এলা : তোমার কাছ থেকেই তো শিখেছি।

প্রমিলা : তাহলে তুমি মন দিয়ে দেখেছিস সবাই শেখেনা। রআজকাল দাদুভাই বলেনা কি সব নাম পিৎজা হ্যাম ওসব আমাদের চলবে না। তোর দাদু বেঁচে থাকলে দেখতি Order মোচাঘন্ট করো, চিতলের মুইঠা করো, চাপর ঘন্ট বানাও। না করে দিলে খালি পেটেই চলতো অফিসে। সেও একদিন ছিল সব পাল্টে গেলো।

(প্রমিলা খেয়ে নিজের ঘরে ঢোকে দরজা ভেঁজিয়ে দেয়। এলা বাসন চটপট মেজে প্রমিলার উদ্দেশ্যে বলে)

এলা : দিদা একটু দরজাটা বন্ধ করে দেবে গো, আমি ছেলেটার জন্য শ্যামবাজার থেকে একটাগরম জামা কিনবো।

প্রমিলা : দাঁড়া (বলে উঠে আসে এলা রবেরিয়ে যায়) তারাতারি আসবি।

এলা : হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এদিক ওদিক তাকিয়ে দত্তবাগানের মোড়ে দাঁড়ায় সামনে সমীর দাঁড়িয়ে।

সমীর : দেরি হয়ে গেলো, সামনে ৪৭ আসছে উঠে পরো। (বাস থেকে নেমে দুজনে হাটছে) কি বুড়ি খেতে দেরি করছিল?

এলা : হ্যাঁ বয়স্ক মানুষ, খেতে খেতে সোয়ামির গল্প জুড়ে দিল তাই।

সমীর : চলো ঢুকে পরো। (লাইট ধীরে ধীরে ডিম হয় তারপর জ্বলে ওঠে)

এলা : সমীরদা ছবিটা ভালো না? প্রসেনজিৎ ভালই করে অভিনয়।

সমীর : এই কি খাবে? ঘন্টা আগে ভাত গিলে আবার কি খাবো? তুমি তো খেয়েছো? আমার খাওয়া হয়নি জানো। কেন?

সমীর : মা রান্না করেনি, জানোই তো মায়ের মাথাটা বাবা ও শালা কি ছাই করে। বুঝি সারাদিন চায়ের দোকান করে এসে মেজাজ বিগরে থাকে। তাই হয়ত কীচাইন করে।

এলা : এবারে তুমি বিয়ে করে নাও।

সমীর : কাকে গো?

এলা : ভালো একটা মেয়ে দেখে।

সমীর : তুমি করবে?

এলা : একে রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসার আমার ট্যাঁওটাকে তুমি আদি নেবে?

(সমীর চুপ করে যায়, তারপর একটা এগরোলের দোকানে দাঁড়ায় রাস্তার পাশে)

সমীর : ভাই দুটো এগরোল (দু-জনে খেতে রওনা হয়)

এলা : আমি একটু শ্যামবাজার যাবো, তুমি চলে যাও বাচ্চাটার একটা গরম জামা কিনবো।

সমীর : আচ্ছা তা হলে পরে দেখা হবে ওটা ডিউ কিন্তু রইলো (কলা বলতে বলতে সীগরেট ধরায়)

এলা : আবার দেখা হবে। (সমীর আবার ঘুরে আসে)

সমীর : এই এলা, এটা নাও, ভুলেই গেছি। (দর্শক দেখবে লিপস্টিক এলা ব্লাউজের ভিতরে ঢোকায় হাসি হাসি মুখে)

(লাইট অফ্ হয় এবারে প্রমিলাদরে বাড়ি...)

তৃতীয় দৃশ্য

(শুরুতে আলো ধীরে ধীরে যে আলো ছিল তা নীল হয় মাঝের সোফায় প্রমিলা আর বনি কাছাকাছি বসে কোনের রান্নাঘরে হলুদ আলোতে এলার হাতা খুন্তি নারা দর্শক দেখবে)

বনি : ঠাম্মা বলোনা দাদুর গল্প।

প্রমিলা : তোর দাদুর? (হাসি হাসি মুখে) এই মোটা অশুরের মতো গোঁফ ছিল, আর তেমনি বাড়খাই গলা, দাদুর দাম কি ছিল বলতো?

বনি : জানি জানি।

প্রমিলা : কি বলতো?

বনি : এই তো আমিত্য।

প্রমিলা : সে কিরে দাদুর নামটা ও মনে নেই? ... অমৃতলাল ভট্টাচার্য।

বনি : গল্প বলোনা।

প্রমিলা : আগে দাদুর নাম বল ঈশ্বর আমার সাথে সাথে বল ঁঅমৃতলাল ভট্টাচার্য।

বনি : ঈশ্বর অমৃতলাল ভট্টাচার্য।

প্রমিলা : (সবার উদ্দেশ্যে) কি দিন এলো ঠাকুর্দার নামটাও জানোনা এরপর বাবা মায়ের নামটাও হয়তো এভাবেই সব বড় হয়ে উঠবে।

বনি : আমি ইংলীশ মিডিয়ামে পড়িনা?

প্রমিলা : তাতে কি হলো ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িসালে বাপ ঠাকুরদার নাম জানাবিনে বোকা।

বনি : তুমি গল্প বলবে?

প্রমিলা : কিসের গল্প শুনবি বল?

বনি : তুমি যে কথায় কথায় বলো দেশের বাড়ি এই বড় নদী আমি সেই নদীর গল্প শুনবো।

প্রমিলা : তবে শোন, আমাদের বাড়ি ছিল ও দেশের রাজশাহি জেলায়।

বনি : হ্যাঁ।

প্রমিলা : সেখান দিয়ে বয়ে যেতো বিরাট চওড়া পদ্মা নদী চরে দাঁড়ালে সারি সারি লঞ্চ আর নৌকা, আর ইলিশ মাছ।

বনি : বাবা যে আনে।

প্রমিলা : ধুর ধুর তোরবাবা তো আনে পচা বাসি মাছ তার তোর দাদু এই চওড়া পেটির জোরা ইলিশ কতো দাম বলতো, (বনির অবাক দৃষ্টি) দশ পয়সা জোড়া।

বনি : তাই হয় নাকি?

প্রমিলা : হ্যাঁরে তাই তোর বাবা সেদিন যে ১৪০০ টাকায় ইলিশ আনলো তোর দাদু হলেও ইলিশ খেতইনা তোর বাবা মাছ চেনেনা তো তেমন। তোর দাদু হলে পীঠের দিক থেকে মাছ চওড়া কি না দেখে তবেই কিনতো। চিনতো মাছ আর সে মাছের স্বাদ। নদীতে মাছের ঝাঁক উঠলে রূপোর থালার মতো লাগতো।

বনি : তুমি গল্প বলো।

প্রমিলা : আমার তখন আট বছর বয়স তোর দাদুর সাথে আমার বাবা বিয়ে দিলেন তাও

রাজশাহীর ছেলে— ইলিশ পিছে পিছে। জানিস দাদুভাই তোর দাদু সুন্দর গান গাইতো রবীন্দ্র সঙ্গীত ভাবাই যায় না, কি যেন শুরুটা ঐ যে 'ভুলে যাই তোমার গান শোনাবো ওগো দু... যামিনী রাত তোমায় ... (কয়েক সেকেন্ড আনমোনা প্রমিলা আবার ফিরে আসে)

বনি : তুমি মাছের গল্প ছারো দাদুর টাও পরে।

প্রমিলা : আচ্ছা, জানিস দাদুভাই আমার পিসি আমার নাম রেখেছিল পদ্মা তো পদ্মাকে সবাই রাক্ষসী বলতো তাই জ্যাঠামশাই নাম পাল্টে দিলেন— বললেন অমন নাম রাখার কি প্রয়োজন? ওর নাম আজ থেকে প্রমিলা।

বনি : (হাসিমুখে) বাজে নাম।

প্রমিলা : সেই থেকে তোর ঠাম্মা প্রমিলা না পেলো। (বৃদ্ধার হাসিমুখ)

বনি : পদ্মাকে সবাই রাক্ষসী বলতো কেন?

প্রমিলা : সে অনেক কথা, প্রতিবছর পদ্মা একজন করে মানুষ খেতো।

বনি : মানে!

প্রমিলা : প্রতিবছর একজন করে মানুষ ওর জলে ডুবে মরতো তাই। (নীল আলোতে বনি ঠাম্মার হাত চেপে ধরে) তোর ভয় কিসের? এখানে অমন নদী আছে? এখানে তো আদিগঙ্গা নালা হয়ে বসে আসেছ। (বনিকে জরিয়ে ধরে প্রমিলা)

বনি . (প্রমিলার হাত চেপে ধরে) আর শুনবো না, ভয় করে।

প্রমিলা : ভয়? কিসের ভয় কেবলতো নদীর শুরু পদ্মাকে নিয়ে কতো গল্প আছে দাদুভাই ঘুমিয়ে গেলি নাকি?

(বনির কোন উত্তর নাই)

প্রমিলা : (একাই) ওর মা এলেই আমার কাছে কৈফত চাইবে হয়ত স্কুলে বেশি ক্লাস থাকায় ক্লান্ত। নাতি নাতনীর আবদারের চাইতে প্রশ্ন উত্তর বেশি। (পায়ে অসুবিধা আছে কোনরকমে এমন ভাবে বনিকে তুলে ওদের ঘরে শুইয়ে আসে)

(ধীরে গান ঢোকে গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা)

কলিং বেল বেজে ওঠে গানের মধ্যেই সুর কেটে যাবে এমন)

দীপা : এই এলা বনি কোথায়?

এলা : ওতো দিদার কাছে গল্প শুনছিল।

প্রমিলা : ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

দীপা : ঘুমিয়ে পড়েছে ওতো ঘুমাবার ছেলে না, জ্বর এলো নাকি? (ভ্রু কুচকে শাশুড়ির দিকে তাকায়) না জ্বর নেই। (বনির মাথায় হাত দিয়ে দেখে) নেই তো বনি ওঠো টাক্সগুলো করে ফেলো।

বনি : ভালো-লাগছে না (টেনে টেনে কথা বলবে যেন ঘুম থেকে উঠেছে)

দীপা : মানে? যেই আমি বাড়ি নেই ওমনি ঘুম, নিশ্চয় স্কুলে দৌড়াদৌড়ি করেছো? Idiot টাকে বললাম সময় দাও ওকে, একদম বাজে, বনি যাও চোখ মুখে জল দিয়ে টাক্সগুলো করে নাও।

বনি : দা-দা-গি-রি।

দীপা : টাক্স তারাতারি হলে তবেই টিভিতে হাত দিতে দেবো।

প্রমিলা : ওর শরীরটা খারাপ নাকি?

দীপা : থামুন তো প্রচুর ভালোবাসা দেখিয়েছেন, এর আগেও আপনাকে বলেছি আমি শাসন করবার সময় কোন কথা বলবেন না। পারলে আপনার ছেলেকে বলুন বনি তো আমার একার নয় বললাম চলো ছেলেটাকে নিয়ে একটু বসে— না একটু আড্ডা মেরে যাই (ব্যঙ্কের ফুরে)

প্রমিলা : ঘাট হয়েছে আমার ঠিক আছে।

দীপা : পারলি অঙ্কটা?

বনি : না আসলে স্যার।

দীপা : (ঠাস করে বনির গালে চড় মারে) কি করতে যাও স্কুলে? হাজার হাজার টাকা ছাই পাঁশে ঢালছি বদছেলে। গগন, অস্মিতা ওদের দেখোনা কি সুন্দর রেজাল্ট করে মা আমার রোল সাত হয়েছে শুধ বাজে বাজে ছেলেদের সাথে মেশা আর এটা দাও সেটা দাও...

প্রমিলা : (বুঝতে পারে চরটা বনি দেখলোও এর জন্য দায়ী প্রমিলা চোখ বেয়ে লবন জল নামে উঠে দরজা ভেঁজিয়ে দেয়)

এলা : দিদা তোমার টেবিলে খাবার দিলুম দুধ রুটি তরকারি খেয়ে নাও নইলে কাল সকালে বলবে এলা ওটা রুটি ছিল না জুতোর সুকতলারে।

(অন্যদিন হলে এনার একায় হয়তো উত্তর দিতো কিন্তু আজ ওর কোন কথা বলতে ইচ্ছা করে না।)

চতুর্থ দৃশ্য

(সন্ধ্যে নামে কলিং বেল বাজে এখন নখ কাটতে ব্যস্ত গিয়ে দরজা খোলে)

এলা : ও দাদা ভাই?

অর্ণব : একগ্লাস জল দাওতো (সোফায় বসে আলোবারে) তোমার বউদি কোথায়? ঐ তো ভাইকে পড়িয়ে উঠলো টিভি দেখছেন।

বনি : (বাবাকে দেখে) বাবা আমার জিনিস।

অর্ণব : তোর কি যেন? ও হ্যাঁ ক্যাটবেরি সিল্ক না? কাল এনে দেবো, স্কুলের টাক্স করেছো বাবা।

বনি : হ্যাঁ (জামার বোতাম আর টাই খুলতে থাকে)

অর্ণব : এলা লেবু চেপে গ্লাসটায় জলে দিও।

এলা : দিচ্ছিগো দাদাভাই।

(আলো গতি কমে আসে বোঝা যায় বাথরুমে অর্ণব Fresh হচ্ছে)

অর্ণব : এলা বউদি আর ভাইকে খাবার দেবে আমি খেয়ে এসেছি। (টাওয়াল দিয়ে মুখ মুছতে গিয়ে বলে)

দীপা : (ঘরের চাপা গলার স্বর বাইরে আসে) কোথায় খেলে? তোমার কথা জরিয়ে আসছে কেন? কতোবার বলেছি Drinks টা কম কর, বনি বুঝতে শিখছে টাকা কামাই করে কি হবে সেটা Properly যদি use না হয়? বনির পাশে শোবেনা ও ঘরে চলে যাও।

অর্ণব : আরে বাবা গাঁথানীরা একটা Party arrenge করেছিল প্রথমে বলেছিলাম attend করবনা। এই যে আমাদের মি: বিহানীর জেদেই যেতে হলো। বড় firm এ চাকরি করলে একটু আধটু খেতে হয়— হুইস্কি তো, একটু বেশি হয়ে গেছে ঘন ঘন কীক্ মারছে। (পাযামা change করে কোটের প্যাকেট থেকে সীগারেট লাইটার নিয়ে অর্ণব চলে যায় যাবার আগে) এলা দেখে এসোতো ওঘরে blanket আছে কিনা? না থাকলে পায়ের ধারে দিয়ে দিও।

(দীপা পকেট থেকে একরাশ নোট বের করে হাতে নেয় বনি লক্ষ্য করে নোটগুলি দীপা আলমারিতে তুলে রাখছে)

বনি : মাম্মা খেতে দাও? বাবা কি রোজ বেতন পায়?

দীপা : বনি কতদিন তোমাকে বলেছি টাকা পয়সা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন না করতে।

(বনি উত্তর দেয়না)

(এই এলা ভাইকে খাবার দে, টেবিলে, মাছ খাবে তো?)

বনি : (মোটা গলায়) চিকেন নেই?

দীপা : আছে এলা ফ্রীজ থেকে মাংসটা বের করে বসিয়ে মাইক্রোওভেনে গরম করে ভাত দিস ভাইকে আগে ডাল দিয়ে নিউট্রিলাইট খাবে তারপর মাংস।

বনি : কতদিন বলেছি, ঐ চকের গুঁড়ো খাবনা, তাও তুমি জোর করো।

দীপা : শোন বাবু ভালো চেহারা করতে হলে না এসব খেতে হয় নইলে ঐ বস্তির হাড় জিরে বাচ্চার মতো মনে হবে। আকাশের দিকে তাকাতে হয় বনি নিচে নয়।

বনি : ওরা কি খায়?

দীপা . ওদের তোমার মতো পছন্দ অপছন্দ নেই, যখন যা পায় তাই খায় আর তার জন্য অমন চেহারা হয়।

বনি : কি সুন্দর যখন যা পায় তাই খায় আর তুমি সকালে পিডিয়াসিওর মাছ ফল খাও, মাংসটা আমি ভালো বাসি।

দীপা : তাও হাড় বাতে তাই না?

বনি : হাড় কেউ খায়নাকি?

দীপা : তা খাবে কেন? টপ করে গিলে নেবে বুড়োদের মতো, দাঁতটা অল্পবয়সেই পড়ে যায় চিবিয়ে খাওয়া শেখো।

এলা : দিদা তোমার ঘরে খাবার দিলাম। তারাতারি খেয়ে নিয়ো ঠাণ্ডা পরতে শুরু করেছে নইলে সকাল হতেই বলবে এলা ওটা রুটি হয়েছিল? না জুতোর শুকতলা (অন্য দিন হলে হয়ত প্রমিলা উত্তর দিতো আজ আর কোন কথা বলে না।)

রাত ক্রমশ গভীর হয় (সবাই শুনতে পাবে)

অনির্বান: আরে বাবা বয়স হয়েছে তারপর lonly ness একটা factor তুমি বনিকে মারছো দেখে তাই ... জানাইতো বনি মার কাছে কি?

দীপা : দেখো তোমার মা, খারাপ লাগতে পারে, তবে ওসব fellings -এর আমার কাছে কোন value নেই ছেলেটা ক্লাস ফোরে উঠল তুমি কতটুকু দায়িত্ব নিয়েছো বলতে পারো? সত্যি তোমার মতো careless father আমি কম দেখেছি। আমি শাসন করেছি ছেলেকে উনফোর দিয়ে ছিলেন তেলে। উনার তো দু-দুটি ছোট বোন আছে ঘুড়ে এলেই পারে আমিও কিছুদিনের জন্য relief পাই উনারো মনটা বদল

হয়।

অর্ণব : না বলেছিলাম ...

দীপা : শাক দিয়ে মাছ ঢাকবেনা ঠাকুর নিয়ে থাক, কুটোকুটিতে নারতে হয়না সব বিষয়ে ঢুকে যেতে হবে? গায়ে হাত দেবেনা চকলেট দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করবেনা বলিনি ... না না।

(প্রমিলা সোফায় বসে আছে কথাগুলি শোনে তারপর ঘরে ঢুকে যায়)

অনির্বাণ: তুমি বড় অল্পেই ইরেটেট হয়ে যাও, ঐ বয়সটায় reach করলে তখন বুঝবে what is what কাছের মানুষটা নেই, কার সাথে কথা বলবে বুঝি সব সময় ঠিক বলেনা, তাই বলে তো আর...

দীপা : আচ্ছা মা-এর কাছেই থাকলেই তো পারো, স্ত্রী যে আলাদা সম্পর্কে তোমায় মা বোঝেন? যাক আমি কার সাথে বকছি, নেশার ঘোর কাটেনি। জীবনটাই সারাদিন ছাত্র ঠেঙেয় পরিশ্রম করে বাড়ি আসবো তখন এর মান তার অভিমান আমায় দেখতে হবে। এই শোনো কাল বলে দেবে ছোট মামীর কাছ থেকে কটাদিন ঘুরে আসুক। বারবার যেতে বলেন তারা, তাহলে কিছুদিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচবো।

(প্রমিলা ঘরে ঢুকে যায়, এলা ঘুমাতে ঘুমাতে দীপার গলা শুনে বালিশ থেকে মাথা উঁচু করে দীপা বের হচ্ছে দেখে আবার বালিশে মাথা রাখে। দীপা fresh room থেকে এসে নিজের ঘরে ঢোকে। এলা উঠে বসে হাত দুটি মুড়িয়ে কিছুটা সময় বসেই থাকে তারপর আবার শুয়ে পরে) নীল লাইট অফ্ হয় হলুদ আলো আসে। এই সমস্ত কথাই দর্শক শুনবে।

পঞ্চম দৃশ্য

(বাড়ির সবাই বেরিয়ে গিয়েছে দীপা সাজতে গিয়ে অন্য দিনের চাইতে একটু পরে বের হয়েছে, শাড়ি নীল রংয়ের সাথে ম্যাচিং ব্লাউজ পেনসিল দিয়ে আজকে দারুন লাগছে দীপাকে। দীপার সাজ লুকিয়ে কখনো আর চোখে দেখে এলা মনে মনে দীপার সাজের পীয়াসী এলার আজ সমীর আসবে মোবাইলে রাতে বলেছে) সাইকেল বেলের অপেক্ষায় থাকে এলা। তার বদলে প্রমিলার খাওয়া হলে বাসন মাজবার সময় ওদের গেটের বাইরে স্কুটারের হর্ন বাজে)

এলা : (দরজা খুলে দাঁড়ায়) সমীর দা সাইকেল বাদ দিয়ে ইস্কুটার?

সমীর : কাল রাতে বললাম না ঝটকা দেবো তোমাকে। কাজ পেয়েছি দমদমে ব্লাউজ করখানায় Guard-এর Duty- আজ আমার রাতে।

এলা : কতো বেতন দেবে গো?

সমীর : চার হাজার সাথে বছরান্তে বোনাস, চা টিফিন ফ্রি।

এলা : দিদা আমি পাঁউরুটি নিয়ে দুধের প্যাকেট নিয়ে আসবো। দরজা বন্ধ করে দাও।

প্রমিলা : তুই বড্ড দেরি করিস, তারাতারি আসবি, খবর তো হা করে দেখিস— কি হচ্ছে আর কি হচ্ছে না শহরগুলোতে।

এলা : দিদা আজ একটু দেরি হবে ম্যানেজ করো মাসতুতো ভাই এসেছিল, দেখা করতে অনেকদিন পর, ও দিদা কটা টাকা দাওনা দিদা।

প্রমিলা : কত চাস?

এলা : দাওনা তুমি তো পাঁচ দশ দেবে না। (একশো টাকার নোট দেয়) সত্যি বুড়ি না, আমার গুরু (কথা বলতে বলতে প্রণাম করে)

প্রমিলা : তুই বড় পাজি মেয়েরে।

(রাস্তায় বের হয় এলা আগের দিনের জায়গায় দাঁড়ায় তারপর সমীরের কথা মতো স্কুটারে চাপে বেশ দুলুনি লাগে হাওয়ায় এলার সমীরের কাঁধ ধরে)

সমীর : এই এখন কি গান করতে ইচ্ছা করছে বলতো?

এলা : কি গান?

সমীর : তোমার দেখা মুভি সপ্তপদী 'এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলোতো?'

এলা : সে কপাল আমাদের নেই— ওটা উত্তম সুচিত্রাদের জন্য বস, এটা কিনলে? শোনো সেদিনের লিপস্টিকের রংটা বড় সুন্দর আমার সোয়ামীতো হাতে করে কোনদিন কিছু দেয়নি।

সমীর : তুমি না পাগল ছারো এটা ঐ গার্ডরা চালায়। তো ম্যানেজারকে বলে এ বেলার জন্য পেয়েছি ও শালা বুঝতে পেরেছে আমি মালটা কেরু।

('জয়' সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয় সমীর স্কুটার দাঁড় করায়। রাস্তার ধারে দাঁড়ায় এলা। তারপর একভাবে তাকিয়ে থাকে সমীর আসে ওর ভ্রুক্ষেপ নেই কি যেন

গভীর আগ্রহে দেখছে)

সমীর : কি গো চলো (পিঠে ঠেলা দিয়ে)

এলা : দাঁড়াও অন্ধকারে ঢুকবো।

সমীর : কেন?

এলা : সমীর দা, আমি ঠিক দেখেছি তো বউদি হাত ধরে কার সাথে ওটা? হাসছে-কই এমন হাসি তো দাদার সাথে হাসতে দেখিনি।

সমীর : আমি তুমি ও তো এসেছি, হতেই পারে।

এলা : (তাকিয়েই থাকে) জানো সমীরদা একদিন ভুল করে শালা আর একদিন মাল বলেছিলাম বলে, কিনা ব্যাক ব্যাক করে গালি দিয়েছিল আমাকে। সবাই ঘোমটার নীচে ঘ্যামটা নাচ গো দোষ হয় শালা এলার মতো মেয়েদের। শালা স্বামী ঠেকিয়ে প্রেম আহারে। তাই বলি এতো সাজ করে কেন? থ্রি-ইডিয়ট দেখবেন দু জনে। (লাইট অফ্ হলে সমীর এলা ঢোকে)

(দু জনে রাস্তায় সদ্য মুক্তি পাওয়া Three Idiot দেখে ফিরছে। সমীর পকেট থেকে বের করে দুশোটাকা এলাকে দেয়)

এলা : কিসের টাকা গো?

সমীর : মালিক দু হাজার Advance দিয়েছিল, তুমি ব্লাউজ কিনে নিও। (এসে আবার দত্তবাগানের মোড়ে দাঁড়ায়, স্কুটার দাঁড় করিয়ে এলাকে জিজ্ঞেস করে আজ কি খাবে?

এলা : কি বলবো ...

সমীর : দুটো চাউমীন দাও, আর এক প্যাকেট চারমিনার। (দোকানী সীগারেট দিয়ে চাও বানাতে থাকে, বলে কয়েকটি যুবক কেউ সীগারেট কেউ বা চা এর কাপ হাতে) চাউমীন খেয়ে রওনা দিতেই একজন)

বাপী : খাসামাল হাতিয়েছে সমীর দা, একদম কচি শশা।

রতন : চলবে।

বিকাশ : চলবে না গুরু দৌড়াবে— দুরন্ত ট্রেন।

(সমীর গাড়ীর কাথ থেকে ঘুরে আসে এসব টোন্টিং শুনে)

সমীর : কে বললে ভাই, কচি শশা, শশার শুঁয়াপোকার রোঁ থাকে জানিস?

বাপী : আপনাকে কিছু বলিনিতো কেউ।

সমীর : সৎসাহস নেই, বড় ছোট কোন জ্ঞান নেই, ও কে হয় জানিস?

রতন : কে সমীর দা? (বোকা বোকা মুখে প্রশ্ন)

সমীর : শালা তোমাদের মা— বোন কোন জ্ঞান নেই, ও আমার এই (এলার দিকে তাকিয়ে) চলো শুনবে আমি পাতিপুকুরের ছেলে Test house গৌতমের দোকান চিনিস তো শুনবি আমার আর লখিয়ার কথা। (গাড়ি স্টার্ট দেয় বেরিয়ে যায় একটু আগে গিয়ে এলাকে নামিয়ে দেয়)

(বিরবির করে বলে বাপের জন্মে কাউকে কৈফিয়ৎ দিলাম না শালা সব পুচকে মাল। এক সময় দু-কোমরে দুটো মেশিন সত্তর বাহাত্তর রে কতো মালকে রাতে ড্রেনে শুইয়ে দিয়েছি এসবতো ... এসবতো বামের মাল এখন আমাদের ডাইনে ডেরা গেরেছে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অনির্বান: (অনির্বান বাথরুমে গায়ে জল ঢালেনি, প্রমিলার মুখোমুখি হতে চায় না। অর্ণব ডাকনাম বাবু বাথরুম থেকে প্রমিলার উদ্দেশ্যে ডাকে) মা!

প্রমিলা : (সোফায় বসে) কি রে?

অনির্বাণ: ছোট মাসীমনি কেমন আছে?

প্রমিলা : কেনরে ঘুরে আসতে বলছিস?

অনির্বাণ: না বলছিলাম কি যাওনা, একবার ঘুরে এসো মনটাও ভালো লাগবে, আর তুমিতো বাড়ি থেকে বের হওনা তাই ....

প্রমিলা : (গলায় একরাশ অভিমান) তাই না? তবে শোন তোর ছোট মামীর কাছে যাবোনা, আমি কাশী যাবো। খোঁজ নেবে তা তো মাসে ওখানে বৃদ্ধাশ্রমে কতো পরে? বাবু তোর মুখে কথা ফুটিয়েছি আমি আজকাল ... (একেবারেই তোতাপাখি হয়ে গেলি যে)

(তুই তো জানিস আমি তোর উপর নির্ভর করে বেঁচে নেই, তোর কাছে তো আমি কোনদিন হাত পাতিনি। তবে বাবু এটুকু বলবো কাউকে এমন শিক্ষা দিবিনা যাতে তোতাপাখিটাই মারা যায়। কিন্তু তুই একটা কাজ করবি বেনারসে আমার একটা বৃদ্ধাশ্রম দেখবি, তোর বাবার যা পেনশন পাই আমার দিব্যি চলে যাবে।

এলা : দিদা চা।

প্রমিলা : টেবিলে রেখে দে। (বিস্কুট দুটো নিয়ে যা।)

এলা . খালিপেটে চা খাবে?

প্রমিলা : বললি যখন নিয়ে যা।

এলা : (কি বোঝে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে, বিস্কুট উঠিয়ে নেয়) নাও উঠিয়েছি। (হঠাৎ মনের পরে প্রমিলার রাতের খাবারের বাসন উঠিয়ে নেয়নি, ঘরে ঢুকে এলা বেরিয়ে আসে) দিদা কাল রাতে খাওনি?

প্রমিলা : না, শরীরটা ভালো ছিল না তাই...

এলা : বুঝেছি দিদিমনির গোঁসা হয়েছে।

প্রমিলা : ছোট ছোটোর মতো থাক, সব বিষয়ে প্রশ্ন করবিনা বাথরুমে জল ঢালার শব্দ করে রবীন্দ্র সঙ্গীত ... (লাইট অফ্ হয়ে আলো ফোটে)

(স্বামীর ছবি যা হাতে করে এনে সোফায় বসেছিল তা আবার হাতে নিয়ে যথাস্থানে টাঙিয়ে রাখে)

(বাড়ির কর্মকর্তারা সবাই বাইরে) লাইট অফ্ হয়ে জ্বলে।

মোবাইলে রিংটোন বাজে ... চিরসখা হে ...

প্রমিলা : হ্যালো।

অনির্বাণ: মা!

প্রমিলা : বলো!

অনির্বাণ: মা নেট সার্চ করে দেখলুম বেনারসে 'দ্বশাম্ব মেদ' ঘাটের কাছে একটা বৃদ্ধাশ্রম আছে, Single room খাওয়া থাকা মাসে আট হাজার এককালীন ডোনেশন একলক্ষ দশ হাজার টাকা। মা সত্যি তুমি? আমকে তো চিনিস! এখন আমি এককথার মানুষ। আমি যখন বলেছি তখন সেটাই স্থির সিদ্ধান্ত। তোর বাবা যা রেখে গিয়েছেন তাতে আমার অসুবিধা হবে না। আমার জেদে তোর বাবা আমাকে দু-দুখানা মাষ্টারমশাই রেখে সেকালে পড়িয়ে ম্যাট্রিক পাশ করিয়েছিল, দিন রাত এককরে পড়াশুনা করেছি, তুই তখন কোলে। যাক তুই আজকেই ঐ বৃদ্ধাশ্রমটা ঠিক করে ফেলবি।

অনির্বাণ: তাহলে...

প্রমিলা : ভাবছিস কেন, তোদের দোষ এটাই সময় মহাভারত সিরিয়ালটার শুরুতে তো

দেখেছিস— একটা চক্র ঘুরতো আর হিন্দিতে একটা কথা বলতো, 'ম্যায় হু আদি আউর অনন্ত হুঁ' এটা সমায়ের দোষ বাবু তবে সন্তানকে এ শিক্ষা দিস না। যদি ও সব হিন্দি কথা আমি বুঝি না। তবে ঐ কথাটা বড় সঠিক।

অনির্বান: মা কথা দাও মাঝে মাঝে চলে আসবে বনিকে তো তুমি ...

প্রমিলা : মোবাইল চেপে ধরে ভেঙ্গে পরে ....

(আলো হাল্কা হয়ে ধীরে ধীরে বেলা বারে) সময়: বেলা ১১টা মতো

প্রমিলা : চোখে চশমা হাতে কিছু কাগজ খুলে দেখছে, অনি দীপা বনি সবাই বাইরে— এলা।

এলা : আমায় ডাকলেন দিদা?

প্রমিলা : হ্যাঁরে এলা— এককাপ চা দিবি, কাল রাতে ঘুমটা ভালো হয়নি মাথাটা ধরেছে।

এলা : দিদা একটা কথা বলবো।

প্রমিলা : কি কথা বলনা।

এলা : কিছু মনে করবে না বলো।

প্রমিলা : বলছি তো বল!

এলা : তুমি কদিন ধরে— বলছি তোমায় কেমন যেন লাগছে—

প্রমিলা : নারে ভাবছি কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে আসি মনটাও বদল হবে আবার ঘোরাও হবে একটা টাকা এই রাখ এটা দিয়ে একটা দুল কিনবি আর ছেলেটাকে কিছু কিনে দিবি। (ঠোটের কোণে হাসি)

এলা : কেন দিদা? তুমি কোথাও যাবে?

প্রমিলা : আমি কাশী যাবো এলা তুই ভালো মেয়েরে যাক আমি আর এখানে থাকছিনা তুই বলছিলি না একদিন তোর পোষ্ট অফিসে বই আছে, ওখানে রেখেদিস এখন আঁচলে বেঁধে নে, ওমা কাঁদছিস কেন?

এলা : তুমি পারবে বনি দাদা আমাকে ছেড়ে থাকতে?

প্রমিলা : তোকে একটা কথা বলি বাড়ির কোন কথা বাইরে গল্প করিস না যেন, তুই তো এ বাড়ীতে মেয়ের মতো এ বাড়ির নিন্দে করলে তোর নিজেরো কাঁদা লাগবে শরীরে।

এলা : দাঁড়াও আমি চা করে আনি (হাতে চা এসে টেবিলে রেখে) দিদা আমি ও সব শুনেছি গো সেদিন রাতে তবে তোমায় বলে দিচ্ছি এ বাড়িতে থাকি আর নাই থাকি ঐ ভাই একদিন চীট করবে দেখে নিও, আজ তোমায় চিনলো নাতো ...

(প্রমিলা চা-এর কাপ ঠোঁটের কাছে নিতেই গান ঢোকে) ভেবে দেখছো কি তারারাও কতো আলোকবর্ষ দূরে, দূরে তুমি আমি ক্রমে ক্রমে যাই সরে, আবার নিজের স্থানে ফিরে ...

প্রমিলা : এলা চা টা ভালো করেছিলি।

এলা : দিদা তুমি অনেক টাকা দিয়েছো গো, ঠিক বলেছো পোষ্ট অফিসের বইয়েই রাখবো নইলে আমার নবাব ধেনো খেয়েই উড়িয়ে দেবে। দিদা সবাই কেমন মিথ্যা মিথ্যা করে সত্যিটাকে লুকিয়ে রাখে না। আমরা ছোটলোক যা হলো সামনা সামনি আমাদের নিয়ে কতো কথা সেদিন শুনলেনা বউদি বনি বলেছিলো বস্তির ছেলে মেয়ে কেমন হয় আমরাও এবাড়ি সে বাড়ি কাজ করে দেখছি সবাই আমাদের মতই টাকা পয়সা শরীরে চক্‌চকে ভিতরটায় না, ছিঃ ছিঃ এডা জঞ্জাল। তুমি রাগ করোনা দিদা বলোতো দাদা— বউদির খুব মিল দাদা সামনে এলেই খ্যাচ খ্যাচ অথচ রাস্তায় দুজনে ঝখন বের হয় মনে হয় কোন ঝুট ঝামেলা নেই সেই মস্তির জীবন বিন্দাস যেন সব লায়লা মজনু। তুমি কবে যাবে দিদা?

প্রমিলা : (আজ আর এলাকে গালি দেয় না শুধু দীর্ঘশ্বাস ছারে) এলা কাপ-প্লেট নিয়ে যা।

(একটু পরে কলিং বেল বাজে)

দীপা : পা রেখে জুতো খুলে Fresh room-এ ঢোকে একটু পরে শাড়ী পাল্টে ঘরের স্লীপার পরে নিজের ঘরে ঢোকে বনি মা-কে দেখতে পেয়ে বই নিয়ে ওর পড়ার টেবিলে বসে এলা টিফিন চা রেডি করছে দীপার।

দীপা : বনি টাস্ক করেছো স্কুলের? স্যার এসেছিল?

বনি : হ্যাঁ তবে তোমার কাছ থেকে ইংরেজি টা দেখে নিতে বলেছে। স্যারের নিমন্ত্রণ আছে।

দীপা : রোজই দেখি এ ওর কিছু না কিছু লেগেই আছে, অঙ্কটা হয়েছে?

বনি : দুটো বাকি আছে।

দীপা : দেখি ইংরেজিটা।

বনি : মাম্মা What is the meaning of retina?

দীপা : (ঠোঁটের উপর ঠোঁট নিয়ে একটু ভেবে) Actualy retina means inner most coating of the eye.

এলা : বউদি তোমার চা টিঠিন।

দীপা : রাখ। এলা ওর ঠাম্মা কি করছেন? ঘর অন্ধকার দেখলুম বাতিটা জ্বালতে পারিসনি?

এলা : দিদা শুয়ে আছে (এলা গিয়ে প্রমিলার ঘরের টিউব অন করে)

দীপা : (বনির দিকে তাকিয়ে) তুমি পড়। আমি আসছি। (চা শেষ করে কাপটা টেবিলে রাখে)। মা! মা-আলো না জ্বেলে শুয়ে আছেন, শরীর খারাপ নাকি? টিভিটা ধরে দেবো?

প্রমীলা : না আসলে শরীরটা ...

দীপা : মা আপনি হয়তে ভাবছেন... আসলে আমি আপনার ছেলেকে বলেছিলুম মা তো একটু ছোট মাসিদের কাছ থেকে ঘুরে আসতে পারেন, ঘরে বসে বসে বোর হন কিন্তু কাল আপনার ছেলে বললো আপনি নাকি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন বৃদ্ধাশ্রমে যাবার? এমন সিদ্ধান্ত কেন নিলেন, এক জায়গায় থাকলে... হয়ত আমার মুখ ফসকে... আপনার ছেলের কাছে হার মানছি কিন্তু মা পারবেন বনি অর্ণব ওদেরকে ছেড়ে থাকতে? আমি জানি বলে লাভ নেই। আপনি মাঝে মাঝেই চলে আসবেন ফোনে জানালেই আপনার ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেবো, বনি এই বনি ... (চতুরতায় ভরা কথা)

বনি : কি মাম্মা।

দীপা : এদিকে এসো ঠাম্মাকে প্রণাম করো?

বনি : এখন প্রণাম কেন? আজতো বিসর্জন নয়?

দীপা : যা বলছি তাই করো।

(বনি প্রণাম করতে গেলে, বুকে জাপটে ধরে প্রমিলা) বনি চলে যায়।

প্রমিলা : বউমা ছত্রিশ বছর ধরে এই সংসারে ঘানি টানতে টানতে একটা জিনিস বুঝেছি যে চিমনি একবার ভেঙ্গে যায় তাতে আঠা লাগিয়ে ঠেকা কাজ চলে, স্থায়ী হয় না। আর বউমা তুমি বলতে পারবে কোথাও কাউকে দোষ দিয়েছি, আমি নিজেকেই দোষী মনে করি আমার মৃত্যুর পরেও এটা পরখ করে নিও।

দীপা : (চোখে কুম্ভীরাশ্রু চোখে চালাকী) মা কোন দোষ ত্রুটি হলে মাপ পরবেন (প্রমিলাকে প্রণাম করে)

প্রমিলা : বেঁচে থাকো, সুখী হও (কেঁপে যায় ঠোঁট বনি বাইরে আসে)

বনি : তুমি কোথায় যাচ্ছ ঠাম্মা?

প্রমিলা : (গলায় অভিমান হৃদয়ের যন্ত্রণা সামাল) বেরাতে দাদুভাই তোমরা যে গত বছর

আন্দামান গেলে আমি বাড়ি কিনুম এবারে আমি একটু ঘুরে আসি কি বাব তো?

বনি : যাও কিন্তু তারাতারি আসবে তুমি না থাকলে এটা Ghost house বাবা মাম্মা তো দেরি করে ফেরে, দিদি শুধু ফোন করে (বলতে বলতে কেঁদে দেয় বনি) আমার সাথে গল্পই করে না ...

প্রমিলা : আসবো দাদুভাই আমি (হৃদয় দেখিয়ে) তোর এখানে আছি না বারবার আসবো (কান্না চেপে সামলে নেয়) হঠাৎ কলিং বেল বাজে ...

(বৈশালী-শিখা-উমা-মিতালী একে একে সবাই ঢুকে পরে...)

শিখা : এই এলা দিদা কোথায় রে?

এলা : ঐ তো যাও ঘরে যাও।

শিখা : (চমকে ওঠে প্রমিলা) ও তোরা বস মা বস।

উমা : দিদা তুমিতো আচ্ছা মানুষ কাল চলে যাচ্ছ একবারতো বলনি? আর নিজের বাড়ি থাকতে কেন বৃদ্ধাশ্রমে যাচ্ছ দিদা?

মিতালী : মাসিমা আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন?

প্রমিলা : তোরা পাগল ছারতে চাইলেই ছারা যে। আসলে কি হয়েছে শোন, বাসনা উমা আসলে আমি খুব জেদি মহিলা তো মাঝে মাঝেই দেখি বৃদ্ধাশ্রমে নাকি বেজায় সুখ সব বুড়ো বুড়ি একসাথে পূজা হৈ-হুল্লোড় সে নাকি এক অন্য জগৎ দায়-দায়িত্ব নেই শুধুই আনন্দ আমি প্রায় (একটু ভেবে) একবছরের ধরে অনি আর দীপার পিছনে লেগেই আছি তোরা একবার অন্তত দেখতে দে বৃদ্ধাশ্রম। অনি না কিছুতেই হবে না। এই বয়েসে তোমার জেদ আমিও ছাড়বার বান্দা নয় লেগে থেকে থেকে দুজনে রাজী করিয়েছি। অনি বলছিল এই সময় চলে গেলে মানুষ আমায় কি বলবে— আমি বললুম ওরে পাগল ছেলে আমি যাবার আগে সবাইকে বলে যাব, আসলে নরম মনের ছেলে তো অনি মুখচোরা তাই শেষে আমার জেদের কাছে হার মেনে স্থির করেছে। নিজের বাড়ি তো থাকলই কি বলিস, যখন ইচ্ছে হবে বলবে— এই অনি আমি এখন বাড়ি যাবো ব্যাস।

(সবাই মিলে একসাথে) আসছি দিদা ...

উমা দীপার ঘরের দিকে তাকিয়ে উঁকি দেয়।

বৈশালী : দেখলি শিক্ষিত বেশি হলে কি হয়?

শিখা : দিদাকে দেখলি কতটাভালো মানুষ হলে অমন করে ছেলে ছেলের বউকে আড়াল

করলো। আমরা চিনিনা ঐ মেনি মুখোকে ও কথা বলবে বউ-এর উপর?

মিতালী : (ঘুরে দাঁড়ায়) মধ্যের মেয়েটা দাঁড়িয়ে ...

আসলে আমার— তোর উনাদের (দর্শকদের দিকে তাকিয়ে) কারঘরে সুখ আছে? বল আছে?

দর্শক : (একজন দাঁড়িয়ে) তার দায়ী কে? মিতালী আমি আপনি সবাই এই রাষ্ট্র এই সমাজ (লাইট অফ্ হয়) ক্রমশ রাত বাড়ে গভীর রাতের পর ভোরের পূর্বে একটা গাড়ির তীব্র আওয়াজ হয় লাইট অফ্ হয়ে আবার আসে সোফার পিছনে প্রমিলার ছবিতে মালা-সোফার এক কোণে অনি অন্য কোণে পাকা চুলে শীর্ণ চেহারার দীপা আলো আঁধারিতে দেখলে মনে হবে প্রমিলা। দেয়ালে একপাশে বনি আর লীজার হাসি হাসি ছবি। সোফায় বসা দুজনের মধ্যে কোন কথানেই সুর ঢোকে ...